নিশ্চিত্তের প্রতীক

গুঁড়া মশলা

স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে



# थाज्या कलग



PRATIBADI KALAM ● Daily ● 12th Year, 352 Issue ● 31 December, 2021, Friday ● ১৫ পৌষ, ১৪২৮, শুক্রবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

# ২০২১ মানে ৮ সেপ্টেম্বর বনাম ১৯ নভেম্বর

# व्राव्या व्याप्त व्यापत व्य

NO SIGNAL

৭ আগন্ত, ২০২১

সংজ্ঞা বহন করে। একটি বছরের

৩৬৫ দিন ফুরিয়ে যাওয়া মানে,



সংবাদ ভবনকে আক্রমণ করা হয়েছে। কাচ গুড়ো গুড়ো হয়ে মাটিতে পড়েছে। আহত হয়েছেন এক সাংবাদিক ও একজন চিত্র সাংবাদিক। সেদিন মিছিলে শাসক দলের কয়েকজন উন্মত্ত নেতা ও কর্মীরা মিলে প্রতিবাদী কলম পত্রিকার সম্পাদকের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। পত্ৰিকা অফিসের ভেতর থেকে ড্রামে ড্রামে জল এনে আগুন নেভানো হয়

ভেবে প্রতিটা মুহুর্ত পার করেছি। মনের মধ্যে সংশয় রাখিনি কোথাও। ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, রাষ্ট্র এবং আহ্বান বলে যদি কিছু থাকে--- তাহলে গত ৮ সেপ্টেম্বরের ঘটনাটাই আমাদের কাছে '২০২১' সাল। সেদিন আমরা আহত হয়েছি। শাসক দলের একটি মিছিল থেকে পদ্মফুল শোভিত পতাকা হাতে নিয়ে আমাদের

পরেও আমরা কখনও নিজেদের

'দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো'

দেশের হাজার হাজার কৃষক 'রাষ্ট্র ক্ষমতাকে' বহু মাসের আন্দোলনের ফলে তাদের কাছে এনে নত করিয়েছে। ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা নাগাদ মেলারমাঠের চৌধুরী ভবনে (পড়ুন প্রতিবাদী কলম এবং পিবি২৪-এর প্রধান কার্যালয়ে) যে নারকীয় হামলা এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে, তা ইতিহাস মনে রাখবে। মনে রাখবো আমরাও। ওই ঘটনার

নিয়োগকে

কেন্দ্র করে

**म**क्षयुक्त

রেখেছেন। দ্বিতীয় তারিখটিতে এই

আহা!/মুক্ত করো ভয়, /আপনা-মাঝে শক্তি ধর, নিজেরে করো জয়---'। ২০২১ সাল আমাদের কাছে মানে প্রধানত দুটো তারিখ। একটি ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১। অন্যটি ১৯ নভেম্বর, ২০২১। প্রথম তারিখটি এই দেশ এবং পৃথিবীর সংবাদ জগৎ ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের তারিখ। রাজ্যের ইতিহাসে তো বটেই। দ্বিতীয় তারিখটি নিজের অবিচল সংশয়হীনতাকে এক স্বৰ্ণময় অধ্যায়ে পরিণত করার তারিখ। প্রথম তারিখটিতে শাসক দলের কয়েকজন হীন-নেতানেত্রী নিজেদের 'রাষ্ট্র ক্ষমতাকে'

বছরে একুশটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও

ভিলেজ কমিটিতে সোশ্যাল

অডিটে বিচ্যুতি ধরা পড়ে সতের

লক্ষ অস্টআশি হাজার দুইশত আশি

টাকার। ২০২০-২১ অর্থ বছরে

কুড়ি হাজার টাকার বিচ্যুতি সামনে

আসে। কেন্দ্রীয় সরকারের

গ্রামোন্নয়ন দফতরের পোর্টাল

থেকে এই রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে।

জানা গেছে, পশ্চিম জেলার

হেজামারা ব্লকে সোশ্যাল অডিটে

এই বিচ্যুতি সামনে আসতেই রাজ্য

সরকারের টনক নড়ে যায়। তবে

এখনও পর্যন্ত এই বিচ্যুতি ধরা পড়ায়

এবং সামনে আসায় আগামীদিনে

কিভাবে কাজ করা হবে এবং

সোশ্যাল অডিট ইউনিটে ধরা পড়া

কেলেশ্বারিকেই বা কিভাবে

সামলানো হবে তাই এখন মস্তবড়

প্রশ্ন। বর্তমান অর্থ বছরে হেজামারা

ব্লকের কোনও পঞ্চায়েতেই এখনও

পর্যন্ত সোশ্যাল অডিট করা হয়নি।

এই প্রকল্প নিয়ে তদানীস্তন মেয়র

এরপর দুইয়ের পাতায়

কল্পনাতে হোয়ো না স্থিয়মাণ-আ!

নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়াকে শান দেওয়া। আরও শানিত করা। ৩৬৫ দিন ফুরিয়ে যাওয়া মানে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে যতটা আয়ু, তার দিকে আরও এক পা এগিয়ে যাওয়া! ২০২১ সাল শেষ হয়ে গেল। পৃথিবীজুড়ে প্রস্তুতি এখন ২০২২-কে বরণ করে নেওয়ার জন্য। পরাজিত সময়, ছিন্ন বর্ম, শব্দের সম্মোহনে ২০২১ সাল শেষ হয়ে গেল। প্রতিবাদী কলম, পিবি২৪ এবং কলমের শক্তি--- রাজ্যের এই তিনটি সংবাদমাধ্যমের কাছে ২০২১ সাল আসলে রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ বাণী--- 'সংকোচের বিহুলতা

সুসময়ের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলার অঙ্গীকারে নিজেদের আরও দৃঢ়ও করেন। গত এক বছরে, পৃথিবী জুড়ে জুমের আগুনে কত পাহাড় পুড়েছে! কত নদী চিরতরে শুকিয়ে গেছে! উদ্বেগ আর চিৎকারে একেকটা বেলা কাটিয়েছেন কত-কত প্রতিবাদী চেতনা। মানুষ যখন একলা থাকে, ভিড়ের বাইরে বেরিয়ে যখন নিজের সঙ্গে কথা বলে, তখন কবর আর দাউ দাউ জ্বলতে থাকা শবকাঠ আসলে একই নিজেরে অপমান/সঙ্কটের

সকল ব্যাঙ্কের এ.টি.এম কার্ড গ্রহন করা হয়

খোয়া গেল, তা নিয়ে রীতিমত ভাবতে বসে পড়েন। অনেকে ব্যক্তিগত ডায়েরির পাতায় টুকে একেক দিনের গ্লানি-ব্যর্থতা-যন্ত্রণা-কাতরতা-প্রেম-অপ্রেম আর বোধের ইতিকথা। অনেকে এক বছরের পৃথিবী কতটা ক্লান্ত, দুপুর কতটা দুর্বিনীত তা নিয়ে বৃত্ত বাঁধার চেষ্টা

৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।।** পৃথিবী নামক চলস্তিকায় আরও একটি বছর 'ইতিহাস' হয়ে গেল। একটি বছর রাখেন মানে ৩৬৫টি দিন। ১২টি মাস। প্রায় ৫২টি সপ্তাহ। কালের নিয়মে প্রাপ্তি-গৌরব- মান- অভিমান-এই এক বছরের সময়প্রবাহে

## সেদিন। 🌘 এরপর দুইয়ের পাতায় ভাঙা হবে কর্মচারী সংগঠনের বিল্ডিং!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। তুলসিবতী স্কুলের পাশে কর্মচারী ফেডারেশনের অফিস ঘর ভেঙে দেওয়ার প্রস্তুতি নিল প্রশাসন। বছরের শেষদিনে শুক্রবার ভোরেই কর্মচারীদের এই অফিসটি ভাঙতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে পুর নিগম এবং সদর মহকুমা প্রশাসন। বিধায়ক আশিস সাহা এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে একটি মামলাও করেছেন। বৃহস্পতিবার জরুরি ভিত্তিতে উচ্চ আদালতে এই মামলাটি করা হয়েছে। মামলার রিট পিটিশন নম্বর ৯৬১/২০২১। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০টায় বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্রের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হবে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে ছুটি চলছে। ছুটির মধ্যেই জরুরি ভিত্তিতে এই মামলাটির শুনানি হবে। ইতিমধ্যেই মামলাটি নিয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবীদের কপি দেওয়া হয়েছে। মামলায় বিবাদী করা হয়েছে আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার এবং সদর মহকুমা প্রশাসনকে। জানা গেছে, বহু বছর ধরেই তুলসিবতী স্কুলের পাশে কর্মচারীদের সংগঠনের অফিসটিতে নানা রাজনৈতিক দলের নেতারা অনবরত আসা-যাওয়া করতো। বিধায়ক আশিস সাহা কংগ্রেস দলে থাকার সময় এই অফিসটিই ছিল কংগ্রেস সমর্থিত কর্মচারীদের সংগঠন করার জায়গা। পরবর্তী সময়ে এই অফিসটি গড়ে উঠে তৃণমূল সমর্থিতদের অফিস হিসেবে। বিধায়ক আশিস সাহা যখন বিজেপিতে যোগ দেন তখন এই অফিসেরও রঙ বদলায়। অনেকের বক্তব্য অনুযায়ী, এই জায়গাটি বিধায়ক আশিস কুমার সাহার। পুর নিগম সূত্রের খবর, এই এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ নভেম্বর ।। টিএসআর বাহিনীতে নিয়োগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের আগুন যখন দাবানলের আকার নিচ্ছে ঠিক তখনই বেরিয়ে এলো অস্থায়ী নিয়োগ সংক্রান্ত আরও একটি মারাত্মক কেলেঙ্কারি। "নো ওয়ার্ক নো পে'' ভিত্তিতে রাজ্যের

ছাত্রাবাস যুক্ত বিদ্যালয়গুলিতে পাচক, নৈশপ্রহরী এবং জল বাহক নিয়োগকে কেন্দ্র করে যাবতীয় নিয়মনীতি বিসর্জন দিয়ে দলতন্ত্র এবং কামাইতন্ত্রের এক বেনজির ইতিহাস রচনা করছে রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীরা। এমন অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন মহল এমনকি শাসক দলের অভ্যন্তর থেকেও। গোটা রাজ্যেই এই কেলেঙ্কারি কাণ্ড ঘটে চলেছে। তবে তা কেলোর কীর্তি এরপর দুইয়ের পাতায়

সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পথ

সঙ্গে এই সংবাদপত্র এবং সংবাদ

চ্যানেলের সম্পর্ক ছিলো সুমিষ্ট

এবং নিবিড়। তারপরেও তিনি কেন

# অফিসের জায়গাটি অধিগ্রহণ করতে

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, এই সংবাদমাধ্যমের উপর জিঘাংসা আগরতলাতেই তার কর্মক্ষেত্র। আগরতলা. ৩০ ডিসেম্বর।। ৮

পোষণ করেছেন একমাত্র তিনি

এবং তারাই বলতে পারেন। ৩০

এদিন প্রকাশ্যেই যে তিনজন তার উপর চড়াও হয়ে কিল, ঘুসি ও লাথি মারলেন তাদের অন্যতম একজন নার দত্ত। প্রশান্তবাবু নিজেই জানালেন তার নাম। নারু দত্ত ওরফে নারায়ণ দত্ত আগরতলা পুরনিগমের সদস্যা রত্না দত্ত'র স্বামী এবং শহরে বিজেপির প্রভাবশালী নেতা। তবে পাপিয়াদেবীর গুরুত্বের তুলনায় তিনি নস্যি। ভাই মার খেলেন, থানায় গেলেন, কিন্তু পাপিয়াদেবীর মুখে কুলুপ। সামান্যতম দুঃখ প্রকাশ কিংবা হুঙ্কার পর্যন্ত নেই। ঠিক কি কারণে নিজের ভাইয়ের উপর আক্রমণের পরেও তিনি চুপ হয়ে রইলেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছে। অনেকেই বলছেন, ৮ সেপ্টেম্বরের যন্ত্রণা তিনি হয়তো অনুভব করেননি, বরং আনন্দিত • এরপর দুইয়ের পাতায়

তার দলেরই নেতাদের হাতে গণধোলাই খেলেন পাপিয়াদেবীর ভাই প্রশান্ত দত্ত। প্রশান্তবাবু টিএনজিসিএল'র আধিকারিক এবং

কতদূর? ৮ সেপ্টেম্বর মিছিলের ডিসেম্বর খোদ আগরতলা শহরে নেতৃত্ব দিয়ে হাঁটছিলেন রাজপথে অন্যান্যদের সঙ্গী করে তারই ইঙ্গিত এবং ইশারায় মিছিল থেকেই প্রকাশ্যে দিবালোকে হামলা হয়ে যায় প্রতিবাদী কলম এবং পিবি-২৪'র দফতরে। নির্বিচারে ভাঙচুর করা হয়, সম্পাদকের গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। জননেত্রী, বর্তমান শাসক দলের নয়নের মণি, দলের অপরিহার্য সম্পদ পাপিয়া দত্ত সেদিন কতটুকু যন্ত্রণাকাতর ছিলেন তা একমাত্র তিনি নিজেই বলতে পারেন। অথচ ঘটনার মুহূর্ত পর্যন্ত পাপিয়াদেবীর

এরপর দুইয়ের পাতায়

ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শহরে ৩৫ হাজার এলইডি লাইট লাগানোর জন্য ২০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছিলেন। শহরের প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রথমপর্বে প্রকল্পের কাজটি শেষ হয় তখন। তারপর ২০১৯ সাল। শুধুমাত্র শহর আগরতলা নয়, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের ইইএসএল রাজ্যের ১৯টি শহরে একই প্রকল্প জারি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তদানীস্তন বিদ্যুৎমন্ত্ৰী মানিক দে ২০১৬ সালের ৭ ডিসেম্বর সাংবাদিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওই প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত বলেছিলেন। সরকারকে তখন একটি পয়সাও

প্রসঙ্গে। ২০১৪ সাল। নভেম্বর মাস। সরকারের প্রতি মাসে প্রায় ২ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিলের খরচ বাঁচানোর লক্ষ্যে উদ্যোগটি গৃহীত হয়েছিল। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম এলইডি শহর হওয়ার 'খেতাব' পেয়েছিল শহর আগরতলা। শহরের প্রায় ৩০ হাজার স্ট্রিট লাইট তখন এলইডিতে রূপান্তরিত হওয়ার অনুমোদন পায়। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের তরফে ইইএসএল তদানীন্তন সরকারের প্রস্তাবটিকে

#### প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তাহলে রাজ্যের অর্থনৈতিক আগরতলা,৩০ ডিসেম্বর।।গ্রামের প্রগতির সূচক অনেকটাই বৃদ্ধি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সোশ্যাল অডিট সম্পন্ন হয়। এতে ওই বছর পেতো। কিন্তু তা না হয়ে নেতারাই সেই টাকার ভাগীদার হয়েছেন। তিন কোটি আটাশ লক্ষ আটানব্বই হেজামারা ব্লুকের একুশটি গ্রাম হাজার সাতশত সত্তর টাকার বিচ্যুতি সামনে এসেছে। ২০১৯-২০ অর্থ

হেজামারা ব্লুকে রেগায়



রেকর্ড পতন সোনার দামে

বাংলা ৫৮৬ কোটি গুজরাট ১১৩৩

পৃষ্ঠা ৭



সেঞ্চুরিয়নে কাঙ্ক্ষিত জয় টিম ইন্ডিয়ার

গ্রহণ করে। সে সময় গ্রামোন্নয়ন

দফতরের সচিব আশুতোষ জিন্দাল

গোটা বিষয়টিকে দেখভাল করেন।

পরে ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে

রেগার কাজের জন্য চাতক চোখে তাকিয়ে থাকেন তখন তাদেরকে ফাঁকি দিয়ে আর্থিক ঘোটালায় निरक्रिपत किए एवं रक्रिय পঞ্চায়েতের কতিপয় সদস্য এবং সরকারি আধিকারিক। যে অর্থ অব্যয়িত থেকে যায় কিংবা ঘোটালায় জড়িয়ে ফেলা হয় সেই অর্থ যদি দরিদ্র মানুষদের কল্যাণে গ্রামীণ নিশ্চিত কর্মসংস্থান প্রকল্পে ব্যয় করা যেতো তাহলে রাজ্যে অর্থনৈতিক মানদণ্ড অনেকটাই সুদৃঢ় হয়ে উঠতো। বর্তমানে রাজ্যে প্রায় মেরুদণ্ডহীন সোশ্যাল অডিট দফতর চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। আর এই খুঁড়িয়ে চলা সোশ্যাল অডিট দফতরের কাজকর্মের যে চিত্র

সামনে এসেছে তা কাৰ্যত হতচকিত হয়ে যাওয়ার মতো। পশ্চিম জেলায় শুধুমাত্র হেজামারা ব্লকের একুশটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটিতে রেগার কাজে প্রায় তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ সাত হাজার পঞ্চাশ

#### লুকিয়ে থাকে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, জয়-পরাজয়। প্রত্যেক এক বছরের ব্যবধানে বিকেলের স্লান আলোয় শেষে পৃথিবীর শতাধিক দেশের কোটি কোটি মানুষ, নিজেদের জীবনে কি পাওয়া হলো আর কি করেন। কেউ দুঃসময় আর

## টাটার গায়ে কালি ছেটালো প্রগ্রেসিভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। টাটা গ্রুপ গোটা দেশে স্বচ্ছতা, প্রগতি, উন্নয়ন আর সেবা ধর্মের প্রতীক হিসেবে নিজেদের বাণিজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। আজও টাটা গ্রুপের নাম গোটা দেশে সম্মানের সঙ্গে বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হয়। এহেন টাটা গ্রুপের একটি বাণিজ্যিক



নামটি এলাকা জবরদখলের সঙ্গে সম্পক্ত হয়ে যায়। কালি পডেছে টাটার গায়েও। ধলেশ্বর বিওসি সংলগ্ন স্থানে টাটার ছোট গাড়ি বিতরক সংস্থা প্রগ্রেসিভ মোটর্স-এর শো-রুম। আর এই শো-রুমের ঠিক সামনেই রয়েছে রাস্তার ড্রেন। প্রগ্রেসিভ কর্তৃপক্ষ ড্রেনের উপরে স্ল্যাব দিয়ে এমনভাবে শো-রুমের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে যা কম করেও দেড় ফুট রাস্তার জায়গা দখল হয়ে গিয়েছে। এই শো-রুমের

## ২০টি শহরে লক্ষাধিক এলইডি

টাকার আর্থিক বিচ্যুতি সামনে

এসেছে। অভিযোগ, এই অর্থ যদি

গরিবদের কল্যাণে ব্যয় করা যেতো

সরকারের ক্ষেত্রে এলইডি বসানোর ব্যয় হবে ওই অর্থ? নাকি জন্য ২৩ লক্ষ টাকার টেন্ডার ভ্যালু আলাদাভাবে নিগম সেই ব্যয়ভার প্রকাশ করার কি প্রয়োজন? বহন করবে? নিন্দুকেরা ইতিহাস

এরপর দুইয়ের পাতায়

আগরতলা স্মার্টসিটি প্রকল্প থেকে টেনে কথা বলা শুরু করেছেন এই 9774414298 S3 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

সতর্ক্রার্তা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। গত আগস্ট মাসেই টেন্ডারটি 'ক্লোজ' হয়ে গেছে। ২৩ লক্ষ টাকার টেন্ডার ভ্যালুতে আগরতলা পুর নিগম গত ২৯ জুলাই একটি টেন্ডার প্রকাশ করে। তাতে বলা হয়, আগরতলা পুর নিগমের ৫০ এবং ৫১ নম্বর ७ शार्स्फ ५०, ५२, ५८ वर १० ওয়াটের এলইডি লাইট বসবে। প্রায় ৪ মাস অতিক্রান্ত। ওই টেন্ডারটির সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে নিগম কর্তৃপক্ষ বুধবারও কিছুই বলতে পারলেন না সংশ্লিষ্ট দুই 👱 আধিকারিক। এর চেয়েও বড় প্রশ্ন, বাম আমলে যখন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের সাহায্য নিয়ে বহু এলইডি শহরে লাগানো হয়েছে,

তখন বৰ্তমানে ডাবল ইঞ্জিন

পাশের গলিতেই থাকেন মুখ্যমন্ত্রীর



## সোজা সাপ্টা

## গ্রুপ-ডি, সি

টিএসআর নিয়োগ কাণ্ডের পর রাজ্যের বিরাট অংশের বেকার ছেলে-মেয়েদের আশঙ্কা রাজ্য সরকারের বহুচর্চিত গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি চাকুরি হয়তো অনির্দিষ্টকালের জন্য ঝুলে গেলো। টিএসআর নিয়োগ কাণ্ডে যেভাবে 'টাকার খেলা' হওয়ার অভিযোগে গোটা রাজ্যে শাসক দলের ভিত কাঁপছে তারপর গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি চাকুরি না দলের এরাজ্যে অস্তিত্বই শেষ করে দেয়। টিএসআর নিয়োগ কাণ্ডে 'টাকার খেলা' যেভাবে এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে তারপর শাসক দলের নিশ্চয় বাম আমলে বা আগের জোট আমলে টাকা দিয়ে চাকুরির অভিযোগ তুলে পার পাবে না। তবে এক টিএসআর নিয়োগে রাজ্যে বেকারদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের যে সুনামি শুরু হয়েছে তাতে আশঙ্কা, রাজ্য সরকারের গ্রুপ-ডি, গ্রুপ-সি চাকুরি হয়তো আপাতত স্থগিত হয়ে যাবে। যদিও কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছে যে, গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি চাকুরি যারা পাচ্ছেন তাদের নাম ঘোষণা হবে। কিন্তু এক টিএসআর নিয়োগ কাণ্ডে যা যা হচ্ছে তারপর রাজ্য সরকার বা শাসক দল হয়তো সাহস করবে না আপাতত গ্রুপ-ডি এবং গ্রুপ-সি চাকুরির তালিকা সামনে আনার। গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি চাকুরির ক্ষেত্রে যেভাবে ভিনরাজ্যের ছেলে-মেয়েদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে তাতে কিন্তু অনেক আশঙ্কা, অনেক অভিযোগ উঠছে। সেক্ষেত্রে যদি টাকার খেলাও যুক্ত হয় তাহলে তো হয়েই গেলো। তাই টিএসআর-র চাকুরির ইস্যু দেখে গ্রুপ-ডি ও গ্রুপ-সি পদের জন্য চাকুরি আপাতত ঝুলে যাবে বলেই কিন্তু বেকার মহলের আশঙ্কা।

## 'মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে'

• প্রথম পাতার পর সাংবাদিক এবং অসাংবাদিক কর্মীরা মিলে আগুন নিভিয়ে ছিলেন। সেই আগুন সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখ আদতে নিভে যায়নি। সেই আগুনের 'তাপ' এখনও আমাদের দহন দেয়। দেবেও। ২০২১ সাল অন্য আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে। ২০২১ সালের আগস্ট মাসের ৭ তারিখ কোন এক অজানা কারণে রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় বৈদ্যতিন সংবাদ মাধ্যম পিবি২৪-এর সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অবৈধভাবে বন্ধ করা সম্প্রচার আজও সদুত্তরের অপেক্ষায়। কোনু রাষ্ট্রশক্তির বাহুবলে বা কোনু অপরাধে পিবি২৪-কে আজও 'স্ক্রিন ব্ল্যাক আউট' হয়ে থাকতে হচ্ছে, তার জবাব আমাদের কারোর কাছে নেই। আমরা নিশ্চিত, আপনারা যারা পাঠক এবং দর্শক, আপনাদের কাছেও নেই। শুধু এটুকু অনুভব করতে পারি আমরা, বা বলতে পারেন, আমাদের কাছে ২০২১ সাল মানে 'অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয়'। ২০২১ সাল মানে আমাদের কাছে ১৯শে নভেম্বর। ১ বছর ১৩ দিন আন্দোলন করার পর দিল্লিতে কয়েক হাজার কৃষক নিজেদের জয় হাসিল করেছিলেন সেদিন। সারা দেশ কৃষকদের সঙ্গে এক দুর্বার আনন্দশক্তিতে মেতে উঠেছিল। আমরাও মেতেছিলাম। কোনও রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় নয়, তবে এই দর্শনে যে, লক্ষ্যে অবিচল থেকে যে কোনও 'যুদ্ধ' জয় করা যায়। ৮ সেপ্টেম্বরের সমস্ত আঘাত আমরা ভূলতে চেয়েছি ১৯শে নভেম্বর তারিখটি থেকে। ভূলতে চাইনি, বলা ভাল, ১৯শে নভেম্বর তারিখটি থেকে আমরা পাঠ নিয়েছি। জীবনের পাঠ। কিভাবে হাজার হাজার মায়েরা নিজেদের সন্তানদের ঘরে রেখে, দিল্লির রাজপথে কুয়াশার রাত কাটিয়েছেন, আমরা দেখেছি সবাই। আমরা দেখেছি, ঐকতান আর মৃত্যুঞ্জয় আশা যে কোনও জড়ত্বনাশাকে দূর করতে পারে। বন্ধন কতটা প্রাণচঞ্চল হয়, দেখেছি আমরা ১৯ নভেম্বর তারিখটিতে। ৮ তারিখ খানিকটা শঙ্কিত ছিলাম আমরা। এমন ভয়ঙ্কর আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু তখনও কৃষক আন্দোলনটি আমাদের সাহস জুগিয়ে গেছে। অবশেষে ২০২১ সালের ১৯ তারিখটি ছাপিয়ে গেছে ৮ সেপ্টেম্বরের সমস্ত কলঙ্ককে। ১৯ আমাদের দূঢ়চেতা হতে সাহস জুগিয়েছে। নীরবে নিভূতে বলেছে, ঘোর তিমিরঘন নিশীথেও আলোকধারায় বইতে পারে প্রেমগাঁথা। সামনে নতুন আরও একটি বছরের হাতছানি। জানি, আঘাত আসবে। এও জানি, তাকে প্রতিহত করার বিবেক-কৌশল আমাদের তাড়িত করবে। জানি, রাষ্ট্র ক্ষমতার চক্রান্ত জারি থাকবে। এও জানি— 'জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!/জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।। ২০২২ সালে হয়তো আরও বড় ধরনের শাসন ক্ষমতায় আমাদের কণ্ঠ রোধ করা হবে। কিন্তু আমরা জানি, সেদিনও আমরা জাগ্রত থাকবো, অবিচল থাকবো 'মঙ্গল নতনয়নে অনিমেযে'। ২০২১ সাল আমাদের আরও সাহসী করে দিয়ে গেলো। ৮ সেপ্টেম্বরের বিকেলের পর থেকে আমাদের কাছে ২০২১ সাল মানে, কবির ভাষায় 'জগতে তুমি রাজা, অসীম প্রতাপ' হতে পারে তোমার— কিন্তু আমাদের বিবেক ও হৃদয়ে তিনি দীনজন। নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের সকলকে। আমাদের সকলকে মিলেমিশে ভাল থাকতে হবে। আমরা শুধু আপনাদের কাছে দায়বদ্ধ। আপনারা যারা পাঠক, আপনারাই আমাদের চালিকাশক্তি। আমাদের কাছে ৮ সেপ্টেম্বর আর ১৯ নভেম্বরের যোগসূত্র আপনারাই। মনে রাখবেন, কোনও লোকভয়, রাজভয় বা মৃত্যু ভয়কে আমরা পরোয়া করি না। আত্ম অবমানকে ভয় পাই, এই যা। আমাদের প্রার্থনা শুধু একটাই। আমরা সকলে মিলে, আসুন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উচ্চারণ ধার করে বলি— 'মস্তক তুলিতে দাও অনস্ত আকাশে/উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে'।

## 'ডোন্ট থ্রু স্টোনস লিভিং ইন এ গ্লাস হাউস'

• প্রথম পাতার পর হয়েছিলেন হয়তো-বা কিন্তু ৩০ ডিসেম্বরের ঘটনায় তিনি মৌখিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও সেটা নিশ্চিত ভাই যখন গণধোলাই খেয়েছে তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন তিনি। কিন্তু এ নিয়ে কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে ছিলেন না তিনি। এদিকে, তার ভাই প্রশান্ত দত্ত জানিয়েছেন, টিএনজিসিএল-র তরফে নারু দত্ত সহ তিনজনের নামে এফআইআর দায়ের করা হবে। পাশাপাশি এই ঘটনার বিচার চেয়ে তিনি খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও যাবেন। তার বক্তব্য, বিগতদিনেও তিনি শহরে টিএনজিসিএল-র তরফে কাজ করেছিলেন। কিন্তু কোনওদিন তার উপর কোনও আঁচড় আসেনি। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে কাজ করতে গিয়ে তাকে শুধু বাধার মুখেই পড়তে হয়নি, কিল, ঘুসি ও লাথি খেতে হয়েছে। যা শহরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক মস্তবড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি কোনও ইঞ্জিনিয়ারই আর শহরে এলাকায় কাজ করতে ভরসা পাবেন না। এত কিছুর পরেও পাপিয়াদেবী চুপ। অনেকেই বলেছেন, পাপিয়াদেবী হয়তো-বা ৮ সেপ্টেম্বরের সঙ্গে ৩০ ডিসেম্বরের দূরত্বকে কমিয়ে যন্ত্রণা মাপার চেষ্টা করেছেন। সে জন্যই হয়তো-বা তিনি চুপ ছিলেন। 'ডোন্ট থ্লু স্টোনস লিভিং ইন এ গ্লাস হাউস' এই ইংরেজি প্রবাদটি আজ সত্যে পরিণত হলো।

বহস্পতিবার আগরতলায় সুর্যচৌমুহনি এলাকায় বিজেপির কাউন্সিলর রত্মা দত্তের স্বামী নারায়ণ দত্ত-সহ তিনজন মিলে বেধড়ক পিটিয়েছে টিএনজিসিএল'র ইঞ্জিনিয়ার প্রশান্ত দত্তকে। প্রশান্ত জানিয়েছেন, টিএনজিসিএল'র লাইনে মেরামতের কাজ চলছিল। এই কাজেই কয়েকজন বাধা দিচ্ছে জেনে ছুটে যায়। সেখানে যাওয়ার পরই নারু দত্ত-সহ কয়েকজন কাজ করতে বাধা দেয়। কাজের অনুমতি না নিয়ে কেন কাজ করা হচ্ছে এই প্রশ্ন তুলেন। তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, টিএনজিসিএল'র লাইনের মেরামতের কাজ করতে স্থানীয়দের অনুমতি লাগে না। সরকারি কাজে বাধা না দিতে তিনি আবেদন করেন। কিন্তু প্রথমে একজন ফোন করে তাকে বিশ্রি ভাষায় গালাগাল করে। এরপরই আচমকা এসে তিনজন মিলে তাকে মারধর করতে শুরু করে। নারায়ণ দত্ত মাথার পেছনে থাপ্পড দেয়। আরও দু'জন মিলে লাথি এবং ঘৃষি দিতে থাকে। নারায়ণ আগরতলা পুরনিগম ওয়ার্ডের ২০নং ওয়ার্ডের পারিষদ রত্না দত্তের স্বামী। তিনি কংগ্রেস থেকে বিজেপিতে যোগদানের পর কাউন্সিলরের টিকেট পেয়েছিলেন। কিন্তু দলের সম্পাদিকা পাপিয়া দত্তের ভাইকেই বেধড়ক পেটাতে থামলেন না। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছে নারায়ণ দত্ত-সহ তিনজনের বিরুদ্ধে। অথচ এখন পর্যন্ত পশ্চিম থানার পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে সাহস দেখাতে পারেনি। একজন ইঞ্জিনিয়ারকে কর্মস্থলে এইভাবে মারধরের ঘটনায় শুধুমাত্র কাউন্সিলরের স্বামী হওয়ায় বেঁচে যাবেন তা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন জেণেছে। বিজেপির মধ্যে তাহলে সম্পাদক থেকে কাউন্সিলরের স্বামীর প্রভাব বেশি? এই ধরনের প্রশ্ন তুলছেন অনেকে। ৮ সেপ্টেম্বর বিজেপির মিছিল থেকে সংবাদ ভবনে আক্রমণ করা হয়। প্রতিবাদী কলম'র সম্পাদকের গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সব ঘটনার সময় মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পাপিয়া দত্ত। এই ধরনের প্রভাবশালী নেত্রীর ভাইকে প্রকাশ্যেই বেধড়ক পিটিয়ে দিলো কাউন্সিলরের স্বামী। এনিয়েই অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। লাঠি থাকলেই এখানে শক্তি থাকে। দলের পদ দিয়ে কেউ প্রভাব খাটাতে পারছেন না। অভিযোগ, রত্না দত্তের স্বামী নারায়ণ দত্ত মদ ব্যবসায় যুক্ত। স্থানীয়দের অভিযোগ রয়েছে, স্ত্রীর নাম দিয়ে নারায়ণ নিজেই পুর পরিষদের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। এছাড়া বহু বেআইনি কাজে যুক্ত। বেআইনি কাজ টিকিয়ে রাখতেই স্ত্রী রত্নাকে বিজেপি দলে যোগদান করিয়েছিলেন। কোটি কোটি টাকার মালিক নারায়ণ সহজেই তার স্ত্রীকে কাউন্সিলরের টিকিট পাইয়ে দেয়। এখন কাউন্সিলরের স্বামীর গুন্ডামিতে অতিষ্ঠ শাসক দলের নেতারাই।

## ২ ওয়ার্ডে এলইডি'র টেন্ডার ভ্যালু ২৩ লক্ষ

• প্রথম পাতার পর করতে হয়নি। ১৮ কোটি টাকা ব্যয় করে রাজ্যের ২৩টি শহরে এলইডি লাইট বসানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তথ্য ঘাঁটলে জানা যায়, শুধুমাত্র আগরতলা শহরে, প্রকল্পটি সম্পূর্ণ শেষ হওয়ার পর, ৩৩ হাজার ৮১৬টি সোডিয়াম ভেপার এবং সিএফএল হ্যালোজেন লাইটকে বদলে এলইডি লাইট বসানো হয়েছে। হায়দরাবাদ এবং বিজয়ওয়াড়ার পরে সে সময় শহর আগরতলা ছিল তৃতীয়, যেখানে শহর জুড়ে এলইডি লাইট বসানো হয়। এ পর্যন্ত সবই ঠিক আছে। কিন্তু কথা হলো, দীর্ঘ বহু বছর তদানীন্তন বাম সরকার কেন্দ্রীয়মন্ত্রকের সহযোগিতা নিয়ে শহরে এলইডি বসানোর কাজে হাত দিয়েছিল। তখন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রক নানাভাবে রাজ্য সরকারকে কোটি কোটি টাকার অর্থ দিয়ে প্রকল্পটি রূপায়ণ করার জন্য সহযোগিতা করেন। এখন, ডাবল ইঞ্জিনের সরকার থাকার পরেও কি কারণে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষকে এলইডি লাইট লাগানোর জন্য টেন্ডার জারি করতে হয়, তা বোঝা মুশকিল। আগরতলা পুর নিগম গত কয়েক মাস আগে একটি টেন্ডার প্রকাশ করে। টেন্ডার ভ্যালু প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা। এবছরের ২৯ জুলাই টেন্ডারটি উন্মুক্ত করা হয় এবং এ বছরের ১৩ আগস্ট টেন্ডারটির শেষ তারিখ ছিল। শহর এলাকায় নতুন এলইডি লাইট বসানোর জন্য ওই টেন্ডারের কি অবস্থান তা জানা যায়নি। জানা গেছে, ১০ থেকে ১২ ওয়াট ২৪ ওয়াট এবং ৭০ ওয়াটের এলইডি আগরতলা পুর নিগমের ৫০ এবং ৫১নং ওয়ার্ডে লাগানো হবে বলেই উক্ত টেন্ডারটি প্রকাশ করে নিগম কর্তৃপক্ষ। শুধুমাত্র দুটো ওয়ার্ডের জন্য প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা খরচ ধরা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রকের তরফে কোনও প্রকল্প আর নেই এখন? নাকি স্বার্ট সিটির প্রকল্পে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা দিয়েই সরকার শহরের দুটো ওয়ার্ডে এলইডি বসাবে?

#### বাডিতে হামলা

আটের পাতার পর - জানান।
 হামলার কারণ হিসেবে বিজেপি নেতা
 জানান, টিএসআরের চাকরি নিয়ে
 রাতে চাম্পামুড়াস্থিত দলীয় অফিস
 ভাঙচুর করা হয়েছিল। এরপরই
 হামলাকারীরা তার বাড়িতে চড়াও হয়।
 এখন পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে
 দিকেই তাকিয়ে আছেন সুবাই।

#### মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র

আটের পাতার পর - পড়ে। পুলিশ এবং টিএসআর প্রচুর পরিমাণে মোতায়েন করা হয়। লেফুঙ্গা থানার ওসি কৃতিজয় রিয়াং সহ আরও কিছু পুলিশকর্মীকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। গভীর রাতে পরিস্থিতি সাময়িক নিয়ন্ত্রণে আসে বলে পুলিশের দাবি। এদিকে বিক্ষ্ম্ব এক ব্যক্তির দাবি, লেম্বুছড়া চৌমুহনির কাছে প্রায়ই যান দুর্ঘটনা হয়। কিন্তু কখনই পুলিশ যান দুৰ্ঘটনা আটকাতে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। স্থানীয় বাসিন্দা সস্তোষ দেববর্মা জানান, আমরা ঘটনার পর বাকি ট্রিপার গাড়িগুলি আটকেছি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনি চালককে গ্রেফতার করা হোক। দেরি করে দমকলের ইঞ্জিন আসায়ও ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন তিনি।

#### ১০৩২৩ শিক্ষকের

• আটের পাতার পর - হারানোর পর থেকে এমনিতেই ১০৩২৩ শিক্ষকদের পরিবারগুলির অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে। এর মধ্যেই আক্রান্ত হচ্ছেন এই শিক্ষকরা। কয়েকদিন আগেই সিমনায় চাকরিচ্যুত শিক্ষক অনুপ ওরাংকে খুন করে কুয়োতে ফেলে দেওয়া হয়। পুরনির্বাচনের আগেও রাজ্যে কয়েকজন চাকরিচ্যুত শিক্ষক আক্রান্ত হয়েছেন। এসব আক্রমণের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব জানিয়েছেন, এই ধরনের পরিস্থিতি চলতে থাকলে গোটা রাজ্যে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

#### উঠলো এডিনগর

• সাতের পাতার পর হয়ে রাহুল দেবনাথ ১৩ রানে ৫টি উইকেট তুলে নেয়। এদিকে, আগামী ২ জানুয়ারি সুপার সিক্স-র খেলা শুরু হবে। প্রথমদিন পিটিএজি-তে এনএসআরসিসি বনাম এডিনগর, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে চাম্পামুড়া বনাম ক্রিকেট অনুরাগী এবং নিপকো মাঠে মডার্ন সিএ বনাম জিবি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। রাউন্ড রবীন লিগ পদ্ধতিতে সুপার সিকা-র ছয়টি দল পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রথম দুইয়ে থাকা দুইটি দল আগামী ৭ জানুয়ারি নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে ফাইনালে মুখোমুখি হবে।

### টিম ইভিয়ার

 সাতের পাতার পর কাজে এল না বাভুমার একক লড়াই।

৩০৫ রানের লক্ষ্য সামনে রেখে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিলেন এলগাররা। তবে গতকাল স্কোরবোর্ডে ১০০ রানে না পৌঁছতেই চার উইকেট খুইয়ে বসে প্রোটিয়া বাহিনী । আর এদিন শামি-সিরাজের দাপটে এল কাঙ্খিত জয়। তবে প্রথম টেস্ট জিতলেও ভারতীয় শিবিরকে চিন্তায় রাখবে ব্যাটিং লাইন আপ। মায়াক আগরওয়াল ও কেএল রাহুল ছাড়া সেভাবে ভরসা জোগাতে পারেননি কেউ। অভিজ্ঞ পূজারা ও রাহানেও নজর কাড়তে ব্যর্থ। আর বিরাট কোহলির কথা তো আপাতত যত কম বলা যায়, তত ভাল। ২০২০-র মতো ২০২১ সালটাও সেঞ্চুরিহীন ভাবে শেষ করলেন ভারত অধিনায়ক। ফলে ক্যাপ্টেন হিসেবে সিরিজ জয়ের পথে একধাপ এগোলেও তাঁর পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

৩ জানুয়ারি জোহানেসবার্গে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। সেই ম্যাচ জিতলেই প্রথমবার দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রোটিয়াবাহিনীকে হারানোর নজির গড়বে কোহলি অ্যান্ড কোং। চলতি বছরের শুরুতে গাব্বায় জিতেছিল ভারত। সেঞ্চুরিয়নে জিতে বছর শেষ করল ভারতীয় দল।

#### ভাগ্যবতী কাউন্সিলর

তিনের পাতার পর দশক যাবৎ বিরোধী ঝাভা বহন করে গোটা একটা প্রজন্মকে ধবংস করে দেওয়া পরিবারগুলির বহু যোগা প্রার্থী বিধিতের তালিকায় রয়ে গেল। না দলীয় পদ, না চাকুরি কিছুই পেলো না। আর এখান থেকেই ক্ষোভের জন্ম।

#### নাজেহাল জনগণ

• পাঁচের পাতার পর চালকরা প্রতিনিয়ত নিজেদের খুশিমত কাজ করছেন। অর্থাৎ তারা যত্রতত্র যানবাহন নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই কারণেই নাগরিকদের প্রতিদিন নাজেহাল হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

# প্রবীণদের তৃতীয় ডোজ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। যাট বা বাদের যাট পেরিয়ে গেছে, তাদের ডাক্তারদের সাটিফিকেট দেখাতে হবে না, কোমবিভিটি থাকা যাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের নতুন বছরে জানুয়ারি ১০ থেকে দেওয়া হবে কোভিডের আরও এক ডোজ। তাকে বলা হচ্ছে, প্রিকসন ডোজ। দেশে এখন প্রায় ১৩ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের বয়স প্রায় ৬০-এর বেশি। আর এই সকল মানুষগুলি সকলেই পেতে পারেন বুস্টার ডোজ। দ্বিতীয় ডোজের পর

অন্তত নয় মাস পার হয়ে গেলেই এই

তৃতীয় ডোজ দেওয়া হবে। তাছাড়াও প্রথম সারির যোদ্ধাদেরও এই ডোজ দেওয়া হবে। ডাক্তার বা অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মী প্রমুখরা পাবেন। কিছুদিন পরেই উত্তরপ্রদেশ-সহ নানা জায়গায় ভোট। ভোটের কাজে যারা থাকবেন, তাদেরও দেওয়া হবে।

দেশে পনের থেকে আঠারো বয়সীদেরও টিকা দেওয়া শুরু হচ্ছে আগামী মাসেই। ওমিক্রন নামের করোনা ভাইরাসের একটি স্ট্রেনর দাপট ছড়িয়ে পড়েছে। দেশে রোজই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। এই রকম অবস্থায় টিকাই হয়ে উঠতে পারে

হাতিয়ার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে,
টিকা সে সকল মানুষের লাগবে
যাদের এই সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার
আশক্ষা সব থেকে বেশি। শুধু
করোনা টিকা নিয়েই কোনও
সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।
সেক্ষেত্রে আপনাকে মানতে হবে
করোনাবিধিও। তবে শুধু করোনা
টিকা নিয়েই কোনও সমস্যার
সমাধান সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে
আপনাকে মানতে হবে
করোনাবিধিও। এক্ষেত্রে মাস্ক পরুন,
হাত ধুয়ে নিন সাবান দিয়ে,
স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন ইত্যাদি।

## টাটার গায়ে কালি ছেটালো প্রগ্রেসিভ

• প্রথম পাতার পর মণ্ডলের নেতা মধুমঙ্গল সিনহা, বেণু সিনহা'রা। অভিযোগ, টাটা মোটর্স-র বিতরক প্রপ্রেসিভ কর্তৃপক্ষ মণ্ডলের নেতাদেরকে এমনভাবে প্রসাদ খাইয়ে দিয়েছেন যে তারা মুখ ফুটে প্রতিবাদটুকু করতে পারছেন না। প্রগ্রেসিভ-র জাের নাকি এতটাই বেশি, অবিলম্বে এই জবরদখল হয়ে যাওয়া রাস্তার জায়গা উদ্ধার করার জন্যে খােদ মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন স্থানীয় মানুষেরা। তাদের অভিযােগ, মধুমঙ্গল সিনহা'রা প্রসাদের ঢেকুর তুলতে থাকায় তারা এনিয়ে কোনও কথা বলবেন না। কিন্তু প্রকাশ্যে স্থানীয় মানুষেরাও এর প্রতিবাদ জানাতে পারছেন না। এ জাতীয় ঘটনায় প্রগ্রেসিভ-র বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি উঠেছে।

#### নিয়োগকে কেন্দ্র করে মল্লযুদ্ধ

 প্রথম পাতার পর প্রকাশ্যে এসেছে কমলপুর মহকুমার মানিকভান্ডারে। স্থানীয়ভাবে কোন বিজ্ঞাপন বা নোটিশ না দিয়ে, যোগ্যতার মান যাচাই না করে এমনকী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালন সমিতির মতামত না নিয়ে বলা যায় সকলকে অন্ধকারে রেখে হরচন্দ্র স্কলে পাচক, নৈশপ্রহরী এবং জল বাহক নিয়োগের কথা প্রকাশ্যে আসতেই শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে শুরু হয়ে যায় মল্লযুদ্ধ। বহস্পতিবার বিকাল থেকে রাত অবধি দফায় দফায় চলেছে মারপিট। মন্ত্রীগোষ্ঠী এবং মন্ত্রী বিরোধী গোষ্ঠির মধ্যে হওয়া এই লড়াইয়ের তাপ গিয়ে পৌঁছেছে কমলপুর থানা অবধি। এদিন মন্ত্রীগোষ্ঠির উপর তার স্বদলীয় বিরোধী গোষ্ঠী অনেক বেশি ভারি পড়েছে বলে স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে। আর তাই মন্ত্রী বাহিনীর প্রতিশোধের আগুনে শুক্রবারও মানিকভান্ডার বাজারে উত্তেজনা বিরাজ করেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৪ ডিসেম্বর রাজ্যের মধ্যশিক্ষা অধিকর্তা একটি নোটিশ ইসু দ্বারা রাজ্যের বেশ কিছু ছাত্রাবাস যুক্ত বিদ্যালয়ে পাচক, নৈশপ্রহরী এবং জল বাহক মিলিয়ে মোট ২৩৮ জন নিয়োগের নির্দেশ দেয়। দৈনিক ২৩৮ টাকা হাজিরা সেই সাথে নো ওয়ার্ক নো পে নীতিতে হবে নিয়োগ। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীদের ন্যুনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা, শারীরিক যোগ্যতা ইত্যাদির যাচাই কারা কিভাবে করবে এবং নিয়োগ কোন পদ্বতিতে হবে তার বিস্তারিত নোটিশেই উল্লেখ করে দেন অধিকর্তা চাঁদনী চন্দ্রণ। কিন্তু স্থানীয়স্তরে নেতা-মন্ত্রীরা কার্যত অধিকর্তার নির্দেশিকাকে পদদলিত করে নিজেদের পছন্দের লোক ঢুকিয়ে দিচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে। দেখা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি জীবনে কোন দিন এক কাপ চা বানায়নি তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে শিশুদের পাচক হিসাবে। নোটিশে সবগুলি পদ পুরুষদের জন্য বলা হলেও মহিলাদেরকেও নৈশপ্রহরীর কাজে লাগিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। যেমন হরচন্দ্র স্কুলে বাইক বাহিনীর পান্ডা তাপসের স্ত্রী এবং অনুপ সেন নামক এক যুবককে নিয়োগ চূড়ান্ত করেছেন মন্ত্রী। আর এই তথ্য বাইরে আসতেই এলাকায় কার্যত দক্ষযজ্ঞ। এখন দেখার বিষয় হল মন্ত্রী কিভাবে তা সামাল দেন।

## ১৭ দিন ধরে নিখোঁজ বধু

● আটের পাতার পর - থানায় জিডি এন্ট্রি করেন। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে আত্মীয়স্বজনদের সাথে যোগাযোগ করেও দয়মন্তী দেববর্মার কোন খোঁজ না পেয়ে ১৭ ডিসেম্বর দিলীপ দেববর্মা কৈলাসহর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। কিন্তু লিখিত অভিযোগ করার ১৭ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কৈলাসহর মহিলা থানা দয়মন্তী দেববর্মাকে খুঁজে বের করার জন্য কোন ধরনের ভূমিকা না নেওয়ায় বৃহস্পতিবার দিলীপ দেববর্মা কৈলাসহর মহিলা থানায় এসে মহিলা থানার ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দেন। দিলীপ দেববর্মা জানান, তার এক ছেলে এবং এক মেয়ে আছে। মায়ের জন্য ছেলেমেয়েরা বাড়িতে কারাকাটি করছে। তিনি ভীষণ চিন্তায় রয়েছেন। এভাবে দুই সন্তানের জননী নিখোঁজ হবার ১৭ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় মাইলং এডিসি ভিলেজ-সহ গোটা মহকুমায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। এর পাশাপাশি কৈলাসহর মহিলা থানার ভূমিকা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

## মৃত ব্যক্তির নামে চুরির গাড়ি রেজিস্ট্রেশন

• **আটের পাতার পর** - পূর্ব থানায় মামলা হলেও পুলিশ চুরির গাড়ি উদ্ধার করে দিতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে আমরা খবর পাই, এই গাড়িটি পানিসাগরের বীরজিৎ সিন্হা নামে এক মৃত ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে। পরিবহণ দফতর থেকেই এই রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। খোঁজ নিয়ে পরে জানা যায় বীরজিৎ সিন্হা অনেক আগেই মারা গেছেন। অথচ পরিবহণ দফতরেই মৃত ব্যক্তির নামে কিভাবে গাড়ির রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয় তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শহরবাসীরাও। পরবর্তী সময়ে গাড়ির মালিকানা হয় বাবাই এবং প্রণব পোদ্ধারের নামে। সূর্যটৌমুহনির বাসিন্দা প্রণব গাড়িটি আড়াই লক্ষ টাকায় মেরি দেববর্মা নামে একজনের কাছে বিক্রি করে। গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বরও বদলে নেওয়া হয়। সীতারাম সাহানি এদিন স্ট্যান্ডের কাছেই তার গাড়িটি দেখতে পান। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গাড়ি চালকদেরও খবর দেন। গাড়িটি নিয়ে এসেছিলেন চালক। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশও। গাড়ির মালিক দাবি করে মেরি দেববর্মাও ছুটে আসেন। তিনি জানান, আমরা প্রণব পোদ্দার থেকে আড়াই লক্ষ টাকা গাড়িটি কিনেছিলাম। সস্তায় পেয়েছি তাই কিনেছি। কেনার আগে গাড়ির মালিকানার সব কাগজই দেখিয়েছিলেন প্রণব। সব নিয়ম মেনেই রেজিস্ট্রেশন বদল করা হয়। এখানে আমরা কিভাবে জানবো এটি চুরির গাড়ি। এই ধরনের বক্তব্য প্রণব পোন্দারেরও। পুলিশ প্রণব এবং মেরিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে অসমের বাপ্টু দেব নামে এক যুবক গাড়িটি ট্রায়াল দেওয়ার নাম করে চুরি করেছিল। পরবর্তী সময়ে পানিসাগর নিয়ে প্রথমে বিক্রি করে। সেখানে আবারও গাড়ির মালিকানা বদল হয়ে। চলে আসে আগরতলায়। এই ঘটনার পেছনে যে পরিবহণ দফতরও যুক্ত তা পরিষ্কার। সীতারাম সাহানির বক্তব্য পরিবহণ দফতরের কেউ নিশ্চয়ই যুক্ত আছে এই চুরি কাণ্ডে। তা না হলে একজন এমভিআই 🏻 কিভাবে গাড়ির মালিকানা বদলের কাগজে স্বাক্ষর করে। আসল মালিক না দেখে কখনোই রেজিস্ট্রেশন বদল হয় না। এই ঘটনায় তিনি তদন্তের দাবি তুলেছেন। যদিও ত্রিপুরা পুলিশ এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় পরিবহণ দফতরে কাউকে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় ডেকে আনেনি। চুরির গাড়ি রেজিস্ট্রেশনে বড় একটি চক্র রাজ্যে তৈরি হয়েছে। এই চক্রটি আসাম এবং অন্য রাজ্যের সঙ্গেও যুক্ত বলে অভিযোগ। কিন্তু বড় এই চক্রের বিরুদ্ধে থানা পুলিশ তদন্তে বেশি দূর এণ্ডতে পারছে না। দ্রুত ক্রাইম ব্রাঞ্চের মতো সংস্থাকে এই চুরি কাণ্ডে তদন্ত দেওয়ার দাবি উঠেছে। রাজ্য থেকে প্রচুর বাইক এবং গাড়ি চুরি হয়। এগুলি আবার রাজ্যেই রেজিস্ট্রেশন বদলে অন্য এলাকায় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই কাণ্ডে দ্রুত পুলিশের হস্তক্ষেপের দাবিও উঠেছে।

## পুলিশকে হারিয়ে সেমি-তে বীরেন্দ্র ক্লাব

• সাতের পাতার পর ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটে ফের গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। লালনুন-র থেকে বল পেয়ে মেনিঙ্গীর হালাম-র সামনে গোল করার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয় মেনিঙ্গীর। এরপরই সম্ভবত বীরেন্দ্র ক্লাব কিছুটা আত্মতুষ্ট হয়ে উঠে। বিনোদ কিশোর জমাতিয়া, বিক্রম কিশোর জমাতিয়া এবং কেভিন ডার্লং-রা মাঝমাঠে কিছুটা জমি দখল করতে সক্ষম হয়। কয়েরকবার আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা। তবে বীরেন্দ্র ক্লাবের ডিফেন্স এদিন বেশ নির্ভরতা দিল। ৩৭ মিনিটে বাদল দেববর্মা ফ্রি কিক থেকে একটি গোল করে ব্যবধান কমায়। শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে ম্যাচে জয়লাভ করে বীরেন্দ্র ক্লাব। রেফারি সত্যজিৎ দেবরায় পুলিশের বিক্রম কিশোর-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছে। এদিকে, ম্যাচ জিতে সম্ভস্ট বীরেন্দ্র কোচ সুজিত ঘোষ। তবে দলের খেলায় পুরোপুরি খুশি নন। অবশ্য এক্ষেত্রে ফুটবলারদের দোষও দিলেন না।কারণ সমস্ত ফুটবলারদের নিয়ে একদিনও অনুশীলন করতে পারেননি।তার বিশ্বাস, পারস্পরিক বোঝাপড়া বাড়াতে পারলে এই দলটা আরও ভালো খেলবে। পুলিশের অধিকাংশ ফুটবলারই বয়স্ক। অন্যদিকে, বীরেন্দ্র তারুণ্য নির্ভর। এই বিষয়টা এদিনের ম্যাচে ফ্যাক্টর হয়েছে বলে জানিয়েছেন। বীরেন্দ্র ক্লাবের গতির সাথে পাল্লা দিতে পারেনি পুলিশ বাহিনী। অন্যদিকে, পুলিশের কোচ সন্দীপ দাস রক্ষণে অনুপ এমএল-র না থাকাটাকেই পরাজয়ের কারণ হিসাবে দেখছেন। তার মতে, অনুপ না থাকাতে গোটা রক্ষণভাগই নড়বড়েছল। তারপরও দ্বিতীয়ার্ধে দল কিছুটা ভালো খেলেছে বলে জানিয়েছেন তিন।

## বঞ্চিত বেকারদের পুলিশের লাঠি

• চারের পাতার পর দিয়ে তদন্তের দাবি তুলেছেন। এদিন সন্ধ্যায় আগরতলা থেকে ফিরে বিলোনিয়া রেলস্টেশনেও টিএসআর-এ বঞ্চিত বেকাররা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। এদিকে, টিএসআর চাকরি নিয়ে রাজ্যে নজিরবিহীন দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করেছে সিআইটিইউ। সংগঠন এই ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি তুলেছেন। দলের দাবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ২২০০'র উপর লোক নিয়োগের কথা বলেছিলেন টিএসআর-এ। কিন্তু নিয়োগ করা হয়েছে ১ হাজার ৪৪৩জনকে। বাকীদের কেন নিয়োগ করা হয়নি ? এই ঘটনায় তদন্তের দাবি তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য কার্যালয়ে মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য টিএসআর নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি জানান, সিপিএম'র আমলে পার্টিতে যারা থাকতেন তাদেরই চাকরি হতো। পশ্চিমবঙ্গে এখনও এমন হচ্ছে। বিজেপির কোনও কার্যকর্তা যিনি দলের আদর্শে বিশ্বাস করেন তিনি কখনোই চাকরি দেওয়ার জন্য টাকা নেবেন না। বিরোধীদের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবিও মানতে নারাজ নবেন্দু। তিনি বলেন, বিজেপি দেশের জন্য রাজনীতি করে। এখানে ব্যক্তিগত লাভের বিষয় নেই। যদি কেউ চাকরির জন্য বিজেপি করতে যান তাহলে ভুল হবে। নির্বাচনের আগেই এই কথা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল।

#### খীরে ধীরে গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে এগোচ্ছে ওমিক্রন

**নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর।।** দিল্লির এমন ব্যক্তিরাও করোনার ওমিক্রন রূপে আক্রান্ত হচ্ছেন যাঁরা সম্প্রতি কোথাও ভ্রমণ করেননি। অর্থাৎ ধীরে ধীরে ওমিক্রন গোষ্ঠী সংক্রমণের দিকে এগোচেছ। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন দিল্লির স্বাস্থ্যমন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈন। জৈন আরও বলেন যে. রাজধানীতে গত একদিনে ১১৫টি নমুনার মধ্যে ৪৬টিতে ওমিক্রন র্নপের দেখা মিলেছে। দিল্লিতে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা সর্বাধিক। এখনও পর্যন্ত দিল্লিতে মোট ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৩।ভারতে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত ১৩,১৫৪। একইসঙ্গে দেশে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮২,৪০২। মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪,৮০,৮৬০। বহস্পতিবার পর্যন্ত দিল্লিতে ২৬৩ এবং মহারাষ্ট্রে ২৫২ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন।

#### রেগায় পুকুর চুরি

প্রথম পাতার পর করা হলে

আরও কত বড় ঘোটালা সামনে

আসবে তা বলাই বাহল্য।

#### সংগঠনের বিল্ডিং!

 প্রথম পাতার পর চাইছে সরকার। জায়গাটি নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এরই প্রস্তুতি হিসেবে শুক্রবার ভোরে প্রশাসনের তরফে বুলডোজার চালিয়ে অফিস বিল্ডিংটি ভাঙার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে, অফিসটি বাঁচাতেই সম্ভবত আশিস কুমার সাহা উচ্চ আদালতে জরুর ভিত্তিতে মামলা কর্লেন। শুক্রবার আইনজীবী চন্দ্র শেখর সিনহা আশিস কুমার সাহার হয়ে উচ্চ আদালতে মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ করবেন। শুক্রবার একমাত্র এই মামলাটির জন্যই একটি বেঞ্চ বসবে। তবে মামলা শুনানির শুরুর আগেই অফিস বিশ্ভিংটি ভেঙে ফেলতে প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে পুর নিগম এবং সদর মহকুমা প্রশাসন বলে গুঞ্জন রটেছে। সূর্য উঠার আগেই শুক্রবার ভেঙে ফেলা হতে পারে তুলসিবতী স্কুলের পাশের কর্মচারী সংগঠনের এই বিল্ডিংটি। বহস্পতিবার রাত পর্যন্ত এরই প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে পুর নিগমে। বিধায়ক এই খবর টের পেয়েই সম্ভবত জরুরি ভিত্তিতে মামলাটি করিয়েছেন।

#### রিপোর্ট অন্যজনকে

• আটের পাতার পর - তিনি রিপোর্ট নিয়ে বাড়িতে চলে যান এমনকী তার সেই রিপোর্ট দেখে চিকিৎসক ওয়ুধও লিখে দেন। রত্না চক্রবর্তী সেই ওযুধ খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন বলে তিনি অভিযোগ করেন। পরবর্তী সময় তার ছেলে এক্সরে রিপোর্টে দেখতে পান সেখানে অন্য আর একজনের নাম লেখা। তাই সেই রিপোর্ট নিয়ে রত্না চক্রবর্তী এবং তার পরিবারের সদস্যরা জেলা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তারা বিষয়টি নিয়ে হাসপাতাল সুপারের সাথে দেখা করেন। জানা গেছে, হাসপাতাল সুপার ঘটনা জানতে পেরে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রশ্ন উঠছে, যদি ভুল ওযুধে রত্না চক্রবর্তীর, শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটতো তাহলে এর দায়ভার কে নিতেন?

#### বেঙ্গল টাইগার

 ছয়ের পাতার পর বেশি বলে মনে করেন বাঘ সংরক্ষণের সঙ্গে জড়িত বন বিভাগের এক কর্তা। তাঁর কথায়, "দুর্গম, গভীর জঙ্গলে প্রাকৃতিক কারণে কোনও বাঘের মৃত্যু হলে অনেক সময়ই তা নজর এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।" ২০১৮ সালের সুমারিতে ভারতের জঙ্গলগুলিতে ২,৯৬৭টি বাঘের অস্তিত্ব নথিভুক্ত হয়েছে। ১২৬টি বাঘের মৃত্যু সত্ত্বেও চলতি বছর সেই সংখ্যা ৩,০০০ পেরিয়ে গিয়েছে বলে অনুমান বাঘ বিশেষজ্ঞদের একাংশের। প্রসঙ্গত, পৃথিবী জুড়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ টিকে থাকা বাঘের ৭৫ শতাংশই রয়েছে ভারতের জঙ্গলগুলিতে।

#### যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

• ছয়ের পাতার পর আইনের আওতায় মামলাও দায়ের করে পুলিশ। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ছাড়াও অভিযুক্তকে ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ারও আদেশ দেন বিচারপতি।ঘটনার সময় আদালতে উপস্থিত আইনজীবী বিনয় শর্মা জানান, সাজা ঘোষণার পর অপরাধী বিচারকের দিকে তাঁর জুতো ছুড়ে মারেন। তাঁকে মিথ্যা ভাবে ফাঁসানো হচ্ছে বলেও দাবি করেন দণ্ডপ্রাপ্ত সুজিত।

# নতুন প্রচেম্ভার মাধ্যমে সংস্কৃতির

# মেলবন্ধন গড়ে তোলা সরকারের লক্ষ্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজ্য থেকে উন্নয়নের ছোঁয়া ও গতি আনা যায় সাংস্কৃতিক রীতিনীতি, আচার আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষকে মহান করে তুলেছে। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, খাদ্য, ভাষা, পরিধান, রীতিনীতি, আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র আমাদের বিশাল দেশ ভারতবর্ষ। বৃহস্পতিবার লঙ্কামুড়াস্থিত আলপনা গ্রামের সুরেন্দ্রনাথ দেবনাথ স্মৃতি কমিউনিটি হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় এবং রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নতন চিন্তাভাবনা নিয়ে আলপনা গ্রামকে আগামীদিনে শিল্প গ্রামে পরিণত করার জন্য এবং গ্রামের মহিলাদের মেধাকে পুঁজি করে তাদের শিল্পকলাকে তুলে আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা নেবে।

আক্রান্ত বাড়ছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর** ।। রাজ্যে

আগত শিল্পীদের নৃত্য ও সংস্কৃতি জানতে হবে এবং নিজের সংস্কৃতিকে অন্য রাজ্যের সামনে তুলে ধরতে হবে। সরকারের মূল লক্ষ্যই হলো তথাকথিত গভি থেকে এবং পুরানো এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও উন্নয়ন করা যায় তারজন্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার বলেন,



চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে নতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সংস্কৃতির মেলবন্ধন গডে তোলা। সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় ভারত কো জানো ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের অনুষ্ঠান চলছে। এছাড়া সীমান্তবৰ্তী এলাকাগুলিতে যাতে আরও

আগরতলা,৩০ ডিসেম্বর।। অধ্যক্ষ

আর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের মধ্যে যে

আকাশ-জমিন ফারাক আছে তা

ভারপ্রাপ্তকে বোঝাবে কে?

বেতনের দিক থেকে উপাধ্যক্ষের

আজাদি কা অমত মহোৎসব উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হচ্ছে। যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও জাতীয়তাবোধকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক তৈরি করে অনুষ্ঠান ও ভাষার আদান প্রদান ঘটানো। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সংস্কৃতিকে একই মালায় গেঁথে রাখাই হচ্ছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মূল লক্ষ্য। বিধায়ক ডা. দিলীপ দাস বলেন, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, ঝাড়খন্ড, মণিপুর, ওড়িশা থেকে আগত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের মাধ্যমে শুধু সংহতিই সুদৃঢ় হবে না আমাদের রাজ্যকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে গৌরবান্বিত করবে। অনুষ্ঠানে মেয়র পারিষদ জগদীশ দাশ, কাউন্সিলার মিত্রারাণী দাস, কাউন্সিলার মিঠন দাস বৈষ্ণব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সদস্য সুব্রত চক্রবর্তীও বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে কাউন্সিলার ভাস্বতী দেববর্মা, সুপর্ণা দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আসাম, মণিপুর, ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, ঝাড়খন্ড এবং ত্রিপুরার আলপনা গ্রামের শিল্পীগণ তাদের নিজ নিজ রাজ্যের সাংস্কৃতিক নৃত্যকলা পরিবেশন করেন।

# একলব্য স্কুলে একাধিপত্য কায়েম

করেছেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাচেছ। পশ্চিম জেলার পর আক্রান্তের সংখ্যা বেশি বাড়ছে খোয়াই জেলাতে। বৃহস্পতিবার মিডিয়া বুলেটিনে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে ২৪ ঘণ্টায় খোয়াই জেলায় ৮জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। পশ্চিম জেলার তুলনায় দ্বিগুণ আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে এই জেলায়। ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ১৫জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। প্রত্যেকদিন পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে রাজ্যে। এনিয়ে এখন পর্যন্ত সরকারি তরফে নাইট কারফিউ অথবা অন্য কোনও নির্দেশিকা জারি করা হবে কিনা তা নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। যদিও ১ জানুয়ারি থেকে আবারও মাস্ক বা মুখে আচ্ছাদন বাধ্যতামূলক করছে প্রশাসন। গত তিনদিনেই রাজ্যে ৫১জন নতুন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। সংখ্যাটা আবারও বেড়ে যাচ্ছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২জনে। রাজ্যের সঙ্গে দেশেও লাফিয়ে বাড়ছে করোনা পজিটিভ রোগী। তাই ওমিক্রন আতঙ্কে বড শহরগুলিতে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৩ হাজার ১৫৪জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। গত কয়েকদিনে এটাই সবচেয়ে বেশি। এই সময়ে মারা গেছেন ২৮৬জন আক্রান্ত রোগী। নতুন বছর শুরু হওয়ার আগেই আক্রান্তের সংখ্যা বেডে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত স্বাস্থ্য কর্মীরাও। আগে থেকে করোনার তৃতীয় ঢেউ মোকাবিলার প্রস্তুতি

#### ফের উত্তরের দায়িত্বে অমিতাভ

নেওয়ারও দাবি উঠেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সিপিআইএম উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন অমিতাভ দত্ত। ধর্মনগরে দলের জেলা কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় জেলা সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য মানিক দে. রাজ্য কমিটির সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা প্রমুখ। সম্মেলনে নতুন করে জেলা কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির সদস্যরা পুনরায় অমিতাভ দত্তকে জেলা কমিটির সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করেছেন। শ্রেণি ঐক্যকে আরও শক্তিশালী করে সুদৃঢ় পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

চেয়েও আরও বহু কম বেতন পেয়ে থাকেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। কিন্তু তার পরেও ভারপ্রাপ্তের দীনতা ঘুচিয়ে ফেলে অধ্যক্ষ হওয়ার বাসনা জেগেছে তার অভিজ্ঞতা আর যোগ্যতার মাপকাঠিতে তার কাছে দিল্লি বহুদূর। তবে কস্ট লাঘবের উপায় হিসেবে সরকার তাকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে মাসিক মাত্র ছয়শত টাকা। সরকারের গোটা বিষয়টিতে অসস্তুষ্ট হলেও একবারের জন্যেও দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চান না সুবীর সেন। জনজাতি কল্যাণ দফতরের অধীনে থাকা দক্ষিণ জেলার বীরচন্দ্রনগর একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের গলায় ঝুলানো আইডেন্টিটি কার্ডের স্বাক্ষরেও ভারপ্রাপ্ত লুকিয়ে রেখে নিজেকে এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে জাহির করেছেন।

যা দেখে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা রীতিমতো ক্ষুব্ধ। কারণ, সুবীরবাবুর চেয়ে সিনিয়রিটিতে এগিয়ে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিষয়টিকে তাদের প্রেস্টিজ ফাইট হিসেবে নিয়েছেন। অভিযোগ, যা চলছে একলব্য স্কুলে তা আগামীদিনে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তাও এক প্রশ্ন। যেকোনও দিন বিদ্যালয়ের যেকোনও শিক্ষক, করণিক কিংবা চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী পর্যন্ত নিজেকে অধ্যক্ষ বলে চালিয়ে দিতে পারেন। জানা গেছে, একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কলে প্রিন্সিপাল পদমর্যাদা সম্পন্ন একজন শিক্ষকের মূল বেতন হতে পারে ৭৮ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ ৯ হাজার ২০০ টাকা পর্যন্ত। ভাইস প্রিন্সিপালের মূল বেতন ৫৬ হাজার ১০০ টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫০০ টাকা। সেই জায়গায় সুবীর সেন'র মূল বেতন ৫৫ হাজার ৬০০ টাকা। অর্থাৎ একজন ভাইস প্রিন্সিপালের চেয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের বেতন অনেক কম। তবে তিনি যেহেত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলাচেছন

প্রতি মাসে যোগ হয়ে যাচ্ছে নগদ ৬০০ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, অধ্যক্ষ দূরে থাক উপাধ্যক্ষের চেয়েও অনেক কম বেতন পাওয়া শিক্ষক কিভাবে নিজেকে অধ্যক্ষ বলে চালাতে পারেন। এটা তার উদ্ধত্য নাকি অজ্ঞানতা? জানা গেছে, বাম আমলে একলব্য মডেল স্কুল পরিচালনায় গঠিত সোসাইটির সদস্য সচিব হিসেবে এখনও রয়েছেন সমীর মুড়াসিং। ২০১৭ সালে খোয়াই রাজনগর একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব পান তিনি। অনেক যোগ্য এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে বঞ্চিত করে সুবীরবাবুকে এই পদে বসানো হয়। ২০১৮ সালে বাম থেকে রাতারাতি রাম হয়ে যান সমীরবাবু। এরপরই সালের আগস্ট মাসে নিজের বাড়ির কাছাকাছি বীরচন্দ্রনগরের একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলে বদলি হয়ে আসেন। সেই থেকে তিনি প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য চালাচ্ছেন একলব্য মডেল রেসিডেনশিয়াল স্কুলে।

সেহেতু তার মূল বেতনের সঙ্গে

# দের পেটালেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তাদের কাজে বাধা দেয় বলে **অমরপুর, ৩০ ডিসেম্বর।।** গভীর রাতে আগুন নেভাতে গিয়ে মার খেতে হল অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় তাদেরকে মারধর করার ঘটনায় অভিযুক্ত করা হয়েছে দু'জন আরক্ষা কর্মী-সহ তিনজনকে। অভিযুক্ত তৃতীয় ব্যক্তিও সরকারি কর্মচারী। তাদের বিরুদ্ধে নতুনবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে যতনবাড়ি পূর্ত দফতরের পুরাতন কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে আগুন লাগে। এলাকাবাসীর অভিযোগ কে বা কারা আগুন লাগিয়েছে। যতনবাড়ি ফায়ার স্টেশনের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কয়েকজন লোক

অভিযোগ। অপরদিকে বাজারের ব্যবসায়ী-সহ অন্যান্য লোকজন দমকল কর্মীদের উপর চাপ দিতে থাকে যেন দ্রুত আগুন নেভানো হয়। দু'পক্ষের টানাপোড়েনে দমকল কর্মীরাও হতচকিত হয়ে পড়েন। এই অবস্থায় আগুন আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে। অভিযোগ, তখনই কয়েকজন যুবক ফায়ারম্যান লিমন খাদিম-সহ বেশ কয়েকজন ফায়ার কর্মীকে মারধর করে। তাদেরকে বিশ্রি ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। এই পরিস্থিতিতে করবুক এবং অমরপুর থেকে আরও দুটি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তিনটি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় আগুন নেভানো সম্ভব হয়। জানা গেছে, অগ্নিকাণ্ডে ঠিকেদারদের সাংগঠনিক অফিস, পেনশনার্স

ঠিকেদারের গুদামঘরও ভস্মীভূত হয়ে যায়। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে আগের দিন রাতের ঘটনা জানতে পেরে গোমতী জেলার ডিএফও কন্তল দেববর্মা যতনবাডি ফায়ার স্টেশনে ছুটে আসেন। তিনি আক্রান্ত কর্মীদের কাছে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। পরবর্তী সময় অগ্নিনির্বাপক দফতরের তরফ থেকে নতুনবাজার থানায় তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্তরা হল টিএসআর পঞ্চম ব্যাটেলিয়ানের জওয়ান বাণিব্রত ঘোষ ওরফে মাধু, ডিডব্লিউএস কর্মী আশিস আচার্য এবং পুলিশ কনস্টেবল রাহুল দেবনাথ। তাদের সাথে আরও কয়েকজন যুবক মিলে ফায়ারম্যানদের মারধর করেছিল বলে অভিযোগ।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ ডিসেম্বর।। বাড়ি থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে পালিয়ে এসে গত ৫ মাস ধরে প্রেমিকের বাড়িতে বসবাস করছিলেন ১৯ বছরের এলিনা দেববর্মা। প্রেমিকের বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত তার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে, প্রেমিক

স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। বিশালগড় ব্রজপুর আমতলি এডিসি ভিলেজ এলাকায় বিজয় দেববর্মার বাড়ি। সেখানেই এলিনা দেববর্মার ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে যুবতির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়। বিজয় দেববর্মার সাথে শীঘ্রই তার এলাকা সূত্রে খবর ঘটনাটি আত্মহত্যা বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কি হতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের কারণে এই মৃত্যুর ঘটনা তা এখনও বিপোর্ট না আসা পর্যন্ত কিছুই স্পষ্ট

আগে বিজয় দেববর্মাকে ভালোবেসে বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে এলিনা। বিজয়ের পরিবারের লোকজন তাকে গ্রহণ করলেও এলিনার পরিবারের সদস্যরা তার সাথে যোগাযোগ রাখেনি বলে অভিযোগ। পরে নাকি তারা বিয়ের বিষয়টি মেনে নিয়েছিলেন। বিজয় কোনো কাজকর্ম করেন না বলে তার পরিবারে এ নিয়ে অনেক ঝামেলা

করার বিষয়টি নিয়ে এলিনাকে অনেক কথা শুনতে হয়। এখন প্রশ্ন উঠছে সেই কারণেই কি এলিনার মৃত্যু হয়েছে? এখন পুলিশ যদি সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে, তবেই রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এলিনার মৃতদেহ রাখা হয়েছে বিশালগড় হাসপাতালের মর্গে।

#### ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যপালের

শুভেচ্ছা

প্রেসরিলিজ, আগরতলা, ৩০ **ডিসেম্বর** ।। রাজ্যপাল সত্যদেও নারাইন আর্য ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, 'আমি আশা করছি নতুন বছর আমাদের রাজ্যে আশা এবং সুখ নিয়ে আসবে। নতুন বছর ২০২২ সবাই উদ্যমের সঙ্গে পালন করবেন এবং সারা বিশ্ব পুরোপুরি কোভিড মুক্ত হবে। আমি আশা করি নতুন বছর সবার আশা পূরণ করবে। আমি সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি কোভিড-১৯ মহামারি থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য আমরা যেন সতর্কতা অবলম্বন করে উৎসব পালন করি।

#### এডিসি'র শুভেচ্ছা

প্রেস রিলিজ, খুমুলুঙ, ৩০ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা ২০২২ নববর্ষ উপলক্ষে রাজ্যবাসীর সুখসমৃদ্ধি কামনা করে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। আগামী নতুন বর্ষে ঐক্যের মাধ্যমে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে উন্নয়ন কাজ অব্যাহত থাকবে বলে শ্রীদেববর্মা শুভেচ্ছা বার্তায় আশা ব্যক্ত করেন। এদিকে এ উপলক্ষে মুখ্যনির্বাহী সদস্য পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া পৃথক বার্তায় রাজ্যবাসীর সুখসমৃদ্ধি কামনা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। ঐক্যের মাধ্যমে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে সকলের সহযোগিতায় এডিসি'র সার্বিক কল্যাণ হবে বলে শ্রীজমাতিয়া শুভেচ্ছা বার্তায় আশা ব্যক্ত করেন।

নিহতদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মোহনপুর, ৩০ ডিসেম্বর।। ১৯৯৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর মোহনপুরের জগৎপুর এলাকায় উগ্রপন্থীদের বোমা হামলায় প্রাণ হারিয়েছিলেন হরি দেববর্মা, কৃষ্ণ দেববর্মা, নির্মল দেববর্মা এবং সঞ্জিত দেববর্মা। বৃহস্পতিবার ছিল তাদের ২২তম প্রয়াণ দিবস। এই দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে ইয়ুথ তিপ্রা ফেডারেশনের হেজামারা ব্লক কমিটি। এদিন সকালে সংগঠনের কর্মীরা হেজামারার বড়কাঁঠাল বাজারে প্রয়াতদের স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন। কর্মসূচিতে অংশ নেন সিমনার বিধায়ক বৃষকেতু দেববর্মা, এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা, সালমান দেববর্মা প্রমুখ।

নিখোঁজ মা ও মেয়ে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, **কমলপুর, ৩০ ডিসেম্বর।।** একসাথে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন মা এবং মেয়ে। কমলপর থানাধীন হালহুলি গ্রামের কিশোর চন্দ্র শীল পুলিশের কাছে তার স্ত্রী এবং মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। তিনি জানান, গত ২৫ ডিসেম্বর সকাল ৬টা নাগাদ তার স্ত্রী এবং মেয়ে নিজ বাড়ি থেকে কোথাও চলে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের হদিশ মেলেনি। পাড়া, প্রতিবেশী, আত্মীয় পরিজন সবার সাথেই যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চিনু রানি শীল এবং তার মেয়ে অর্পিতা শীলের হদিশ মেলেনি। মেয়েটির বয়স ১০ বছর। কিশোর রঞ্জন শীল পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছেন মা ও মেয়েকে যেন দ্রুত খোঁজে বের করা হয়।

#### কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি কল্যাণপুর, ৩০ ডিসেম্বর।। জেলা ভিত্তিক দু'দিনের প্রশিক্ষণ শিবির ঘিরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত কল্যাণপুর কংগ্রেস ভবনে। ১৮ এবং ১৯ জানুয়ারি খোয়াইয়ে কংগ্রেসের জেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য এই দিনের সভায় আলোচনা হয়েছে। সভায় জেলা সভাপতি বিক্রম কুমার সিনহা, তরুণী দেববর্মা, প্রদীপ রায়, রাখাল তফাদার উপস্থিত ছিলেন। ৬টি ব্লক থেকে ১৫ জন করে কংগ্রেস কর্মী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেবেন।

এক মাসব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গভাছড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। ডসুরনগর আইসিডিএস প্রজেক্ট এবং এডিসি প্রশাসনের উদ্যোগে এক মাসব্যাপী চেরাই সাকহাম অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে বৃহস্পতিবার। এদিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসি'র কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেশ ত্রিপুরা, সিডিপিও দীপক লাল সাহা, মঙ্গল রাঙ্খল, নকলজয় রিয়াং প্রমুখ। এক মাসব্যাপী কর্মসূচিতে ৬০ জন মা এবং অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের সেখানে রেখে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়েছিল। পাশাপাশি

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে তাদের চিকিৎসা করানো হয়

ভাগ্যবতী কাউন্সিলর

নাম না থাকা নিয়ে গরম পরিস্থিতিতেই এসপিও নিয়োগ নিয়ে আরও একদফা বিক্ষোভ তৈরি হয়েছে। মনু থানা এলাকায় ৩০ জন এবং সাব্রুম প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। থানা এলাকায় ২৫ জন স্পেশাল পোলিস অফিসার ( এসপিও) হিসেবে ছিলেন একনিষ্ঠ কমরেড, সদ্য সমাপ্ত পুর ও নগর নির্বাচনে নিশ্চিত জয়ের আসনে টিকিট নিশ্চিত করার পর যোগ দিলেন বিজেপিতে। হাতে তুলে নিলেন গেরুয়া পতাকা। যার ৪৮ ঘন্টা পরেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রকাশিত তালিকায় জুল জুল করে ভেসে উঠল মহাশয়ার নাম। যা দলের প্রবীণ এবং দুর্দিনের নেতা-কর্মীদের মারাত্মক ব্যথিত করলেও প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণার মত কলিজার জোর কই? তবে অভ্যন্তরে হল বেশ কিছু, যে আসনে বিজেপির ভোট সম্মিলিত বিরোধী ভোট অপেক্ষা অন্তত দেড়শত বেশি হওয়ার কথা সেখানে তিনি জিতলেন বাম-তৃণমূলের ভোট বিভাজনের অংকে। যাই হোক, জয়তো জয়ই। এখন তিনি আমবাসা পুর পরিষদে শাসকদলের নির্বাচিত কাউন্সিলর। এতটুকু পর্যন্ত তবুও দুর্দিনের নেতা-কর্মীরা সহ্য করে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতে শুরু করে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে।। যখন দেখা যায়, সদ্য লাল থেকে গেরুয়া হয়ে কাউন্সিলর বনে যাওয়া হঠাৎ নেত্রীপুত্রের নাম টিএসআর'র অফার প্রাপকের তালিকায় রয়েছে। আর এই সংবাদ যত ছড়াচ্ছে ততই বিক্ষোভ বাড়ছে পুরোনো বিজেপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে। আমবাসা পুর পরিষদের অন্তত ৪ জন বিজেপি কাউন্সিলরই প্রতিবাদী কলম'কে ফোন করে তাদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছে। তবে তাদের অনুরোধে ওই কাউন্সিলরদের নাম প্রকাশ করছে না প্রতিবাদী কলম। ওই কাউন্সিলরগণ ছাড়াও গত দুইদিনে আমবাসার বহু মানুষ তাদের ক্ষোভের কথা প্রতিবাদী কলম'কে জানিয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, যে পাল্টিবাজ কাউন্সিলরের অতিশয় ভাগ্যের কথা এতক্ষণ বলা হল তিনি কে? তিনি হলেন আমবাসা পুর পরিষদের ১০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হওয়া কাউন্সিলর সীতা রুদ্রপাল। আর টিএসআর'র জিডি রাইফেলম্যান পদে অফার পাওয়া ভাগ্যবান পুত্রের নাম শিবম রুদ্রপাল। সাধারণ ক্যাটাগরিতে ১৮১ নম্বরে রয়েছে তার নাম। উল্লেখ্যনীয় যে, সীতাদেবীর স্বামী পরেশ রুদ্রপাল মূলত একজন কৃষক। কিন্তু একনিষ্ঠ বাম কর্মী হওয়ায় অধিক বয়সে সর্বশিক্ষার চাকুরি পান। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত এবং ক্ষিতে মনোযোগী। তবে সীতাদেবীর পরিবারে চাকুরির প্রয়োজন নেই

#### নির্বাচিত হয়েছেন বলে তালিকা বের হয়েছে। তালিকা বের হতেই বিজেপি ক্যাডার ও সিকি-আধলি নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সাব্রুমের বিধায়ক শঙ্কর রায়'র ভাড়াবাড়িতে সন্ধ্যার পর বিজেপি'র কিছু কর্মী-সমর্থক এসে চিৎকার-চেঁচামেচি করেছেন বলে অভিযোগ। গত ২২ ডিসেম্বর এসপিও'র জন্য থানার মারফত পাঠানো নামের তালিকা ধরে কাগজপত্র নেওয়া হয়েছিল। সকালে তালিকা বের হওয়ার পরেই অসন্তোষের বাতাস ছড়িয়ে পড়ে। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের অভিযোগ যে সাব্রুম মহকুমাতে ৫৫ জনের নামের তালিকা বের হয়েছে অনলাইনে, তাদের অধিকাংশই নাকি বিরোধী পরিবারের। সাব্রুম মহকুমাতে মনুবাজার ও সাব্রুম থানার অধীনে মোট ৩১ জন টিএসআর'র চাকরির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে , সাব্রুমের বিধায়ক তথা বিজেপি দলের জেলা সভাপতি নিজের ক্ষমতার বল দেখিয়ে নিজের মর্জিমাফিক নামলিস্ট তৈরি করেছেন। অনেকের অভিযোগ, নামের তালিকা তৈরিতে পর্দার পেছনে খেলা হয়েছে। এসপিও নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে আবেদন আহ্বান করা হয়েছিল। ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পর সেসব বাতিল হয়ে যায়। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল গত বছরে, বাতিল হয় এই বছরে।

টিএসআর'র পর বুমেরাং এসপিও নিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। টিএসআর

বাহিনীতে নিয়োগ নিয়ে রাজ্যজুড়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ, ঘুস দিয়েও তালিকায়

তারপর আবার মেমোরেভাম বের হয় যে থানা থেকে এলাকার যুবকদের নাম পাঠানো হবে। সেই নাম ধাপে ধাপে পলিশের উপরের দিকে যাবে. এবং শেষে নামের তালিকা দেখে ডেকে পাঠানো হবে পার্সোনাল ইন্টারভিউ'র জন্য। এই খবরটি একমাত্র কলমের শক্তি ইংরেজি কাগজে বের হয়েছিল। কোনও বিজ্ঞাপন ছাড়া, আবেদন পত্র আহ্বান না করে এরকমভাবে থানার মাধ্যমে নাম চেয়ে নিয়ে এসপিও নিয়োগ বা যেকোনও সরকারি দফতরেই নিয়োগের কথা আগে কখনও শোনা যায়নি। অভিযোগ উঠেছিল, বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসক দল নিজেদের সুবিধামত নিয়োগ করার জন্য এরকম করেছে, যবকরা বেকারত্ব নিয়ে প্রকাশ্যে যেন আন্দোলনে না যান, তার জন্যও এই টোপ দেওয়া বলে অভিযোগ উঠেছিল।

বিষয়টি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁডিয়েছে, তা আর জানা যায়নি।

## পাখির চোখ ২০২৩, প্রস্তাত শুরু আমবাসা বিজেপির

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ৩০ ডিসেম্বর ।।২০২৩ কে পাখির চোখ করে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিল আমবাসার বিজেপি নেতত্ব। দলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক পরিমল দেববর্মার নেতৃত্বে এখন থেকেই সংগঠনের দুর্বলতর জায়গাগুলি চিহ্নিত করে তা দ্রুত মেরামতের পথেই হাঁটছে দল। ফলে আমবাসার মূল সংগঠন এবং শাখা সংগঠনগুলিতে বড়সড় পরিবর্তন আসন্ন। সদ্য সমাপ্ত পুর নির্বাচনে আমবাসা পুর পরিষদ দখলে এলেও সার্বিক ফলাফল সহ তৃণমূলের উত্থানের কথা মাথায় রেখেই সংগঠনে পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে দলের একটি সুত্রে জানা গেছে। এইক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে মন্ডল সভাপতি পদে। গত ২৯ ডিসেম্বর আমবাসা পিডব্লিওডি গেস্ট হাউসে আয়োজিত হয় ধলাই জেলা কমিটির একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। এই বৈঠকে আলোচ্যসূচিতে ৪ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং ১১ ডিসেম্বর জে পি নাড্ডার মহাকার্যকারিণী বৈঠকে অংশ গ্রহণ এবং সফল করার এজেন্ডা থাকলেও আলোচনা হয় সংগঠনের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও। এই বৈঠকে বিধায়ক পরিমল দেববর্মা ছাড়াও জেলা কমিটির প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিল। সেখানে দলের নেতাদের নির্দেশ দিয়ে পরিমল বাবু বলেন, যে যে এলাকায় বিরোধীদের এখনো শক্ত ভিত রয়েছে সেই সব এলাকায় বাড়তি নজর দিয়ে বিরোধী সমর্থকদের গেরুয়া শিবিরে শামিল করতে হবে। বিধায়কের এই নির্দেশের ফল পাওয়া গেলো ২৪ ঘন্টার মধ্যেই। যে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি পরাজিত হয়েছে সেই ওয়ার্ডেই বৃহস্পতিবার যোগদান সভা করল শাসক দল। দলের কর্মী তপন রুদ্রপালের বাড়িতে আয়োজিত ঐ যোগদান সভায় মোট ১২ জন ভোটার সিপিআইএম ত্যাগ করে বিজেপি দলে যোগদান করে। যোগদানকারীদের হাতে গেরুয়া পতাকা তুলে দিয়ে স্বাগত জানান বিজেপির ধলাই জেলা সহ সভাপতি উত্তম অধিকারী এবং জেলা সম্পাদক আশিস ভট্টাচার্য। উভয় নেতাই বলেন, ২০২৩ ই এখন উনাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য। আমবাসাকে নিজেদের দখলে রাখার পাশাপাশি ২০১৮ এর ন্যায় ২০২৩ এ ধলাই জেলায় ফলাফল উনাদের পক্ষে ছয় - শূন্য করার লক্ষ্যেই উনাদের রাজনৈতিক লড়াই আরো তীব্র হবে।

চুরাইবাড়ি / কদমতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সামাজিক অবক্ষয়ের একের পর এক দৃষ্টান্ত উঠে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে। বৃহস্পতিবার দুপুরে চুরাইবাড়ি সেল ট্যাক্স গেট এলাকায় এক নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধারের পর ফের একবার চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় লোকজন পরিত্যক্ত জায়গায় পলিথিন ব্যাগে শিশুর মৃতদেহ দেখে আঁতকে উঠেন তাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। জানা গেছে, মৃত শিশুটি ছেলে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে ওই শিশুটির জন্ম হয়েছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, অসমের মাকুন্দা হাসপাতালে। কারণ, শিশুর শ্রীরে ওই হাসপাতালের স্টিকার লাগানো আছে। তবে এখনও জানা যায়নি

নাকি তাকে হত্যা করে সেখানে ফেলেছিল পরিজনরা? পলিশ এখন সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত

এমনটা বলা যাবে না। কিন্তু গত

প্রায় তিন 🏿 এরপর দুইয়ের পাতায়



শিশুর পরিচয় কিং প্রশ্ন উঠছে কিভাবে ওই শিশুটিকে পরিত্যক্ত জায়গায় ফেলা হয়েছে? স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে শিশুর মৃত্যুর পরই তাকে হবে না বলে মনে করছেন সবাই।

করলে অবশ্যই সত্যতা বেরিয়ে আসার কথা। যেহেতু, শিশুটির জন্মস্থান শনাক্ত করা গেছে, তাই শিশুর পরিচয় বের করা ততটা কঠিন

উদযাপন উপলক্ষ্যে নির্মিত অস্থায়ী

আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। কমলপুরের যুব সর্দার সুব্রত'র বাইক বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পেল না বামপন্থী ছাত্র সংগঠন এসএফআই এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানও। ছাত্র

শহিদ বেদি সহ যাবতীয় সাজসজ্জা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী ছাত্রনেতা ও কর্মীদের চরম পরিণতির জন্য তৈরি থাকার হুমকি দিয়েছে বাইক বাহিনীর পাভারা। এমনটাই অভিযোগ কমলপুরের বাম নেতৃত্বের। অভিযোগের বিবরণে বাম নেতৃত্ব জানায়, বৃহস্পতিবার ছিল এস এফ আই এর ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। এ বছর কমলপুর মহকুমাস্তরের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের মরাছডা বাজারে সিপিআইএম দলীয়

থেকে আয়োজিত এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন অনষ্ঠানে তিন কিমি দূরবতী কমলপুর শহর থেকেও বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী অংশগ্রহণ করে। যার খবর পৌঁছে যায় কমলপুরের বিনা নির্বাচনে জনপ্রতিনিধি তথা যুব সর্দার সুব্রত'র নেতৃত্বাধীন বাইক বাহিনীর কাছে। দুপুর থেকেই শুরু অংশগ্রহণকারী ছাত্র নেতাদের হুমকি প্রদান, সেই সাথে বেলা তিনটা নাগাদ কমলপুর শহর থেকে বাইক বাহিনী গিয়ে অনুষ্ঠানস্থল গুঁড়িয়ে দিয়ে আসে। ভরা বাজারে বাইক বাহিনীর তান্ডব চললেও টু শব্দটি করার সাহস ছিল না কারোর।

# বঞ্চিত বেকারদের পুলিশের লাঠি

## তদন্তের দাবি বিরোধীদের

বেকাররা। গ্রেফতার হতে হয় ১০০'র উপর যুবক-যুবতিদের।এই অভিযোগের ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিআইটিইউ। বিজেপির দাবি, সরকার নিজের নীতিতে দৃঢ় আছে। বিজেপি করলে কেউ চাকরি পাবেন এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে সুবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তারা এদিনই উচ্চ আদালতে মামলা করা হবে। কিন্তু ২ বছর নিয়োগ আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। দায়ের করতে চান। কিন্তু আদালত প্রক্রিয়া শেষ হলে ১ হাজার ৪৪৩ চাকরির দাবিতে আন্দোলনে নেমে বন্ধ থাকায় তাদের পরে আসতে পুলিশের লাঠি খেলেন বঞ্চিত বলা হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রথমে তাদের বোঝানো হয় ২০ জানুয়ারির পর আসতে। আদালত ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ২০ জানুয়ারির পর থেকেই মামলা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায়। গ্রহণকরবে।এতেই আরও ক্ষুব্ধ হয়ে টিএসআর নিয়োগে দুর্নীতির পড়ে বেকার টিএসআর যুবক-যুবতিরা। তারা উচ্চ আদালতের সামনেই ভিআইপি সড়ক অবরোধে বসেন। চলতে থাকে স্লোগান। বুধবারও বঞ্চিত এই যুবক-যুবতিরা উচ্চ আদালতে মামলা করতে গিয়েছিলেন। ওইদিন অবশ্য তারা আর রাস্তা অবরোধে বসেননি। বৃহস্পতিবার

জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়। এখানেই দেখা গেছে সাধারণ শ্রেণিভুক্তদের তালিকার মধ্যে তপশিলি এবং উপজাতিদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মনীযা দাস নামে একজন শারীরিক পরীক্ষায় না আসার পরও চাকরি পেয়েছেন। কেউ কেউ লিখিত পরীক্ষায় ২৬ পেয়েও টাকার বিনিময়ে চাকরি জোগাড় করে নিয়েছেন। যোগ্যতা অনুযায়ী এই চাকরি হয়নি। আন্দোলনে অংশ নেওয়া বঞ্চিত বেকারদের আরও দাবি, এখন সরকার কোথায় ? মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কোথায় ? স্বচ্ছতার কথা



করে দেন বঞ্চিত বেকারদের উপর। টেনে-হিঁচড়ে বঞ্চিতদের গ্রেফতার করে তোলা হয় গাড়িতে। সেখান থেকে বাসে করে নেওয়া হয় এডিনগর পুলিশ মাঠে। বিকালে

কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক জানান, রাজ্যের পরিস্থিতি খারাপ করা হয়েছে। দলের বিধায়কই পালিয়ে বেড়ান। বেকারদের প্রলোভন দেখিয়ে বিজেপি নেতারা





রাস্তা অবরোধে বসে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধে ক্যামেরার সামনে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দেন। তাদের বক্তব্য, ২০১৯ সালে টিএসআর-এ নিয়োগের জন্য ফর্ম

বললেও চাকরি হয়েছে বেআইনিভাবে। এর বিরুদ্ধে আমরা তদন্ত চাই। উচ্চ আদালতে মামলা করতে চাই। কিন্তু আমাদের মামলা বোঝাচ্ছে। রাস্তায় অবরোধস্থলের

সবাইকেই শর্তসাপেক্ষ ছেড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় বেকারদের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়ে। তারা জানান, চাকরির কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কথা নেওয়া হচেছ না। পুলিশ ভুল বলায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে। রাজ্যে এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি মধ্যেই চলতে থাকে স্লোগান। এর করা হয়েছে কেন? এদিন মধ্যেই বিশাল টিএসআর, বনমালীপুর তৃণমূল অফিসে সিআরপিএফ এবং পুলিশ নামিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তুণমূল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, স্থানীয়রা পুনর্বাসনের বিষয়টি নিয়ে বিজেপি'র মন্ডল সভাপতি। কিন্তু

দলের বাইক বাহিনী শাসকদলের নিয়ন্ত্রণে নেই। এরাই এখন বিজেপির পার্টি অফিসে আক্রমণ করছে। পার্টি অফিসও ভাঙচুর করা হচ্ছে। টিএসআর-এ নিয়োগনীতি নিয়ে কেলেঙ্কারির অভিযোগ এনে সুবল ভৌমিক এই ঘটনায় ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের একজন বিচারপতি

ডেপুটেশন প্রদানকারীরা জানান,

পুনর্বাসন দেওয়া না হয়।

এমনিতেই ওই এলাকার মানুষ

মৎস্য শিকার এবং জুম চাষের উপর

নির্ভর করে বেঁচে আছে। যদি

অন্যরাও সেই জায়গায় একই কাজ



বেকাররা ভিড় জমাতে শুরু করেন। ২২০০'র উপর জওয়ান নিয়োগ আজ রাতের ওযুধের দোকান শংকর মেডিকেল স্টোর ৯৭৭৪১৪৫১৯২

### আজকের দিনটি কেমন যাবে

🌃 কাজ ঝামেলা ছাড়াই সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করতে সমর্থ হবেন। অর্থনৈতিক লেনদেন করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি অতি শুভ। চাকরিজীবীরা কৌশলী থেকে এক মহৎ ও উদার মনের পরিচয় দিয়ে অশাস্তিমূলক কর্মকাণ্ড এডিয়ে । প্রিয়জনের স্বাস্থ্যের প্রতি যতুশীল

তদন্ত করানোর দাবি জানিয়েছেন।

টিএসআর'র চাকরি কেলেঙ্কারির

ঘটনায় উচ্চ পর্যায়ে তদন্তের

সিআইটিইউ

বৃষ: দিনটিতে পুরনো বাধা বিঘ্ন | মানুষী কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভুল 👽 কেটে যাবে অনেকটা। | করবেন। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ উগ্রতা পরিহার করুন। । করলে সবকাজই সুন্দরভাবে শেষ আক্রমণাত্মক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সমঝোতার হাত প্রসারিত 🕇 কর্তৃ পক্ষের কাছ থেকে দুরে করলে তা বেশি কার্যকর হবে।

মিথুন: দিনটিতে মানসিক শাস্তি

লাভ করা কঠিন হবে। বন্ধু বান্ধ বের কাছ থেকে বিশেষ সহযোগিতা পাবেন না। প্রতিপক্ষের বিরোধিতা সত্ত্বেও । হয়েছিল তা আজকের দিনে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। । মিটে যেতে পারে।নতুন প্রেমের কারো প্রেমের ক্ষেত্রে পূর্বের দুঃ | দিকে অগ্রসর না হওয়াই ভালো। সময় কেটে যাবে।

📰 কর্কট : দিনটিতে | আপনাকে দিশেহারা করে সামাজিক কাজে যথেষ্ট উৎসাহিত হতে পারেন। সুজনশীল পেশার মাধ্যমে প্রশংসার পাশাপাশি অর্থাগমও হবে। প্রকৌশলী, সাহিত্যিক পেশাজীবীদের শুভ সময়।

সিংহ : দিনটিতে কাজকর্মে বিশেষ সুফল লাভ করবেন এবং সুনাম বাড়বে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে সমস্ত কাজ এতদিন করতে পারেননি সেইসব কাজ করার উপযুক্ত দিন । পারে প্রেমিক জাতকের। আজ। ব্যবসায় ততটা লাভবান নাও হতে পারেন।

কন্যা :গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজে হাত দেওয়াই এই দিনটিতে ঠিক হবে না। কোনো সহকর্মী আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে সেই দিক থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কারো সঙ্গে মতবিরোধ হলে ঘটনা যেন অন্যদিকে মোড় নিতে না পারে । তেমন কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা সেদিকেও লক্ষ্য লিখতে হবে। । নেই। দিনটিতে অসমাপ্ত কাজকর্ম ব্যবসায়ী ভাগ্য শুভ।

তুলা: উত্তেজনার বশবতী হয়ে | কর্মস্থলে কাজের মাত্রা বেডে কারো সাথে বিনা কারণে বিবাদে যাবে। তবে ধর্মের প্রতি বিশেষ জডিয়ে পডতে পারেন। শরীর

### আবেদন করেছেন। বৃহস্পতিবার ফিলাপ করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব সকাল থেকেই খেজুরবাগান কুমার দেব টিএসআর রৈ এক এলাকায় হাইকোর্টের সামনে বঞ্চিত অনুষ্ঠানে ভাষণে বলেছিলেন শরণার্থী পুনর্বাসনের বিরোধিতায় এক্যবদ্ধ স্থানায়রা

আবশ্যক। আয় ভাগ্য

শুভ। ব্যবসায়ীদের নতুন

প্রেমের ক্ষেত্রে মান

অভিযান চলতে পারে।

চিন্তা এবং আইডিয়া আসবে যার

মাধ্যমে উপার্জন বেশ ভাল হবে।

वृश्चिक : पिनिष्ठिए

হোন। খেয়ালের বশে ছেলে

। হবে। অৰ্থ লাভ যোগ। ঊর্ধ্বতন

ধনু : দিনের কাজ

কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থদের

l কারণে যে ঝামেলার সৃষ্টি

| অত্যাধিক কাজের চাপে

মকর : দিনটিতে পারিবারিক কাজে

ব্যস্ততা বাড়তে পারে।

শিক্ষামূলক কাজের সাথে যারা

জড়িত তাদের জন্য বিশেষভাবে

্ৰিভ। দাম্পত্য জীবন পূৰ্বের

l তুলনায় যথেস্ট শাস্তি বিরাজ

। সস্তানের কারণে মন বিচলিত

হতে পারে। আপনার কাজে কেউ

i প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে

না। প্রেমের ব্যাপারে

মনোমালিন্য পরিহার কর্ত্ন,

🖊 অৰ্থভাগ্য শুভ। মীন : দিনটিতে

l সহকর্মীরা কেউ ষডযন্ত্র করলে

ঙিছিয়ে আনতে পারবেন ও

আগ্রহ আসতে পারে।

কুম্ভ : রোমান্টিক

যোগাযোগ বাড়তে

চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে

করবে।

তুলবে।

দিনে শেষ করাই ভাল।

থাকাই ভাল।

## **নতুনবাজার, ৩০ ডিসেম্বর।।** রিয়াং ভুল বুঝছেন। কোনো জোত জমি

বিরোধিতায় করবুক মহকুমার ৮

পুনর্বাসনের কিংবা পাট্টার জমিতে কাউকে যদি বাইরে থেকে নাগরিকদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্য সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া হয় থেকে ৯টি পাড়ার মানুষ সরকারের জায়গাতেই শরণার্থীদের তাহলে স্থায়ীদের সমস্যা হবে। তাই ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শামিল পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তারা চাইছেন সেখানে যেন কাউকে হয়েছেন। বৃহস্পতিবার তারা রিয়াং যেহেতু, বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের শরণার্থীদের পুনর্বাসনের অন্তর্গত তাই এ বিষয়ে রাজ্য বিরোধিতায় মহকুমাশাসকের কাছে সরকারেরও বিশেষ কিছু করার ডেপ্রটেশন প্রদান করেন। এদিকে, নেই। অযথা নাগরিকদের আতঙ্কিত বিজেপি'র তরফ থেকে বলা হয়েছে না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন



করেন, তাহলে স্থানীয় নাগরিকদের বেঁচে থাকা কন্টকর হয়ে যাবে। স্থানীয় বহু পরিবার বন দফতরের জমি নির্ভর করেই বসবাস করছেন। তাই বনভূমিকে রক্ষা করতে একমাত্র তারাই সক্ষম। যদি বাইরে থেকে লোকজন সেখানে আসে তাহলে নির্বিচারে বনজ সম্পদ ধ্বংস করা হবে, সাথে নম্ভ হবে পরিবেশও। জানা গেছে, আড়াইশ থেকে তিনশ পরিবারকে ১৫ হেক্টর জমিতে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা হচ্ছে। তাই এই পুনর্বাসন যেন রুখে দেওয়া হয় সেই দাবিতে সোচ্চার হয়েছে স্থায়ী বাসিন্দারা।

#### মঞ্চে সফল ত্রিপুর থিয়েটারের নাটক

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৩০ **ডিসেম্বর।।** বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় করোনা ও ওমিক্রনের ভ্রুকুটি উড়িয়ে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের দর্শক ঠাসা ২নং প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ হয় ত্রিপুরা থিয়েটার নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় 'মতিজানের মেয়েরা'। বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখিকা সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প অনুসরণে নাট্যরূপ ও নির্দেশনা করেন বিভূ ভট্টাচার্য। অর্থনৈতিক বিপন্নতা ও সামাজিক নানা অন্যায় মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে কিভাবে তছনছ করে দেয়, সম্পর্ক ছিন্ন হয়, সুস্থ জীবনবোধ কিভাবে ধ্বংস করে তারই প্রতিফলন দেখা যায় ওই নাটকে। মানুষের এই সমস্যা গোটা ভারতীয় উপমহাদেশেই দেখা যায়। নাটকটির সব অভিনেতা এবং অভিনেত্রী দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। আগরতলা সন্মিলিত নাট্যপ্রয়াস এই প্রযোজনায় সার্বিক উদ্যোগ

গ্রহণ করেছে।

## সর্বস্বান্ত জুমিয়া

অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত হয়ে গেল এক হয়ে জুমিয়া পরিবার। বৃহস্পতিবার রাইমাভ্যালির সকালে বোয়ালখালি ভিলেজের হরচন্দ্রপাড়ার ননিন্দ্র ত্রিপুরার বসতঘর অগ্নিকাণ্ডে ভঙ্গীভূত হয়ে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, হয়ে যায়। এতে ঘরে থাকা প্রচুর গভাছড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। পরিমাণ জুমের ধান পুড়ে ছাই গেছে। এছাড়া আসবাবপত্র-সহ সবকিছুই ভঙ্মীভূত হয়ে যায়। এই অবস্থায় ননিন্দ্র ত্রিপুরার পরিবার এক প্রকার অসহায় হয়ে পড়ে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ননিন্দ্র যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনার পরই ত্রিপুরার বাড়িতে ছুটে আসেন খবর দেয় অগ্নিনির্বাপক দফতরে। বিজেপি'র মন্ডল সভাপতি কিন্তু অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা সমীর রঞ্জন ত্রিপুরা। তিনি ঘটনাস্থলে আসার আগেই অসহায় পরিবারটিকে কিছুটা



#### সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির

#### সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। অন্যান্য বছরের মত এবারও ত্রিপুরা সংবাদপত্র বিক্রেতা সমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২ জানুয়ারি রবিবার দুপুর ২টায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে আগরতলার শিশু উদ্যান বিপণি বিতানে। প্রতিবছর সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সংবাদপত্র বিক্রেতারা তাদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যাগুলো আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধরেন। সমস্যাগুলো সমাধানেরও চেষ্টা করেন সবাই মিলে।ইতিমধ্যে সংগঠনের নেতারা সম্মেলনকে সফল করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে সংগঠনের নতুন কমিটি গঠিত হবে।

#### শাহজাহানের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। শাহজাহান মিয়া অন্যদের জমি আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করছেন। পাল্টা বিধায়িকার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ তুলছেন বাচ্চু মিয়া এবং আনোয়ার হোসেনদের বিরুদ্ধে। এই দাবি করেছেন আমতলি থানা এলাকার মধ্য চারিপাড়ার বাসিন্দা বাচ্চু মিয়া। তিনি জানান, তার ছোট ভাই আনোয়ার হোসেন পিএমএওয়াই প্রকল্পে একটি পাকা বাড়ি পেয়েছেন। তাদের মৃত বাবা-মায়ের নামে নির্দিষ্ট করা জায়গায় ঘর তুলতে সীমানা ঠিক করা হয়। এমন সময়ই এলাকায় সমাজদ্রোহী হিসেবে পরিচিত শাহজাহান মিয়া এই জমি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করে। জায়গা আত্মসাৎ করতে না পেরে শাহজাহান বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পাল্টা অভিযোগ করছেন। তার আক্রমণের ফলে বাড়ির মহিলারা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। এই ঘটনায় পুলিশও ডাকা হয়েছিল। কিন্তু শাহজাহান উল্টো গিয়ে বাচ্চুর ভাতিজা ইমরান এবং ভাগিনা কাসেমের নামে টাকা দাবি করার অভিযোগ তুলছেন। শুধু তাই নয়, স্থানীয় বিধায়িকার নামও সঙ্গে যুক্ত করছেন। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে মধ্য চারিপাড়া এলাকায়।

## প্রথম মহিলা স্বাস্থ্য সম্মেলন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। প্রথমবারের মত রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মহিলা স্বাস্থ্য সম্মেলন। আগামী ১ জানুয়ারি রবীন্দ্র শত বার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। হেপাটাইটিস ফাউন্ভেশন অব ত্রিপুরার উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার গোটা আয়োজন সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান ডা. প্রদীপ ভৌমিক। তিনি জানান, কিশোরী বা যুবতিদের সমস্যা অথবা গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে ওই সম্মেলনে। তাছাডা মহিলাদের হৃদরোগের সমস্যা, এর গতি প্রকৃতি, জটলিতা এবং ভবিষ্যতে মহিলাদের হৃদরোগ প্রতিরোধের পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা হবে। মহিলাদের উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসা-সহ অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে। তিনি জানান, সার্বিকভাবে লক্ষ্য করা

যাচ্ছে মহিলাদের রোগ প্রতিরোধ আলাদাভাবে কমই আলোচনা হয়।মা এবং শিশুর স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে যত্ন ও গুরুত্ব প্রদান করা হলেও মহিলাদের সার্বিক সমস্যার গুরুত্ব কম পাচেছ। তাই হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা এই ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করেছে। চিকিৎসকরা যখন মহিলাদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে বিশেষভাবে আলোকিত হবেন তখন সার্বিক মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব পাবে। সংগঠন বিশ্বাস করে মহিলাদের যত বেশি সুরক্ষিত রাখা যাবে সমাজে পারিবারিক এবং সামাজিক স্বাস্থ্য ততবেশি গুরুত্ব পাবে। পরিবারের সকলের স্বাস্থ্যের নজরদারির দায়িত্ব মহিলাদের উপরই থাকে। তাই একজন সুস্থ মহিলা সুস্থ সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। তাই এবারের সম্মেলনের মল প্রতিপাদ্য বিষয় রাখা হয়েছে 'মহিলাদের স্বাস্থ্য: মহিলাদের

## এসএফআই'র প্রতিষ্ঠা দিবস



আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। সামাজিক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এসএফআই'র প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্যাপন করা হয় ৷ এসএফআই'র ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন সকালে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সাথে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন উপস্থিত নেতৃত্ব। কর্মচাতে উপস্থিত ছিলেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সংগঠনের সম্পাদক সন্দীপন দেব, সভাপতি সুলেমান আলি, নেতাজি দেববর্মা, বৈশালী মজুমদার, বিজয় বিশ্বাস প্রমুখ। এসএফআই'র উদ্যোগে এদিন ছাত্র যুব ভবনে রক্তদান শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের রক্তদানে উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভানুলাল সাহা, কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর-সহ অন্যান্যরা।

# স্টেশনেও বঞ্চিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৩০ ডিসেম্বর।। আগরতলা ফেরৎ টিএসআরের চাকরি বঞ্চিত বেকাররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিলোনিয়া রেলস্টেশনে। এদিন সন্ধ্যায় প্রচুর সংখ্যক বেকার বিলোনিয়া স্টেশনে এসে টিএসআরের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে এক যোগে প্রশ্ন তুলেন। তাদের অভিযোগ, আরক্ষা দফতর থেকে চাকরি প্রাপকদের যে নামের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে বেশকিছ গলদ আছে। উদাহরণস্বরূপ তারা বলেন, নামের তালিকার সাথে ইন্টারভিউ'র নম্বরও দেওয়া হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত কম নম্বর প্রাপ্তরা চাকরির জন্য বাছাইকৃত হয়েছেন। কিন্তু তাদের চেয়ে বেশি নম্বর প্রাপকদের নাম নেই। তাই তারা শীঘ্রই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল কিংবা যোগ্যদের চাকরি প্রদানের আবেদন জানাবেন। বিলোনিয়ার বেকাররা স্টেশনে নেমেই চাকরি দেওয়ার স্লোগান দিতে থাকে। বেকারদের স্লোগানে স্টেশনের পরিবেশ কিছুটা উত্তপ্ত হয়। বেশ কয়েকজন বেকার অবশ্য ক্ষোভের সাথে বলেন, তারা বিজেপি সমর্থক হয়েও চাকরি পাননি। অথচ বাম সমর্থকরা চাকরি পেয়ে গেছেন। দলীয় নেতাদের ভূমিকা নিয়েও তারা ক্ষোভ জানান।



#### চোরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ ডিসেম্বর।। চোরের

যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মানুষ। বাড়িঘর, দোকানপাট এমনকী মন্দিরেও হানা দিচ্ছে চোরের দল। বধবার গভীর রাতে গোলাঘাঁটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা এসবি স্কুল সংলগ্ন মিঠন রায়ের বাড়িতে হানা দেয় এক চোর। তবে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। কারণ এলাকাবাসী মিলে তাকে ধরে ফেলে। অভিযুক্তের নাম সুব্রত দাস ওরফে ডিপজল। তার বাড়ি কাঞ্চনমালার ১নং ওয়ার্ডে। মিঠন রায়ের বাড়িতে প্রবেশ করে সুব্রত টয়লেটে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে চোরের আগমনের বিষয়ে টের পেয়ে যান বাড়ির লোকজন। মিঠন রায়ের চিৎকারে এলাকাবাসী ছুটে এসে অভিযুক্তকে টয়লেট থেকে বের করে গাছের সাথে বেঁধে রাখে। তাকে উক্তম-মধ্যম দিয়ে পরবর্তী সময় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী সুব্রত এর আগেও বেশ কয়েকবার চুরি করেছে। গোটা এলাকার মানুষ তার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ।

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লুকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যক্তি এবং বাদ দেওয়াব

						কর র উ		
2	6	9	∪ი   5	7	4	8	3	1 1
1	5	8	2	3	9	4	6	7
7	3	4	1	6	8	2	9	5
4	9	1	6	8	2	5	7	3
5	7	2	9	1	3	6	8	4
3	8	6	7	4	5	9	1	2
8	1	3	4	2	6	7	5	9
9	4	7	8	5	1	3	2	6
6	2	5	3	9	7	1	4	8

ক্রমিক সংখ্যা — ৩৯২									
1	6				3	5		2	
2							3		
3	9	7	2	1	5	8	6	4	
	7		1	8	2		5	6	
8		3	6	5			7	9	
	2	6		9			8		
	4						1		
	3	1	5		9	7	4	8	
7	5				1			3	

# আক্রান্ত পুলিশ, গ্রেফতার মহিল

বিলোনিয়া, ৩০ ডিসেম্বর।। ২৭ ডিসেম্বর বিলোনিয়া এসআই পক্ষজ বিশ্বাস-সহ অন্য সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে গাঁজা বিরোধী অভিযান জোরদারভাবে পরিলক্ষিত করা গেছে। যদিও নিন্দুকেরা বলে থাকেন শুধমাত্র লোক-দেখানোর জন্যই এ ধরনের অভিযান সংগঠিত হয়, কেননা গাঁজা গাছ ধ্বংস করা হলেও কাউকে আটক করতে সক্ষম হচ্ছে না পুলিশ। এর পেছনে অন্য রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে বলে অভিমত সাধারণ নাগরিকদের। বছরের শেষ লগ্নে গাঁজা বিরোধী অভিযান জোরদার করতে গিয়ে আক্রমণের

খবরের জেরে

পুলিশের অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

তেলিয়ামুড়া, ৩০ ডিসেম্বর।।

উঠা প্রায় এক হাজার গাঁজা গাছ

এবং চাকমাঘাটস্থিত ঠাকুরচাঁন বৈশ্য

পাড়ার বন দফতরের জায়গায় গড়ে

উঠা প্রায় দেড় হাজার গাঁজা গাছ

ধ্বংস করা হয়। এসডিপিও জানান,

৫টি প্লটে প্রায় আড়াই হাজার গাঁজা

গাছ ধ্বংস করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন

উঠছে এখনও যে সব জায়গায়

গাঁজা চাষ হচ্ছে সেখানে কবে

নাগাদ হানাদারি পড়বে? এদিকে,

প্রথমবারের মত ধর্মনগর থানার

পুলিশও গাঁজা বিরোধী অভিযান

সংগঠিত করে। পশ্চিম

হাফলংছড়া চা-বাগান এলাকায়

সবজি চাষের আড়ালে গাঁজা চাষ

করা হচ্ছিল। গোপন সূত্রে খবর

পেয়ে পুলিশ এদিন ৭০০ গাঁজা

গাছ ধ্বংস করে। তবে এই ঘটনায়

ট্রাফিক ব্যবস্থায়

নাজেহাল জনগণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

চড়িলাম, ৩০ ডিসেম্বর।।

বিশ্রামগঞ্জ বাজারে ট্রাফিক ব্যবস্থা

না থাকার জেরে যানবাহন চালক

থেকে শুরু করে সব অংশের

মানুষকে নাজেহাল হতে হয়।

প্রতিদিনই বাজারে যানজট লেগে

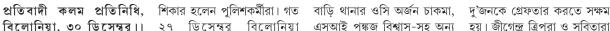
থাকে। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয়

নাগরিকরা এ ধরনের অবস্থা দেখে আসছেন। ট্রাফিক কর্মী তো বটেই, পুলিশকর্মীদেরও বাজারে দেখা যায় না। অথচ বিশ্রামগঞ্জ বাজার থেকে কিছুটা দূরে সিপাহিজলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়। আর বাজারের উপরই জেলাশাসক কার্যালয়। সিপাহিজলা জেলার অধিকাংশ অফিস বিশ্রামগঞ্জেই আছে। তা সত্ত্বেও ট্রাফিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিশ্রামগঞ্জে বিশৃঙ্গলা কেন তা কারোর বোধগম্য হচ্ছে না। ট্রাফিক কিংবা পুলিশকর্মী না থাকার কারণে

যানবাহন 

 এরপর দুইয়ের পাতায় |

কাউকে আটক করা হয়নি।





বড় পাথড়ি হেতালিয়া এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে নেমে পুলিশ একটি স্বতঃপ্রণোদিত



পুলিশকর্মীরা। পরবর্তী সময়ে আক্রমণের মুখে পড়েন পিআর মামলা হাতে নিয়ে এই মামলায়

হয়। জীগেন্দ্র ত্রিপুরা ও সবিতারা ত্রিপুরা নামে দু'জনকে বুধবার আদালতে পাঠালে আদালত তিন জানুয়ারি পর্যন্ত জেলহাজতে পাঠায়। পুলিশ মোট ছয় জনের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়। অপরদিকে বৃহস্পতিবার সকালে রাজনগর বিধানসভার কমলপুরে ইন্দিরানগর পঞ্চায়েত এলাকায় গাঁজা বিরোধী অভিযানে নামে পুলিশ। সেখানে চারটি প্লটে ১১ হাজার ২০০ গাঁজা গাছ ধ্বংস করে পুলিশ এবং বিএসএফের যৌথবাহিনী। এদিনের গাঁজা অভিযানের নেতৃত্ব দেন পি আর

বাড়ি থানার ওসি অর্জন চাকমা।

# নেশা কারবারির গ

তেলিয়ামুড়ার উত্তর কৃষ্ণপুরের খাস জমিতে গাঁজা চাষের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কাঁঠালিয়া,৩০ ডিসেম্বর।। নেশা তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ কারবারির গাড়ির চাপার হাত থেকে আধিকারিক সোনাচরণ জমাতিয়ার অল্পেতে রক্ষা পেল পলিশ কর্মী-সহ নেতৃত্বে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী বেশ কয়েকজন নাগরিক। যদিও দই উত্তর কৃষ্ণপুরের বড়লুঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় জোত জমির উপর গড়ে

পুলিশ কনস্টেবল ও কতিপয় সাধারণ নাগরিক আহত হয়। জানা যায়, বধবার সন্ধ্যারাতে যাত্রাপর থানার ওসি যতীন্দ্র দাসের নেতৃত্বে পুলিশ এবং টিএসআর জওয়ানরা অন্যান্য দিনের ন্যায় থানা এলাকার গঙ্গাবাড়ি মন্দির এর নিকট যানবাহন তল্লাশি অভিযানে নামে। তখন তাদের কাছে গোপন খবর আসে সোনামুড়ার দিক থেকে টিআর ০৭ডি০৭৬৬ নম্বরের একটি নেশা ভর্তি ইকো গাড়ি বিলোনিয়ার দিকে যাত্রা করছে। পুলিশ তখন উৎপেতে বসে। পুলিশের আঁচ পেয়ে গাড়িটি পিছনের দিকে দ্ৰুতগতিতে ছুটো। পুলিশও গাড়িটির পেছন ধাওয়া করে এবং যাত্রাপুর থানার নাকা পয়েন্টে

সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাকা পয়েন্টে কর্মরত টিএসআর জওয়ানরা নাকা পয়েন্ট বন্ধ করে দেয়। দ্রুতগতিতে ছুটে আসা গাড়িটি নাকা পয়েন্টে সজোরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, দেওয়া হয়। নেশা ভর্তি গাড়িটি জানা যায়। দুর্ঘটনার শিকার হওয়া নেশা কারবারি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সাধারণ নাগরিক এবং পুলিশের যৌথ সহায়তায় নেশা কারবারি সহ গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।আটককৃত



ধাক্কা মেরে দুমড়ে-মুচড়ে কাঁঠালিয়া বাজারের জনবহুল এলাকায় গিয়ে পড়ে। তাতে পুলিশ-সহ বাজারের ব্যবসায়ীরা অল্পের জন্য বডসড দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়।তবে দুইজন কনস্টেবলসহ বেশ গাড়িটির সম্পর্কিত তথ্য জানিয়ে কয়েকজন আহত হয়েছে বলে

নেশা কারবারি যুবকের নাম রকি আলম (২৬)। তার বাড়ি মেলাঘর থানাধীন ইন্দিরানগর এলাকায়। তার কাছ থেকে ১১২০ বোতল এসকাপ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

**৩০ ডিসেম্বর।।** ফের আমবাসায়

আগরতলা থেকে এসেছিল। সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপল পরিমাণে গাঁজা-সহ আটক দুই ১২১ প্যাকেট গাঁজা। ওজন করে ব্যক্তি।বৃহস্পতিবারট্রাফিকইউনিটের দেখা যায় সেখানে ১২১০ কেজি



কর্মীরা নিয়মিত যানবাহন তল্লাশি চালানোর সময় একটি কন্টেইনার কয়েক কোটি টাকা হবে বলৈ আটক করেন। এনএল০১ কিউ৭৬৩৫ নম্বরের কন্টেইনারটি

গাঁজা আছে। যার বাজার মূল্য পুলিশের ধারণা। এই ঘটনায় পুলিশ গাড়ির চালক অমর কুমার সিং এবং

করেছে। বিপল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের খবর পেয়ে আমবাসার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাসগুপ্ত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অভিযুক্ত চালক এবং সহচালক পুলিশের কাছে দাবি করে গাড়িতে গাঁজা রাখার বিষয়টি তাদের জানা ছিল না। এমনকী কোথায় সেই গাঁজা গাড়িতে মজুত করা হয়েছে তাও নাকি তারা জানেন না। গাড়িটি গুয়াহাটির উদ্দেশে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে নেশার কারবার রাজ্যে কোনোভাবেই বন্ধ হচ্ছে না। তবে এর পেছনে কি কারণ লকিয়ে আছে তা কেবলমাত্র পুলিশ কর্তারাই ভালো করে বলতে পারবেন।



প্ৰতিবাদী কলম প্ৰতিনিধি, **তেলিয়ামুড়া, ৩০ ডিসেম্বর।।** বন্য পোষ্য হাতিদের ব্যবহার করছে

দাঁতাল হাতিদের বাগে আনতে

#### **CORRIGENDUM**

Name of Work :- Construction of High-Rise Multi-storeyed Office Building at Gurkhabasti, Agartala, Tripura on Trunkey Basis. Ref: PRESS NOTICE INVITING BID NO:16/EE/Divn-III/PWD (R&B)/2021-22 ,dated 04/12/2021.

Due to unavoidable circumstances the Pre-Bid Meeting/Conference of the above mentioned tender which was circulated vide this office Memo No. 45(04)/EE/Divn-III/PWD(R&B)/ 5112-180 dated 04/12/2021. is being rescheduled on 6th .January 2022 at 11.00 AM at Conference Hall No.III, 3" Floor, New Secretariat Complex, Kunjaban, Agartala, Tripura 799006. All other Schedule of time will remain unchanged.

ICA-C-3183-21

TENDER ID: 2021 CEPWD 24466 1

Sd/-Illegible (Er. L. Goswami) **Executive Engineer** Agartala Division No.III, PWD(R&B) Agartala, Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No.15/EE/E-CELL/ARDD/2021-22, dated: 28/12/2021 MEMO No. F.1(20)/E-Cell/ARDD/WORKS/TENDER/21/3009-18 dated: 28/12/2021.

Online Percentage rate bids in single bid percentage rate e-tender are invited on behalf of the 'Government of Tripura' in PWD FORM-7(SEVEN) upto 3:00 pm on 14/01/2022 for DNIeT No:-38/EE/E-CELL/ARDD/2021-22, DNIeT No:-39/EE/E-CELL/ARDD/2021-22, DNIeT No:-40/EE/E-CELL/ARDD/2021-22, DNIeT No:- 41/EE/E-CELL/ARDD/2021-22, DNIeT No:- 42/EE/ E-CELL/ARDD/2021-22. All details can be seen in the office of the undersigned. For details please visit www.tripuratenders.gov.in and https://ardd.tripura.gov.in. For any quary please contact 9436969700.

> Sd/- Illegible (Er.Othello Dewan). **Executive Engineer** E-Cell, ARDD, P.N. Complex Agartala, West Tripura

বনকর্মীরা। তেলিয়ামুড়া বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বন্যহাতির তাণ্ডব অব্যাহত আছে। স্থানীয় নাগরিকরা বনকর্মীদের ভূমিকায় আগে থেকেই প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। ক্ষোভের মুখে বনকর্মীরা এবার পোষ্য হাতিদের দিয়ে বন্যহাতিদের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে দূরে নিয়ে যাওয়ার চেস্টা করছেন। গত বুধবার খোয়াই জেলাশাসক কার্যালয়ে এ বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানেই হাতির আক্রমণ ঠেকানোর জন্য দফতর কর্তারা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেন। সেই প্ল্যান অনুযায়ী বৃহস্পতিবার মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের বিডিও অজিত দেববর্মা, বন আধিকারিক এবং বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকরা মুঙ্গিয়াকামী এলাকার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তারা জানান, পোষ্য হাতিদের বন্যহাতি দের মাধ্যমে তাড়ানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই কারণেই তারা এলাকা পরিদেশনি করেছেন। এখন দেখার তাদের সেই

পরিকল্পনা কতটা কাজে আসে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি **চড়িলাম, ৩০ ডিসেম্বর**।। ইনডোর ব্যাডমিন্টন কোর্টের কাজের জন্য ব্যবহৃত লোহার রড চুরি করে নিয়ে পালালো নিশিক্টুম্বের দল। এমনিতেই প্রত্যেকদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। চুরির ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যবাসী। এর মধ্যে আবারো চুরির ঘটনা সামনে এলো। জানা যায়, চড়িলাম ফরেস্ট অফিস এবং ডিএম কোয়ার্টার থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে পুরানবাড়ি জাতীয় সডকের পাশে ব্যায়ামাগার এর সামনে থেকে গতকাল গভীর রাতে এই রডগুলি চুরি হয়। বিভিন্ন ধরনের মাপের লোহার শেকল দিয়ে রডের বান্ডেল গুলো ওপেন ব্যায়ামাগারের সঙ্গে বাঁধা ছিল। বহস্পতিবার সকালে ঠিকাদার বিশ্বজিৎ দেবনাথ কাজের স্থানে এসে দেখতে পান রডের



বাভেলেণ্ডলো নেই। উল্লেখ্য, পুরানবাড়ি ওপেন ব্যায়ামাগারের কাছে ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ইনডোর ব্যাডমিন্টন কোর্টের তিন মাস ধরে কাজ চলছে। বিশ্রামগঞ্জ আরডি ব্লকের অধীনে সুপ্রিয় সাহা কাজটি দেখাশোনা করছেন বলে জানান ঠিকাদার। সকালবেলা কাজের স্থানে এসে ঠিকাদার রডগুলি চুরি হয়ে যাওয়াতে মর্মাহত হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামগঞ্জ আর ডি'র ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছেন এবং বিশালগড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রতিদিন বিশ্রামগঞ্জ এবং বিশালগড. চড়িলামের বিভিন্ন জায়গায় রাতের আঁধারে নিশিকুটুম্বদের আনাগোনা বাড়ছে। প্রতিদিন কোথাও-না-কোথাও চুরি হচ্ছে। পুলিশের টহলদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এলাকার মানুষ। ঘন ঘন চুরিতে অতিষ্ঠ সাধারণ নাগরিকরা। চুরি হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে ঠিকাদার।

# শ্লীলতাহানির অভিযোগে জওয়ানকে গণধোলাই

অভিযোগে গণধোলাইয়ে আহত এক টিএসআর জওয়ান। ঘটনা অমরপুর থানাধীন কামারিয়াখলা এলাকায়।

৩০ ডিসেম্বর।। শ্লীলতাহানির ওই রাতে নির্যাতিতা মহিলা তার তবে এর আগে মহিলার দেবরকে দেবরের সাথে একটি অনুষ্ঠান সেরে বাড়ি ফিরছিলেন। তারা যে গাড়িতে ছিলেন সেই গাড়িটিকে ওভারটেক



অভিযোগ, ওই টিএসআর জওয়ানের সাথে আরও দু'একজন ছিলেন। তাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন নির্যাতিতা মহিলা এবং তার দেবর। তাদেরকেও ঘটনার পর হাসপাতালে

করতে যায় আরেকটি গাডি। গাডি ওভারটেক নিয়ে দু-পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। তখনই অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ান এবং তার বন্ধুরা গাড়ি থেকে নেমে ওই মহিলাকে মারধর করা হয়। দেবরকে মার খেতে দেখে তার বৌদি ছুটে এলে তিনিও আক্রান্ত হন। পরবতী সময় এলাকাবাসী হইচই শুনে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। তারা টিএসআর জওয়ানকে বাগে পেয়ে গণধোলাই দেয়।তার সাথে থাকা অন্যরা সেখান থেকে চলে আসে। অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানের মা এবং আক্রান্ত যুবক জানিয়েছেন ঘটনার সময় পুলিশকর্মী জগলাল দাস ঘটনাস্থলে ছিলেন। তিনি অভিযুক্ত টিএসআর জওয়ানের সাথেই গাড়িতে ছিলেন। অর্থাৎ এই ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই পুলিশকর্মী। এদিকে, নির্যাতিতা মহিলা বীরগঞ্জ থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি. বক্সনগর, ৩০ ডিসেম্বর।। রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেকগুলি রিফর্ম করেছে। মূলত শিক্ষাব্যবস্থার মানোনয়নে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ করেছে শিক্ষা দফতর। কিন্তু বাস্তবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয়গুলি একাধিক নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর মধ্যে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে বিদ্যালয়গুলির পঠনপাঠন লাটে উঠেছে। অনেকটা জোড়াতালি দিয়ে বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন প্রক্রিয়া চলছে। সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ শিক্ষক স্বল্পতায় ধুঁকছে। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় জর্জরিত এই বিদ্যালয়টি। জানা যায়, এই বিদ্যালয়টিতে ১১৯ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অবাক করার বিষয় হলো পঠন পাঠন এর জন্য

দুইজন।উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই সবকটি বিদ্যালয়গুলিতে একই দই জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে হিমশিম খেতে হচেছ। দ'জন শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে একজন রয়েছে সর্বশিক্ষার শিক্ষক। বর্তমানে শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত

ধরনের অবস্থা চলছে। এদিকে নগর এলাকার অভিভাবক মহলের দাবি. এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংকট দ্রীকরণে শিক্ষা দফতর যাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এলাকার এই দু'জন শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রথম অভিভাবক মহল রীতিমতো চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন সন্তানদের



প্রত্যেকটি ক্লাস পরিচালনা করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বারবার দফতরের নিকট শিক্ষকের জন্য আবেদন করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ।স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি স্কুলে অতি শীঘ্রই যাতে শিক্ষক নিয়োগ করা শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা মাত্র হয়। সোনামুড়া মহকুমার প্রায়

ভবিষ্যত নিয়ে। শিক্ষক সংকট এর জেরেই এবং একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকার দায়িত্বহীনতার ফলে পঠন পাঠন প্রায় লাটে উঠেছে বক্সনগর এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়গুলিতে। এখন দেখার বিষয় শিক্ষক সমস্যা দূরীকরণে দফতর কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

#### ত্রিপুরা সরকার কর্ম বিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর জবফেয়ার সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা ভিস্টুক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, পশ্চিম ত্রিপুরা ব্যবস্থাপনায় আগামী ৭ই জানুয়ার ২০২২, সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত অফিস লেন, শ্রম ভবন (শিক্ষা ভবনের কাছে) প্রাঙ্গণে একটি জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে। বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলঃ

SI. No.	Name of Employer	Job Title	Candidates required (No.)	Place of Posting	Salary (Per month or annum)	Qualification	Age
		Housekeeping	45		1.2 Lakhs/annum	8th pass	18 yrs
		Steward	35	Gujarat	1.2 Lakhs/annum	8th pass	18 yrs
1.	Earth Clean	Kitchen helper	10	Gujarat	1.2 Lakhs/annum	8th pass	18 yrs
		Care Taker	12	Gujarat	1.2 Lakhs/annum	8th pass	18 yrs
		TOTAL	102	Gujarat		·	
		Welder Apprentice	50		Rs.12,000/-	ITI Pass	
		Fitter Apprentice	20	PAN India	(Bangalore & Hosur).	ITI Pass	]
_	JBM Auto	Sheet Metal		(with JBM Group Plant)	Rs.11,500/- (Pune,	ITI Pass	1
2.	Limited	Warker	10	(Delhi,	Aurangabad		18-24
		Tool &		Faridabad,	Rs. 10,700/- (In other locations)	ITI Pass	yrs
		Die maker	10	Greater Noida,	other locations)		*
		Fresher Apprentices	20	Nashik, Ahmedabad,	Rs. 9700/- per	ITI Pass	
		(Welder/Fitter)		Pithampur	month	Diploma Pass Out	+
		Diploma Mechanical/	20	Industrial	month	from	
		Production		Area, Gurgaon,	Rs. 13,400/- per	2019-2021	
		TOTAL	130	New Delhi)	month	Graduate + 2-3 yrs	
	Aditya Birla	Manager of Agency	1	1.0 201111)	month	experience in	35 yrs
3.	Sunlife	Partner			*** ***********************************	Ínsurance	
	Insurance	Agency Partner/	25	Agartala	Up to 1.2 Lakhs/ and upnto incentives &	HS + 2 + 2-3 yrs experience in	18-65
	Co.Ltd	Sr.Agency Partner/			other variables	Insurance/ Sales /	yrs
		Chief Agency Partner Financial Advisor	10	Agartala	Incentives	MLM etc HS + 2 + Freshers/	10 65vm
					incentives	Experienced	18-65yrs
		TOTAL	36	Agartala		Graduate + Must know	
	Annanda	Office Administrative	1	Agartala	10-12 Thousand/Month	tally + 0-2 Yrs	30 yrs
4.	Spices	Staff				Experience B.Com/M.Com + Must	
	Industry		1	Agartala	12-18	know tally + 1-3 Yrs	35 yrs
		Accountant	2	Agaitaia	Thousand/Month	Experience	-
		TOTAL Tradeniciona In					
	Progressive	Technicians, Jr.	15	Agartala	8 Thousand/Month	Diploma/ITI +0-2 Yrs Experience	35 yrs
5.	Automobiles	Engineer			Thousand/Month	118 Experience	-
	Pvt. Ltd.	Sales Executive	5	Agartala Dharmanagar Udaipura	8 Thousand/Month	Graduate + 1-2yrs Experience	35 yrs
		Steward/Front	10	Agartala	8-12	Hotal Management	38 yrs
		Office Executive	10	Agaitaia	Thousand/Month	Diploma/Degree +	38 yrs
		TOTAL	2.0			0-2 Yrs Experience	30 y13
		TOTAL	30	A1-	8-10	B.Tech or Diploma in	20.20
		Supervisor	3	Agartala Dharmanagar	7-10 Thousand/Month	Mechanical Engineering, Freshers/	20-30
	Tirupati			Dilatillaliagai		2-4 yrs experience	yrs
6.	Motors,	Sr. Technicians	3	Agartala	10-12	ITI OR 5-10 Yrs Experience in	20-35
0.						Automobiles	yrs
0.	Ashok			Dharmanagar	Thousand/Month		yıs
0.		Asst.Technicians		Dharmanagar Agartala	7-10	ITI Holder in Diesel	18-30
0.	Ashok	Asst.Technicians	4			ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2	
0.	Ashok		4	Agartala	7-10	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience	18-30
0.	Ashok Leyland	TOTAL	4	Agartala Dharmanagar	7-10	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience	18-30 yrs
7.	Ashok Leyland Parkline	TOTAL Service Staff	4 10 15	Agartala Dharmanagar Agartala	7-10 Thousand/Month	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience	18-30 yrs
	Ashok Leyland	TOTAL Service Staff Housekeeping	4	Agartala Dharmanagar	7-10 Thousand/Month	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience	18-30 yrs 18-45yrs
	Ashok Leyland Parkline	TOTAL Service Staff	4 10 15 15	Agartala Dharmanagar Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Hotel Management +	18-30 yrs 18-45yrs 18-45yrs
	Ashok Leyland Parkline	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff	4 10 15 15	Agartala Dharmanagar  Agartala Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Hotel Management + 2yrs Experience	18-30 yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs
	Ashok Leyland Parkline	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff Maintennace staff	4 10 15 15	Agartala Dharmanagar Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience	18-30 yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs
	Ashok Leyland Parkline	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff	4 10 15 15	Agartala Dharmanagar  Agartala Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience	18-30 yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs
-	Ashok Leyland Parkline	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff Maintennace staff Front Office staff	4 10 15 15 1 15 10	Agartala Dharmanagar  Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Hotel Management + 2yrs Experience	18-30 yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs
7.	Ashok Leyland Parkline	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff Maintennace staff Front Office staff TOTAL Sales &	4 10 15 15 1 15 10 56	Agartala Dharmanagar  Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Graduate (in any	18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs
-	Ashok Leyland Parkline Hotel	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff Maintennace staff Front Office staff TOTAL Sales & Marketing Staff	4 10 15 15 15 1 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Agartala Dharmanagar  Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience	18-30 yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs
7.	Ashok Leyland  Parkline Hotel  Eastern	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff Maintennace staff Front Office staff TOTAL Sales & Marketing Staff TOTAL	4 10 15 15 1 15 10 56	Agartala Dharmanagar  Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.10 Thousand/ Month	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Graduate (in any discipline)	18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs
7.	Ashok Leyland  Parkline Hotel  Eastern Commerce  Delhivery	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff Maintennace staff Front Office staff TOTAL Sales & Marketing Staff	4 10 15 15 15 1 15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Agartala Dharmanagar  Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.3 Lakhs/annum  1.4 Lakhs/annum	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Graduate (in any discipline)  8th Pass or	18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs
7.	Ashok Leyland  Parkline Hotel  Eastern Commerce	TOTAL Service Staff Housekeeping staff Account staff Maintennace staff Front Office staff TOTAL Sales & Marketing Staff TOTAL	4 10 15 15 15 1 15 10 56 40 4	Agartala Dharmanagar  Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala Agartala	7-10 Thousand/Month  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.2 Lakhs/annum  1.10 Thousand/ Month	ITI Holder in Diesel or Automobile or Electrical, Freshers/2 yrs experience  Hotel Management + 2yrs Experience  Graduate (in any discipline)	18-30 yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 18-45yrs 32 yrs

বি.লঃ ১) কোনো আবেদনপত্র জমা করতে হবে না। একমাত্র শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেটদের ফর্ম ফিলাপ করতে হবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের ডেট অফ বার্খের প্রমাণ পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা PRTC, NCS Card এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ও ফটোক্পি ও সাম্প্রতিক কালের দুইকপি কালার ফটো নিয়ে আসতে হবে। (২) বিস্তারিত আরও বি্বরণের জন্য মডেল্ ্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলায় যোগা্যোগ করাু যেতে পারে । ইচছুক প্র্থীদের জব-ফেয়ারে সরাসরি অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে । (৩) একজন ক্যাভিডেট পোস্টের/ পদের জন্য এপ্লাই/ আবেদন করতে পারবেন।(৪) যেইসব প্রার্থী সিলেই হবেন তাদির উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিতভাবে জানার জন্য যেন কাজে যোগদান করেন।(৫) মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও জব-সিকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা জব-সিকারের মধ্যে যে কোনো কেউ প্রতিশ্রুত ভঙ্গ করিলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকিবেনা।

Sd/- Illegible Director Employment Services & Manpower Planning

Government of Tripura

ICA/D/1556/21

ICA-C-3176-21

## জানা এজানা

## শব্দটি যেভাবে পেলাম

রেডিও শব্দটি এখন বেতারযম্ভের জন্যই বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইংরেজি এই রেডিও শব্দের উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ রেডিয়াস থেকে, যার মূল অর্থ চাকার স্পোক বা আলোর রশ্মি বিকিরণ রেখা। অর্থাৎ রশ্মির সঙ্গে সম্পর্ক বোঝাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হতো। আবার এই শব্দ থেকেই বুত্তের রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ শব্দটির উৎপত্তি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ১৮৮১ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী আর্নেস্ট মারকাডিয়ারের পরামর্শে প্রথম রেডিওফোন শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন টেলিফোনের উদ্ধাবক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। 'বিচ্ছুরিত শব্দ' বোঝাতে রেডিওফোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল সেবার।

১৮৬৫ সালে বিদ্যুৎচুম্বক বিষয়ক ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। এতে বিদ্যুৎচুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের এই

নতুন কিছু আলাদাভাবে চিহ্নিত করা সহ নানা কারণেই নাম দিতে হয়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। এসব নামের পেছনেও লুকিয়ে থাকে মজার ইতিহাস।

ভবিষ্যদ্বাণী ১৮৭৯ সালে প্রমাণ করেছিলেন হেনরিক হার্জ। এরপর বিদ্যুৎচুম্বকীয় এই বিকিরণকে ডাকা হতে লাগল হার্জেয়ান তরঙ্গ। আর এই তরঙ্গ ব্যবহার করে যোগাযোগ করাকে বলা হতো ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি। এর এক দশক পর রেডিও শব্দটিকে

ওয়্যারলেস শব্দটিই বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল। ইউরোপে ১৮৯০ দশকের মাঝামাঝি ব্যবহারযোগ্য রেডিও প্রেরক ও গ্রাহকযন্ত্র উদ্ভাবিত হয়। এতে হার্জেয়ান তরঙ্গ (আসলে রেডিও তরঙ্গ) ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই থেকে হার্জেয়ান তরঙ্গকে বলা হতে লাগল রেডিও ওয়েব বা রেডিও তরঙ্গ (বাংলায়



বেতারতরঙ্গ)। বিদ্যুৎ—চুম্বকীয় বর্ণালি রেখায় সর্বোচ্চ ৩০০ গিগাহার্জ থেকে ৩০ হার্জ পর্যন্ত কম্পাঙ্কবিশিষ্ট তরঙ্গকে বলা হয় রেডিও তরঙ্গ। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কয়েক সেন্টিমিটার থেকে শুরু করে কয়েক মিটার বা কয়েক কিলোমিটার লম্বা হতে পারে। ২০ শতকের একেবারের শুরুর দিকে রেডিও তরঙ্গ

ব্যবহার করে কথা পাঠানো এবং তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সামান্য সফলতা পাওয়া গিয়েছিল। তখনো একে ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফি বা তারবিহীন দূরবার্তা নামেই ডাকা হতো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সীমিত পরিসরে সামরিক যোগাযোগে রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করা শুরু হয়। এ সময় গ্রাহকযন্ত্রের জন্য রেডিও রিসিভার শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধের পরে বাণিজ্যিকভাবে রেডিও সম্প্রচার শুরু হয়। এ সময় অনেকেই রেডিও রিসিভারের নামের আজব এক যন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়। তবে ১৯২১ সালের পত্রপত্রিকায়ও রেডিওকে



সংযোজক অব্যয় হিসেবে প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসি পদার্থবিদ এডুয়ার্ড ব্রানলি। রেডিও সংকেত শনাক্ত করতে একটি যন্ত্র বানিয়েছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন রেডিও-কন্ডাক্টর। এর পরপরই ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ বা রেডিওটেলিগ্রাফ ও রেডিওটেলিগ্রাফি (রেডিয়েশনের মাধ্যমে টেলিগ্রাফি) শব্দগুলো ইউরোপে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরে শব্দটিকে ছোট করে শুধু ওয়্যারলেস বা রেডিও নামে ডাকা হতে লাগল। তবে ইউরোপে রেডিওর পরিবর্তে

ওয়্যারলেস টেলিফোনি নামে ব্যবহার করা হয়েছিল। এই শব্দই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বেশ চালু ছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীতে রেডিও শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। সেই থেকেই পত্ৰপত্ৰিকা ও সাধারণ জনগণের মধ্যে রেডিও শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ক্রমেই রেডিও রিসিভার ছোট হয়ে যন্ত্রটির নাম রেডিও হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় রেডিও রিসিভার যন্ত্রটির জন্য বেতার শব্দটিই বেশি জনপ্রিয়। আর এ শব্দ ওয়্যারলেস টেলিফোনি থেকে এসেছে বলে ধারণা করা হয়।

# রেকর্ড পতন সোনায় কমল ৯,০০০ টাকা

মুম্বাই, ৩০ ডিসেম্বর।। নতুন বছর শুরুর আগে এক ধাক্কায় পডল সোনার দাম। বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি ১০ গ্রামে ভারতীয় মুদ্রার হিসেবে প্রায় ৯,০০০ টাকা করে দাম কমেছে সোনার। গত ছ'বছরে এই প্রথম এক ধাক্কায় এতটা দাম কমল। আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশেও সোনার দাম প্রায় ০.৪ শতাংশ পড়ে যায় বৃহস্পতিবার। প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম দাঁড়ায় ৪৭ হাজার ৬৫০ টাকা। দাম কমার কারণে উৎসবের এই মরসুমে সোনা কেনার ভাল সময় বলেও মনে করছেন বাজার বিশেষজ্ঞদের একাংশ। সোনার পাশাপাশি, আন্তর্জাতিক এবং দেশের বাজারে



রুপোর দামও পড়ে যায়। করোনা ব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক কিছু ভাইরাসের ওমিক্রন রূপের সংক্রমণ ঘিরে বিশ্বজ্ঞডে উদ্বেগ এবং শেয়ার বাজারের পতনের প্রভাব সোনা-রুপোর বাজারে পডেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। পাশাপাশি, আমেরিকায় ফেডারেল

পদক্ষেপকেও এর কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। সে দেশেও বৃহস্পতিবার সোনা-রুপোর দাম কমেছে অনেকটাই। প্রসঙ্গত, নভেম্বরের গোড়াতেও সোনার দামে দু'দফায় পতন ঘটেছিল।

## বিতর্কের মধ্যেই নাগাল্যান্ডে ফের ৬ মাসের জন্য বাডানো হল আফস্পা

গ্রামবাসীদের উপর সেনার গুলিবর্ষণের ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। এই বিতর্কের মধ্যেই নাগাল্যান্ডে ফের মেয়াদ বাড়ানো হল দ্য আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল) পাওয়ার্স অ্যাক্ট বা আফস্পা-র। গত হন ৬ জন গ্রামবাসী। তার পরই উত্তাল হয়ে ওঠে নাগাল্যান্ড। একটি সপ্তাহেই রবিবার পরিবারের সঙ্গে কাটিয়ে সোমবার ফের খনির কাজে যোগ দেন তাঁরা। প্যারা কমান্ডোদের কাছে খবর ছিল, অরুণাচলের দিক

কোহিমা, ৩০ ডিসেম্বর।। নিরীহ থেকে জঙ্গিরা নাগাল্যান্ডে ঢুকবে। নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি ওটিং গ্রামের কাছে খনিমজুরদের গঠন করা হয়। গুলিকাণ্ডের ঘটনার গাড়ি আসতে দেখেই কমান্ডোরা গুলি চালাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে মত্য হয় ৬ জনের। বিক্ষোভ এবং সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হয়েছিল এক জওয়ানেরও। সেই ঘটনার পর ৪ ডিসেম্বর সেনার গুলিতে নিহত থেকেই আফস্পা তোলার দাবি জোরালো হতে শুরু করে রাজ্যে। গত ২০ ডিসেম্বর সর্বসম্মতিক্রমে পিক আপ ভ্যানে চেপে আট জন উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি বিশেষ করে নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন। প্রতি নাগাল্যান্ড থেকে আফস্পা তুলে নেওয়ার প্রস্তাব পাশ হয় রাজ্য বিধানসভায়। একই সঙ্গে, আফস্পা তোলা সম্ভব কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য শীর্ষ আমলা বিবেক জোশীর

তদন্তের জন্য রাজ্যের বিশেষ তদন্তকারী দলকেও অনুমতি দেওয়া হয়ছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, ফের আফস্পা-র মেয়াদ বৃদ্ধিতে তদন্ত থমকে যাবে না তো?প্ৰতি ছ'মাস অন্তর আফস্পা-র মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় নাগাল্যান্ডে। 'উপদ্রুত' হিসেবে চিহ্নিত অঞ্চলগুলিতে সেনাকে অত্যধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। যা "আফস্পা" নামে পরিচিত। সেই অঞ্চলে বিনা বাধায় অভিযান চালাতে পারে সেনা। কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়া কোনও ঘটনার জন্য সেনার বিরুদ্ধে কেউ ব্যবস্থা নিতে পারে না



নৌকা থেকে নামছে হোগলা। গঙ্গাসাগর মেলার দর্শনার্থীদের জন্য ছাউনি বানানো হবে। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগর থেকে তোলা বৃহস্পতিবারের ছবি।

## দু মাস পর ১৩ হাজার ছাড়ালো সংক্রমণ

#### দেশে এখন সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৮২ হাজার ৪০২ জন

হাজারের ঘরে পৌঁছে গেল দেশের দৈনিক কোভিড সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩ হাজার ১৫৪ জন। বুধবার তা ছাড়িয়েছিলো ৯ হাজারের গণ্ডি। রাজ্যগুলিতে সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরেই দেশের দৈনিক আক্রান্ত বাড়ল গত দু'দিনে। সেই সঙ্গে দেশে বাড়ছে করোনা ভাইরাসের নতুন রূপ ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যাও। দেশে ওমিক্রনে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৬১ জন। দিল্লি এবং মহারাষ্ট্রে ওমিক্রনে আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি। দিল্লিতে ২৬৩ জন এবং মহারাস্ট্রে ২৫২ জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনা ভাইরাসের এই নতুন রূপে। ওমিক্রন আক্রান্তের নিরিখে ক্রমান্বয়ে রয়েছে গুজরাট (৯৭), রাজস্থান (৬৯), কেরল (৬৫), তেলেঙ্গানা (৬২), তামিলনাড়ু (৪৫), কর্ণাটক (৩৪), অন্ধ্রপ্রদেশ (১৬), হরিয়ানা (১২) এবং পশ্চিমবঙ্গ (১১)। যদিও ৯৬১ জনের মধ্যে ৩২০ স্ফের বাড়তে শুরু করেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা।

**নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর।।** প্রায় দু'মাস পর ফের ১৩ জন ওমিক্রন আক্রান্ত ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ডিসেম্বর মাস ধরেই মহারাষ্ট্রে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা থাকছিল এক হাজারের কম। গত কয়েক দিনে তা বেড়ে বৃহস্পতিবার পৌঁছে গিয়েছে ৩ হাজার ৯০০তে। সংক্রমণ ঠেকাতে মুম্বইয়ে জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। কেরলে অবশ্য আড়াই থেকে তিন হাজারের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে আক্রান্তের সংখ্যা। তবে দিল্লিতে সংক্রমণ বৃদ্ধি উদ্বেগ বাড়িয়েছে। ডিসেম্বরের শুরুতে রাজধানীতে ১০০'র নীচে ছিল দৈনিক সংক্রমণ। এ সপ্তাহের শুরুতে তা ১০০ ছাড়িয়েছিল। গত ২৪ ঘণ্টায় দিল্লিতে আক্রান্ত হয়েছেন ৯২৩ জন। পশ্চিমবঙ্গেও দৈনিক সংক্রমণ ফের এক হাজার ছাড়িয়েছে। গুজরাটে তা বেড়ে হয়েছে ৫৪৮, কর্ণাটকে ৫৬৬, তামিলনাড়ুতে ৭৩৯। দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি ফের উস্কে দিচ্ছে তৃতীয় ঢেউয়ের সম্ভাবনা। আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তেই

#### জঙ্গল হারাল ১২৬টি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর।। দেশে

চলতি বছরে নানা কারণে মারা গিয়েছে ১২৬টি বাঘ। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা 'জাতীয় ব্যাঘ্র সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ'(এনটিসিএ) বৃহস্পতিবার এই পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছে, গত এক দশকে বাঘের বার্ষিক মৃত্যুর রেকর্ড গড়েছে ২০২১। সরকারি পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, চোরাশিকার, সড়ক দুর্ঘটনা, লোকালয়ে ঢুকে পড়ে গণপিটুনিতে মৃত্যু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো নানা কারণের বলি হয়েছে জাতীয় পশু। এর মধ্যে চোরাশিকারিদের গুলি, ফাঁদ এবং বিষে মৃত্যু হয়েছে ৬০টি বাঘের। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১২ সাল থেকে ভারতে বাঘের সংখ্যা এবং মৃত্যু সংক্রান্ত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে এনটিসিএ। তা থেকে জানা যাচ্ছে, ২০১৬ সালে ভারতে ১২১টি মৃত্যু হয়েছিল। এত দিন পর্যন্ত সেটিই ছিল সর্বোচ্চ। ২০২১ সালে বাঘের মৃত্যুতে শীর্ষে রয়েছে দেশের 'টাইগার স্টেট' মধ্যপ্রদেশ। গত ১২ মাসে ওই রাজ্য হারিয়েছে ৪১টি বাঘ। এ ছাড়া মহারাষ্ট্রে ২৫, কর্ণাটকে ১৫ এবং উত্তরপ্রদেশ থেকে ৯টি মৃত্যুর খবর নথিভুক্ত হয়েছে। গত এক বছরে দেশে বাঘের মৃত্যুর প্রকৃত সংখ্যাটি আরও এরপর দুইয়ের পাতায়

## নির্ধারিত সময়েই ভোট উত্তরপ্রদেশে সায় সব দলের

**লখনউ, ৩০ ডিসেম্বর।।** ভোট পিছোচ্ছে না উত্তরপ্রদেশে। নির্ধারিত সময়েই তা হবে বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র। তিনি বলেন, "সবক'টি দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। তাঁরা আমাদের জানিয়েছে কোভিডবিধি মেনে নির্ধারিত সময়েই ভোট করানো হোক।" মখ্য নির্বাচন কমিশনার জানিয়েছেন, ৮০ বছরের উধ্বের্ব, শারীরিকভাবে অক্ষম এবং কোভিডে আক্রান্ত ব্যক্তিরা বাড়ি থেকেই ভোট দিতে পারবেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রতিটি বুথে ভিভিপ্যাটের ব্যবস্থা থাকবে। নির্বাচনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এক লক্ষ বুথে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হবে। বৈঠকে ভোটের প্রচার নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। কোভিডবিধি ভেঙে যাতে কোনও রকম প্রচার বা সভা না চলে সে দিকেও নজর রাখার জন্য কমিশনকে আর্জি জানিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বলেন, "সব দলের কথা আমরা শুনেছি। তারা যে বিষয়গুলি তুলে ধরেছে, সেগুলি নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। কোনও ভোটার যেন ভোট দান থেকে বিরত না থাকেন সে দিকটাও আমরা দেখছি।" আগামী ৫ জানুয়ারির মধ্যে ভোটারদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। একই সঙ্গে এ বার ভোট দেওয়ার সময়ও এক ঘণ্টা বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। সকাল ৮টা থেকে ভোট শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। আগামী বছরে উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা নির্বাচন। দেশে ফের কোভিড সংক্রমণ বাড়তে শুরু করায় এ রকম পরিস্থিতিতে রাজ্যে ভোট করানো উচিত না কি উচিত নয় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। কিন্তু ভোট পিছনোর পক্ষে রাজি ছিল না কোনও দলই। বিষয়টি ঠিক করতে সর্বদলীয় বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন। সেখানেই সব ক'টি দল নির্ধারিত সময়েই ভোট করানোর পক্ষে সায় দেয়। উত্তরপ্রদেশের ভোট নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। এই রাজ্যের ভোটের দিকে তাকিয়ে গোটা দেশ। যোগী সরকার থাকবে, নাকি ক্ষমতার পরিবর্তন হবে তা নিয়ে জোর চর্চা চলছে। বিশেষ করে কোভিড পরিস্থিতি নিয়ে যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভূমিকা প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ছে। তা ছাড়া লখিমপুর খেরির ঘটনা-সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বিরোধীরা উত্তরপ্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের বদল হয় কি না, ভোট যত এগিয়ে আসছে তা নিয়ে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ছে।

## 'মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে জোট চেয়েছিলেন মোদি, রাজি হইনি'

মুম্বই, ৩০ ডিসেম্বর।। মহারাষ্ট্রে সরকার গড়তে সহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী করতে হবে। এই প্রস্তাব মানেনি এনসিপিকে বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ার পরামর্শ বিজেপি।ফলে চিড় ধরে তাদের সম্পর্কে।আর সেই দিয়েছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি! এমনই সময়ই সরকার কারা গড়বে তা নিয়ে তীব্র অনিশ্চয়তার বিস্ফোরক দাবি করলেন এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার। 'অস্টবদনী' নামের একটি বইয়ের প্রকাশ অনুষ্ঠানে এই দাবি করতে দেখা গিয়েছে পাওয়ারকে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর এহেন মন্তব্যকে ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কী দাবি করেছেন পাওয়ার? তিনি জানিয়েছেন, ২০১৯ সালের ২০ নভেম্বর তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই বৈঠকেই মোদি কেবল তাঁকে সরকার গড়ার জন্য এনসিপি-বিজেপি জোট গড়ার আহ্বানই দেননি সেই সঙ্গে পাওয়ার কন্যা বারামাটির সাংসদ সুপ্রিয়া সুলেকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এমনই দাবি শরদ পাওয়ারের। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের শেষভাগে মহারাষ্ট্রে সরকার গড়া নিয়ে প্রভূত নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও নির্বাচনের ফলাফল অনুসারে দিয়েছিল তা সত্যি বলে দাবি করেছেন শিবসেনা শিবসেনা-বিজেপি জোটেরই সরকার গড়ার কথা সাংসদ সঞ্জয় রাউতও। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ছিল। কিন্তু শিবসেনার প্রস্তাব ছিল, পাঁচ বছরের বিজেপির তরফে এই দাবি নিয়ে কোনও সময়কালের অর্ধেক সময় তাঁদের দলীয় সদস্যকে প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি।

সৃষ্টি হয়। ওই বছরের ৮ নভেম্বর মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি বিজেপিকে একক বৃহত্তম দল হিসেবে সরকার গড়ার ডাক দেন। বিজেপি সরকার গঠন করলেও ১০ নভেম্বর সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারেনি। একইভাবে সরকার গড়তে ব্যর্থ হয় এনসিপিও। রাজ্যে জারি হয় রাষ্ট্রপতি শাসন। যদিও শেষ পর্যন্ত ২৩ নভেম্বর জট কাটে। শিবসেনা, এনসিপি ও কংগ্রেস মিলে মহারাষ্ট্রে সরকার গড়ে 'মহা বিকাশ আগারি' জোটের মাধ্যমে। পাওয়ারের দাবি, এর ঠিক আগে যখন সরকার গড়া নিয়ে টালবাহানা চরমে সেই সময়ই সদ্য প্রাক্তন জোটসঙ্গী শিবসেনাকে হারিয়ে এনসিপির দিকেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বিজেপি। বিজেপি যে এমন প্রস্তাব

#### বিচারককে জুতো ছুড়লেন অপরাধী যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

গান্ধীনগর, ৩০ ডিসেম্বর।। আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা পেয়ে বিচারকের দিকে জুতো ছুড়ে মারলেন ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্ত। গুজরাটের সুরাটে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে। আদালতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা পাওয়ার পরেই অভিযুক্ত এই কাণ্ড ঘটান। ক্ষুব্ধ ২৭ বছর বয়সি সুজিত সাকেতকে গত বছরের এপ্রিলে ৫ বছর বয়সি এক বালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের মামলায় থেফতার করা হয়। সুজিত নাবালিকাকে চকোলেটের প্রলোভন দেখিয়ে ধর্ষণের পর খুন করেন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল। অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নেমে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে পকসো

এরপর দুইয়ের পাতায়

## বাংলা ৫৮৬ কোটি গুজরাট ১১৩৩

নয়াদিল্লি, ৩০ ডিসেম্বর।। চলতি বছর ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, ভূমিধসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ছ'টি রাজ্যকে মোট ৩ হাজার ৬৩ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বিশেষ আর্থিক সাহায্য করবে কেন্দ্র। এর এক তৃতীয়াংশের বেশি পাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রাজ্য গুজরাট। বৃহস্পতিবার শাহের নেতৃত্বাধীন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি পশ্চিমবঙ্গ-সহ ছ'টি রাজ্যকে 'জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল' থেকে এই আর্থিক সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত মে মাসের ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতির জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ৫৮৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেবে কেন্দ্র। অন্যদিকে, সে মাসেরই ঘূর্ণিঝড় তকতের ক্ষতিপূরণ বাবদ গুজরাট পাবে ১ হাজার ১৩৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সময় অতিবৃষ্টির কারণে বন্যা ও ভূমিধসের জন্য কর্ণাটক ৬০০ কোটি ৫০ লক্ষ, অসম ৫০৪ কোটি ৬ লক্ষ মধ্যপ্রদেশ ১৮৭ কোটি ১৮ লক্ষ এবং উত্তরাখণ্ড ৫১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা পাবে। প্রসঙ্গত, গত মে মাসে ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিস্থিতি আকাশপথে পর্যবেক্ষণের পরে দেখার পর ক্ষতিগ্রস্ত তিন রাজ্যের ত্রাণের কাজের জন্য মোট ১ হাজার কোটি টাকা আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছিলেন মোদি। এর মধ্যে ওড়িশা ৫০০ কোটি এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডকে মিলিয়ে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে বলে জানায় কেন্দ্র। িতিন রাজ্যে আর্থিক সাহায্যের এই প্রভেদ নিয়ে সে সময় প্রশ্ন উঠেছিল।

## লাইফ স্টাইল

# শীতের ফেস মাস্কে যে ৫ ঘরোয়া উপাদান রাখবেন

শীতকাল অনেকেই একেবারে পছন্দ করেন না! আর জানেন এই পছন্দ না করার আসল কারণ হচ্ছে রুক্ষতা। শীত আসলে ত্বক, চুল, নখ সবই যেন কেমন ফ্যাকাশে হয়ে যায়। স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য হারায়। তবে, একটু বিশেষ যত্ন নিলেই কিন্তু আর এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। চলুন আজ দেখে নেই বাড়িতে তৈরি করা ফেস মাস্ক দিয়েই কীভাবে নিতে পারবেন ত্বকের

দুধ: ফুল ফ্যাট মিল্ক ত্বকের স্বাভাবিক ময়েশ্চারাইজার

হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই যাঁদের ত্বক এই সময় বেশিই শুকনে হয়ে পড়ে তাঁরা দুধের মালাই তুলে নিয়ে মুখে লাগাতে পারেন। দুধের মালাই যেমন সরাসরি ত্বকে লাগানো যায়, তেমনই বেসনের সাথে মিশিয়েও লাগাতে পারেন। মধু: শীতে ত্বককে আদ্রতা পৌঁছে দিতে মধুও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মধুর মধ্যে থাকা

অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল গুণ কোনওরকম ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করে। লেবুর রসের সাথে মধু, পাকা পেঁপে সাথে মধু, টক দইয়ের সাথে মধু মিশিয়ে লাগাতে পারেন মুখে। **নারকেল তেল:** শীতের ত্বক আরও ভালো পেতে অন্যতম চাবিকাঠি হল এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল। এটিকে

নরম-প্রাণবন্ত ত্বক

আপনারা যে কোনও ফেসপ্যাকে মেশাতে পারেন। আবার নারকেল তেলের সাথে কফির গুঁড়ো মিশিয়ে বডি আর ফেস স্ক্রাবও বানিয়ে নিতে পারেন। **গাজর:** গাজরে থাকা বিটা ক্যারোটিন ত্বকের জন্য ভালো। শীতের ফেস প্যাকে গাজরের রস ব্যবহার করতেই



কলা: পাকা কলা ভালো করে চটকে নিন। এবার সেটাও মুখে আর গায়ে লাগান। এটাও আপনার

ত্বককে ময়েশ্চারাইজার জোগাবে। এমনকী, কলার প্যাক চুলেও ব্যবহার করতে মধুসূদন স্মৃতি

ভলিবলে জয়ী

আগরতলা

ভলিবল ক্লাব

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

মধুসূদন স্মৃতি ভলিবল

প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০

ডিসেম্বর ঃ ত্রিপুরা ভলিবল

অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত

পেলো আগরতলা ভলিবল

তারা ২৫-২১, ২৪-২৬,

বিশালগড় সিসি বনাম

বিএসএফ পরস্পরের

চূড়ান্ত হবে। প্রসঙ্গত,

মুখোমুখি হবে। এরপরই

আসরের ম্যাচগুলি হচ্ছে

উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে।

মহিলা ক্রিকেটে

শতরান করলো

মৌচৈতি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া

প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০

মহিলা ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার

শতরান করলো এগিয়ে চল

সংঘের মৌচৈতি দেবনাথ।

পুরোপুরি ফায়দা তুললো

মোহনপুরের দুর্বল বোলিং-র

মৌচৈতি। মাত্র ৬০ বলে ১৩টি বাউন্ডারি এবং ৩টি ওভার

বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৫ রান

মৌচৈতি-র এই শতরানের

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে

মাত্র ২টি উইকেট হারিয়ে

১৯৪ রান করে। মৌচৈতি

ছাড়া অম্বিকা দেবনাথ করে

৪৮ রান। জবাবে ব্যাট করতে

নেমে ২০ ওভারে ৪ উইকেট

মোহনপুর। ফলে ১৩৯ রানে

জয় পায় এগিয়ে চল সংঘ।

অন্যদিকে, পিটিএজি-তে

অনুষ্ঠিত অপর একটি ম্যাচে

জুটমিল ৯ উইকেটে হারিয়ে

দেয় আগরতলা কোচিং

সেন্টারকে। প্রথমে ব্যাট

করতে নেমে আগরতলা

কোচিং সেন্টার ১৭.২ ওভারে

৯ উইকেট হারিয়ে মাত্র ২১

রান করে। জুটমিলের হয়ে

নিকিতা সরকার ৪ রানে ৪টি.

জুয়েল ভাওয়াল ২ রানে ২টি

এবং অম্বেষা দাস ৪ রানে ২টি

করতে নেমে ৩.১ ওভারে মাত্র

উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট

১ উইকেট হারিয়ে জয়ের

আমন্ত্রণমূলক মহিলা

ক্রিকেটকে সফল করে

দেওয়া হয়েছে। ক্রিকেট

লক্ষ্যে পৌঁছে যায় জুটমিল।

তোলার জন্য অনেক মেয়েকে

স্রেফ জোর করে মাঠে নামিয়ে

সবেমাত্র শিখতে শুরু করেছে,

এমন মেয়েরা শেখার আগেই

ধরনের আমন্ত্রণমূলক ক্রিকেট

প্রতিযোগিতামূলক আসরে

নেমে পড়েছে। ফলে এই

আদৌ মহিলা ক্রিকেটকে

নতুন দিশা দেখাবে এমন

আশা করছে না বিশেষজ্ঞরা।

হারিয়ে ৫৫ রান করে

এগিয়ে চল সংঘ ২০ ওভারে

সৌজন্যে এমবিবি স্টেডিয়ামে

করলো মৌচৈতি।

ডিসেম্বর ঃ আমন্ত্রণমূলক

সেমিফাইনালের লাইনআপ

ক্লাব। তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ ম্যাচে

২৭-২৫ এব ২৫-২১ পয়েন্টে

হারিয়ে দেয় মানি কিক-কে।

আগামীকাল বিকাল তিনটায়

প্রতিযোগিতায় বৃহস্পতিবার জয়



# ভারতীয় পেসারদের দাপটে

## সেঞ্চুরিয়নে কাঙ্ক্ষিত জয় টিম ইন্ডিয়ার



ভারত: ৩২৭/১০ (রাহুল-১২৩, মায়াঙ্ক-৬০) এবং ১৭৪/১০ (পন্থ ৩৪, রাহুল ২৩) দক্ষিণ আফ্রিকা: ১৯৭/১০ (বাভুমা ৫২, ডি'কক ৩৪) এবং ১৯১/১০ (এলগার ৫২, বাভুমা ৩৫\*)

কেপটাউন. **৩০ ডিসেম্বর**।। বড কোনও অঘটন না ঘটলে দক্ষিণ বুধবারই একপ্রকার স্পষ্টই হয়ে গিয়েছিল। আর খাতায়-কলমে ম্যাচের পঞ্চম দিনে (একদিন বৃষ্টির কারণে নস্ট হয়েছিল) ভারতীয় পেসারদের দাপটে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে জয়ের ইতিহাসই রচনা করল টিম ইভিয়া । বুমরাহ, শামি, সিরাজের আগুনে বোলিংয়ে ক্রিজে টিকতেই পারলেন না প্রোটিয়া ব্যাটাররা। টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে

দক্ষিণ আফ্রিকার একাধিক প্রাক্তনী একশোর বেশি উইকেট ঝুলিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এবার আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজে জয় দিয়েই বিদেশের মাটিতে ভারতই যে শুরু করতে চলেছে ভারত, তা ফেভারিট। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছিল এই প্রোটিয়া শিবির তুলনামূলকভাবে দুর্বল। আনরিখ নখিয়ার না থাকাটা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য বড় ধাকা। কিন্তু তাই বলে ভারতীয় বোলারদের থেকে জয়ের কৃতিত্ব কোনওভাবেই ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে জশপ্রীত বুমরাহ যে জ্বলে উঠবেন তা সবারই জানা ছিল। দেশের বাইরে টেস্টে

ভরে ফেললেন তিনি। ইংল্যান্ড ও অস্টে লিয়ার পর আফ্রিকাতেই সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। সেঞ্চুরিয়নে তিনটি উইকেট তুলে ভারতের জয়কে আরও খানিকটা সহজ করে দেওয়ার কাজটি করেন তারকা পেসার। আর মিডল অর্ডারে ভাঙন ধরান মহম্মদ শামি (৩) ও মহম্মদ সিরাজ (২)। শেষ বেলায় আবার জোডা উইকেট নিয়ে মধরেন সমাপয়েৎ ঘটান অশ্বিন।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ গ্রুপ-সি থেকে প্রথম দল হিসাবে আগেই সুপার সিক্স-এ উঠে গেছে চাম্পামুড়া। বৃহস্পতিবার দশমীঘাটকে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসাবে সুপার সিক্স-এ জায়গা করে নিলো এডিনগর। নিপকো মাঠে এদিন এডিনগর ৯৯ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে দেয় দশমীঘাটকে। ম্যাচ শুরুর আগে দুইটি দলের সামনেই সুপার সিক্স-এ যাওয়ার সযোগ ছিল। যারা জিতবে তারাই উঠবে সূপার সিক্স-এ। এই অবস্থায় জ্বলে উঠলো এডিনগর। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে তারা ৪০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮১ রান করে।দলের

হয়ে মহির্নব লস্কর ৩টি উইকেট তুলে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৮২ রান করতে সক্ষম হয় দশমীঘাট। সর্বোচ্চ ৩৪ রান করে মহির্নব। বিজয়ী দলের হয়ে সোমরাজ দে ৪টি এবং তুষার দেবনাথ ৩টি উইকেট নেয়। এদিকে, নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে দিনের অপর ম্যাচে চাম্পামুড়া ১৮১ রানে প্রগতি-কে হারিয়ে দেয়। গ্রুপ-সি থেকে আগেই চাম্পামুড়া সপার সিক্স-এ উঠে গেছে। ফলে তাদের কাছে এদিনের ম্যাচটি ছিল শীর্ষস্থানে থাকার লড়াই। অন্যদিকে, প্রগতি-র কাছে স্রেফ নিয়মরক্ষার ম্যাচ। নিয়মরক্ষার ম্যাচেও তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে আদিত্য দে ৮১ এবং বিপ্রদীপ হলো। ব্যাটিং-বোলিং উভয় রুদ্রপাল ৫৫ রান করে। দশমীঘাটের বিভাগে একচ্ছত্র দাপট দেখালো

নেমে ৪০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৫১ রান করে চাম্পামুড়া। এই বছর অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে শতরানের বন্যা বইয়ে দিয়েছে চাম্পামুড়া। এদিনও তাদের হয়ে শতরান করলো বিশাল শীল। ৯৬ বলে ১৩টি বাউন্ডারি এবং ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১০৩ রান করে বিশাল। অপরদিকে, টানা দুইটি ম্যাচে শতরান করা অর্কজিৎ সাহা এদিন ৯৮ রানে অপরাজিত থাকে। বিশাল রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে প্রগতি-র ব্যাটসম্যানরা ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের সম্মখীন হয়। ২৬.৫ ওভারে মাত্র ৭০ রানে গুটিয়ে যায় ইনিংস। বিজয়ী দলের ●এরপর দুইয়ের পাতায়

## ফের ব্যর্থ কোহলি, আরও একটা বছর সেঞ্চুরিইীন

**কেপটাউন, ৩০ ডিসেম্বরঃ** আরও হলেন কোহলি। প্রথম ইনিংসে শততম টেস্ট ম্যাচ খেলতে একটা বছর সেঞ্চুরিহীন হয়েই করেছিলেন ৩৫। আর দ্বিতীয় কাটাতে হল বিরাট কোহলিকে। ইনিংসে আউট হলেন ১৮ রানে। সময়টা একদমই ভালো যাচ্ছে না দুইটি বছর কেটে গেলেও কোহলির ভারতের টেস্ট অধিনায়কের। ব্যাটে কোনও সেঞ্চুরি নেই। টানা ২০১৯ সালে ইডেন গার্ডনে ৬০ ইনিংসে কোনও শতরান দিন-রাতের টেস্টের পর আর আসেনি তার ব্যাট থেকে। কোনও ফরম্যাটেই সেঞ্চুরি পাননি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একসময় বিরাট। চলতি দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট সিরিজেও ব্যর্থ কোহলি।

সেঞ্চু রিয়ানে টেস্টের দ্বিতীয় ব্যর্থ হচ্ছেন, তাতে বিরাটের ইনিংসে মার্কো জেনসেনের বলে ভবিষ্যতনিয়ে প্রশ্নচিহ্ন ক্রমশ ব্যক্তিগত ১৮ রানে আউট হন জোরালো হচ্ছে। কোহলি।অফস্টাম্পের বাইরের বল টেস্ট ক্যারিয়ারের ৯৮টা ম্যাচ যেন তার কাছে আতঙ্কের হয়ে খেলে ফেলেছেন কোহলি। চলতি দাঁড়িয়েছে। প্রথম ইনিংসে লুঙ্গি এনগিডি যেভাবে আউট করবেন বিরাট। ১১ জানুয়ারি করেছেলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে কেপটাউনে সিরিজের তৃতীয়

বাড়ির পলেস্তারা যেভাবে খসে

পড়ে সেভাবে রাজ্যের ক্রীড়া

জগৎ-কে দেখানো স্বপ্নগুলি

ক্রমশঃ খসে পড়ছে। বাম আমলে

কিছু হয়নি। শুধু রাজনীতি হয়েছে।

এবার আমরা ক্রীড়াক্ষেত্রকে

উন্নয়নের বন্যায় প্লাবিত করে দেবে।

২০১৮-র মার্চে ক্ষমতায় আসার পর

এসব স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন

নেতা-মন্ত্রীরা। বাস্তবে দেখা গেলো

সেই সব স্বপ্ন আসলে আলেয়ার

আলো। সামনে গেলেই ভ্যানিশ

হয়ে যায়। শুধু ভাষণ দিয়ে খেলার

উন্নয়ন হয় না।এই ন্যুনতম ধারণাও

যাদের নেই তাদের হাতে ক্রীডা

জগৎ ধ্বংস হবে এই আর নতুন কথা

কিং সম্প্রতি ক্রীড়া দফতরের

গাফিলতিতে একটি দুর্দান্ত সুযোগ

হাতছাডা হলো রাজ্যের। অবশ্য

গাফিলতি নাকি অপদার্থতা সেটাই

বা কে বলবে। খেলো ইন্ডিয়া স্ক্রিমে

গোটা দেশে প্রতি চার বছরের জন্য

রানমেশিন বলা হতো কোহলিকে। কিন্তু টানা ২ বছর ধরে যেভাবে তিনি

সিরিজেই নিজের শততম টেস্ট পূর্ণ অনেকটা সে ভাবেই ক্যাচ আউট টেস্টেই নিজের ক্যারিয়ারের

প্র**তিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি,** তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খেলোয়াড দের সামনে একটা

করে অর্থাৎ মোট ২৪টি সেন্টার

গড়ে তোলার সুযোগ পেয়েছিল।

প্রতি চার বছর পর পর অলিম্পিকের

কথা মাথায় রেখে নতুন প্রতিভা

খুঁজে আনার লক্ষ্যে এই সেন্টারগুলি

গডে তোলা হয়েছে। প্ৰতিটি

সেন্টারের জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকা

বরাদ্দ হয়েছে। দুইদিন আগে এই

১০০০টি সেন্টারের তালিকা

প্রকাশিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক

বিষয় হলো, এই তালিকায় ত্রিপুরার

একটি সেন্টারের নামও নেই। জেলা

অফিসগুলি অনেক পরিশ্রম করে

সমস্ত রিপোর্ট তৈরি করে প্রধান

কার্যালয়ে পাঠিয়েছিল। এটাই ছিল

পদ্ধতি। জেলা অফিসগুলি রিপোর্ট

পাঠাবে প্রধান কার্যালয়ে। এরপর

বাকিটা ছিল প্রধান কার্যালয়ের

কাজ। এরপর কি হলো সেটা আর

কেউ জানে না। শুধু জানা গেলো

এটাই যে, ত্রিপুরার একটি সেন্টারও

এই খেলো ইন্ডিয়ার প্রকল্পে যুক্ত

আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ পুরোনো ত্রিপুরাও প্রতি জেলার জন্য তিনটি

দফতরের গাফিলতিতে বিশাল সুযোগ হাতছাড়

নামবেন বিরাট কোহলি। কিন্তু তার সাম্প্রতিক ফর্ম ক্রমশ চিন্তা বাড়াচ্ছে।



বিশাল সুযোগ এসেছিল। জেলাগুলি কোচ নিয়োগ প্রক্রিয়াও সম্পন্ন করে রেখেছিল। অন্যান্য রাজ্যগুলিতে সেন্টারের কাজ আরও আগেই শুরু হয়ে গেছে। অথচ ত্রিপুরার একট সেন্টারও তালিকাভুক্ত হয়নি। এমনিতেই রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সামনে সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত কম। আগে তবু নিয়ম করে রাজ্য আসর অনুষ্ঠিত হতো কিংবা জাতীয় আসরে রাজ্য সংস্থাগুলি দল পাঠাতো। কিন্তু ক্রীড়া আইনের খপ্পরে পড়ার পর সব কিছুই এখন শেষ। এই অবস্থায় খেলো ইন্ডিয়ার এই কোচিং প্রকল্প রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াডদের নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। তবে শুরুতে সেই স্বপ্ন নম্ভ হয়ে গেলো। আমরা বরাবর বলে আসছি যে, ক্রীডা দফতর গত কয়েক বছর ধরে একটি ঘুঘু-র বাসায় পরিণত হয়েছে। যাদের কর্মসংস্কৃতি হলো---কথা বেশি কাজ কম।

দফতরের কর্মসংস্কৃতি একেবারে লাটে উঠেছিল। বৰ্তমান অধিকৰ্তা কিছুটা চেষ্টা করছেন বটে, কিন্তু যাদের নিয়ে তাকে চলতে হয় তারা তো আর কাজ করতে আসে না। শুধু ধান্দাবাজি। এই ধান্দাবাজদের কারণেই এরকম একটি বড় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো ত্রিপুরা। ২০২৪-র প্যারিস অলিম্পিকের পর হয়তো আবার চার বছরের জন্য এরকম সেন্টার চালু হবে। কিন্তু বর্তমানে ত্রিপুরার ক্রীড়াবিদদের যে ক্ষতি হলো তার দায়ভার কে নেবে ? দফতরের উপ-অধিকর্তা বা সহ-অধিকর্তারা বহাল তবিয়তে চাকুরি করছেন। বিশাল অঙ্কের বেতন নিচ্ছেন। অথচ কর্মসংস্কৃতির অভাবে ভুগছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দিল্লির কেন্দ্রীয় মন্ত্রকে নির্দিষ্ট সময়ে যারা পাঠাতে পারেন না তারাই আজ রাজ্যের খেলাধুলার উন্নয়নের ধারক ও বাহক। এরপরও হয়তো নেতা-মন্ত্রীরা স্বপ্ন ফেরি করে

বেডাবেন। যদিও স্বপ্নের অপমৃত্যু

তাদের ইনিংস। জিনিয়াস-র হয়ে অংশুমান সরকার, জয়দীপ দত্ত ৩টি করে এবং দীপ্তনু সোম, আয়ুষ নাথ ২টি করে উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিনিয়াস ৬.৪ ওভারে কোন উইকেট না হারিয়ে জয় তুলে নেয়। অংশুমান সরকার ১৪ রানে অপরাজিত থাকে। ব্যাট এবং বোলিং-এ নৈপুণ্য দেখানোর জন্য ম্যাচের সেরা

# বীরেন্দ্র ক্লাব-২, ত্রিপুরা পুলিশ-১

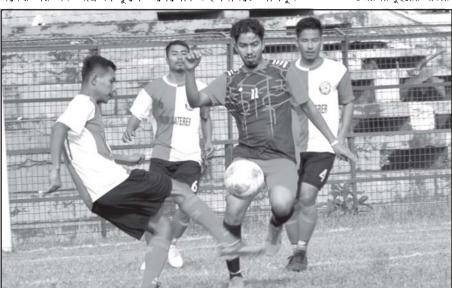
## পুলিশকে হারিয়ে সেমি-তে বীরেন্দ্র ক্লাব

আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ কয়েক বছর আগেও সিনিয়র ফুটবলে ত্রিপুরা পুলিশ ছিল একটি সমীহ জাগানো শক্তি। তাদের ভয় পেতো ভিনরাজ্য এবং বিদেশি ফুটবলার সমৃদ্ধ সবকয়টি দল। সেই পুলিশ আজ অতীতের ছায়া মাত্র। গত ৯-১০ বছর ধরে ফুটবলার নিয়োগ হয়ন। বলা যায়, বর্তমান দলটি একটা বৃদ্ধাশ্রম। গতি মন্থরতায় ভুগছে। যদিও গুণগত মানের বিচার করলে পুলিশের অনেক ফুটবলার এখনও অন্যদের চেয়ে এগিয়ে। কিন্তু বৰ্তমান আধুনিক ফুটবলে গতি একটা বড় ফ্যাক্টর। বৃহস্পতিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সেটাই স্পষ্ট হলো। বীরেন্দ্র ক্লাব ২-১ গোলে পুলিশকে হারিয়ে রাখাল শিল্ডের সেমিফাইনালে পৌছে গেলো। ফলাফল দেখে এটা মনে হতে পারে যে, ম্যাচে বেশ লড়াই হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে ঘটলো তার উল্টোটাই। বীরেন্দ্র ক্লাবের কমবয়সি ফুটবলাররা আগাগোড়া নাস্তানাবুদ করলো পুলিশ বাহিনীকে।অসংখ্য সুযোগ পেলেও দুইটির বেশি গোল করতে পারেনি বীরেন্দ্র ক্লাব। প্রাপ্ত সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে অন্তত হাফ ডজন গোল করতে পারতো তারা। এই

বিষয়টা কিন্তু পরবর্তী ম্যাচণ্ডলিতে আনে বীরেন্দ্র ক্লাব। অমিত দেববর্মা চিন্তার বিষয় হতে পারে। শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজেদের দখলে নেয় বীরেন্দ্র ক্লাব। ১৩ মিনিটেই তারা গোল করে এগিয়ে যায়। সুয়াম হুইপান হালাম-র কাছ থেকে বল পেয়ে চমৎকার শটে বীরেন্দ্র ক্লাবকে এগিয়ে দেয় অসম-র ফুটবলার পুনুনু নিয়নু। গোলটি পেয়ে দলটির আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যায়। এরপর পুলিশের ডিফেন্সের দুর্বলতার সুযোগে একের পর এক আক্রমণ তুলে

এবং মণিভাম দেববর্মা দই স্টপার পুরোপুরি ব্যর্থ। বীরেন্দ্র ক্লাবের একের পর এক আক্রমণের সময় দুই স্টপারকেই দেখা গেলো একই লাইনে চলে এসেছে। অনুপ এমএল ছুটিতে আছে। ফলে তাকে এদিন পায়নি পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে একা অনুপ-ই পুলিশের ডিফেন্সকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। তার অভাবে পুলিশের ডিফেন্স কতটা নড়বড়ে সেটা এদিন বেশ ভালোভাবে বোঝা গেলো। ৩২ মিনিটে লালনুন

সরকার বীরেন্দ্র ক্লাবের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে। প্রণব-র পায়ে যখন বলটি এলো তখন পলিশের দই স্টপার ধারে-কাছেও নেই। গোটা ম্যাচে অসংখ্যবার এরকম ভুল করলো পলিশ বাহিনী। ম্যাচের ৪১ মিনিটে আরও একবার গোলের সুযোগ পেয়েছিল বীরেন্দ্র ক্লাব। তবে লালনুন ডার্লং-র হেড অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। প্রথমার্ধে ২-০ গোলে এগিয়ে থাকা বীরেন্দ্র ●এরপর দুইয়ের পাতায়



## জাতীয় ক্রিকেটে ব্যর্থ যখন ত্রিপুরা

## টিসিএ-র ৪০ লাখি, ২৪ লাখি কোচ স্কিমে আমদানি—প্রশ্ন জনমনে

ইনিংসে হার। যার মধ্যে দুইটি মাচ

আড়াইদিনেই শেষ। অপর একটি

ম্যাচে ৯ উইকেটে হার। শুধু বিহার

ম্যাচে কোনভাবে ৮ রানে জয়।

রাজ্যের যে সমস্ত কোচ আছেন

তাদের কারও নাকি ২৪ লাখি এই

কোচের মতো এমন জঘন্য

পারফরম্যান্স নেই। যদিও রাজ্যের

একজন কোচ সিনিয়র দলের

কোচিং করে ছয় লক্ষ টাকা পাবেন

জেনে টিসিএ-র বর্তমান কমিটি তার

টাকা আটকে দেয়। পরে উচ্চ

আদালতের নির্দেশে তাকে টাকা

দিতে হয়। একজন সিনিয়র দলের

কোচ যিনি ত্রিপুরার নামি প্রাক্তন

রঞ্জি ক্রিকেটার যাতে ৬ লক্ষ টাকার

জন্য আদালতে মামলা করতে হয়

তখন ভিনরাজ্যের একজন কোচ

জুনিয়র দলের জন্য পান ২৪ লক্ষ

টাকা। শোনা যাচ্ছে, সিনিয়র দলের

ভিনরাজ্যের কোচ নাকি পাবেন ৪০

লক্ষ টাকা এবং সাথে অন্যান্য

সুযোগ-সুবিধা। তবে ক্রিকেট

মহলের আশঙ্কা, রাজ্যের সফল

কোচদের বাদ দিয়ে কাউকে ৪০

আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ঃ চারদিনের ক্রিকেটে ৩টি ম্যাচে নিন্দুকেরা বলেন, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির কল্যাণে (!) গৌতম সোম (জুনিয়র) জীবনে কোচিং করে যে টাকা পাননি এবার এক সিজনেই নাকি তার চেয়ে বেশি টাকা পাচ্ছেন। বেসরকারিভাবে খবর হলো, গৌতম সোম (জুনিয়র) নাকি টিসিএ থেকে এই বছর শুধুমাত্র বেতন হিসাবেই পাবেন ২৪ লক্ষ টাকা। দলের সঙ্গে বাইরে গেলে দৈনিক ডিএ এবং আগরতলায় থাকা বিন্যামূল্যে। এছাড়া কয়েকবার কলকাতা ভ্রমণ। প্রাথমিকভাবে ধারণা যে, এক গৌতম সোম-র (জনিয়র) নামে টিসিএ থেকে এক সিজনে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এখন পর্যন্ত জাতীয় ক্রিকেটে গৌতম সোম-র (জুনিয়র) কোচিং-এ টিসিএ-র জুনিয়র রাজ্য দলের সাফল্য কি? একদিনের ক্রিকেটে ৫ ম্যাচের মধ্যে ৪টি হার.

#### অনৃধৰ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয়ী জিনিয়াস সিসিসি

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. ধর্মনগর, ৩০ ডিসেম্বর ঃ ধর্মনগর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুধর্ব ১৪ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার সহজ জয় পেলো জিনিয়াস সিসিসি। বিবিআই মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ১০ উইকেটে হারালো ধর্মনগর সিসিসি-কে (বি)। টসে জিতে ধর্মনগর সিসিসি প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে ১৪



চড়েন সেখানে তিনি সহ-সভাপতি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত। লাখ টাকা তো কাউকে ২৪ লাখ টাকা দিয়ে কোচ করে আনার পেছনে টিসিএ-র নিশ্চয় অন্য কোন কারণ আছে। জুনিয়র দলের যে কোচকে ২৪ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য সুবিধা দিয়ে আনা হলো তিনি ত্রিপুরাকে কি বা কতটা সাফল্য এনে দিলেন ? অনেকের তো ধারণা যে, ভিনরাজ্যের কোচ এনে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া আসলে একটা স্ক্রিম হতে পারে। রাজ্যের কোচ হলে স্কিমে সমস্যা হতে পারে। এই প্রশ্ন উঠছে এই কারণে যে, যিনি ৪০ লক্ষ টাকা দামের কোচ তিনি নাকি অতীতে ৫ লক্ষ টাকায় ত্রিপরায় এসেছিলেন। তেমনি ভিনরাজ্যে যার দর নাকি ৩-৪ লক্ষ টাকা তিনি নাকি এখানে ২৪ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন। আর ২৪ লক্ষ বা ৪০ লক্ষ টাকা দামের কোচদের সাফল্য বা পারফরম্যান্স তো চোখের সামনে। তাই ক্রিকেট মহলের অভিযোগগুলি কিন্তু মানুষের মনে সাড়া জাগাচ্ছে। তাদের মনে হচ্ছে, এই ২৪ লক্ষ বা ৪০ লক্ষ টাকায় কোচ আনা আসলেই হয়তো বড় কোন স্কিমের ফসল।

#### উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার গড়ে তোলার

তোড়জোড়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ **ডিসেম্বর ঃ** সদর এবং খুমুলুঙ-র পর উদয়পুরে একটি জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হয়েছে। গোমতী জেলার ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর এবং জিলা পরিষদ এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। জিলা পরিষদের প্রত্যক্ষ সমর্থনে এই উদ্যোগ কার্যকর করার চেষ্টা শুরু করেছে জেলার ক্রীড়া দফতর। গত ১৬ ডিসেম্বর পদ্মশ্রীপ্রাপক জিমন্যাস্ট এবং দ্রোণাচার্য প্রাপক কোচ বিশ্বেশ্বর নন্দী উদয়পুরে বিভিন্ন সেন্টার পরিদর্শন করেছেন। কেবিআই স্কুলের জিমন্যাসিয়াম হলটি তাদের পছন্দ হয়েছে বলে জানা গেছে। আপাতত এই সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। সবকিছু ঠিক থাকলে কয়েক মাসের মধ্যেই উদয়পুরের জিমন্যাস্টিক্স প্রেমীদের স্বপ্নপুরণ হবে।

## টিসিএ-তে গুরুত্বহীন সহ-সভাপতি সামাজিক মাধ্যমে তাই হতাশা ?

প্রতিবাদী কলম ক্রীডা প্রতিনিধি. হয়ে গাড়ি চেয়েও এখন পর্যন্ত **আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর**ঃ পাননি।স্বাভাবিকভাবেই টিসিএ-র সভাপতির বাডি শহরের প্রাণকেন্দ্রে। তারপরও প্রতি মাসে শুধুমাত্র তার গাড়ি ভাড়া বাবদ টিসিএ-র প্রায় ৭০-৭৫ হাজার টাকা খরচ। যুগ্মসচিবের বাড়িও শহরের কাছেই। তারপরও প্রতি মাসে যুগ্মসচিবের শুধুমাত্র গাড়ি ভাড়া বাবদ টিসিএ-র খরচ প্রায় ৭০-৭৫ হাজার টাকা। কিন্তু সহ-সভাপতি থাকেন মোহনপুর কেন্দ্রে। তার আগরতলায় আসতে হলে গাড়ির প্রয়োজন। সভাপতি ও যুগ্মসচিবের মতো তিনিও টিসিএ-র পাঁচজন অফিস বেয়ারারদের মধ্যে একজন। তাই তিনিও চাইছিলেন যে, সভাপতি ও যুগ্মসচিবের মতো তাকে টিসিএ থেকে যেন গাড়ি দেওয়া হয়। যাতে করে তিনি টিসিএ-র কাজে (সভাপতি ও যুগ্মসচিবের মতো) টিসিএ-র গাড়িতে আগরতলায় আসা-যাওয়া করতে পারেন। বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য তিনি সভাপতিকে চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু জানা গেছে, সভাপতি নাকি এখনও সহ-সভাপতির আবেদনপত্রে অনুমোদন দেননি। ফলে যেখানে যুগ্মসচিব পর্যন্ত টিসিএ-র গাডি

শাসক দলের প্রভাবশালী নেতা সাহা-র ভূমিকায় হতাশ হতেই পারেন। টিসিএ-র সহ-সভাপতির হতাশাজনক মন্তব্য সামনে আসার পর টিসিএ-তে তার গাড়ি চেয়ে এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ার ঘটনাকেও কিন্তু ক্রিকেট মহল গুরুত্ব দিচ্ছে। টিসিএ-র একজন সদস্য বলেন, সভাপতি এবং যুগাসচিব যদি আগরতলায় থেকেও প্রতি মাসে শুধুমাত্র গাড়ি ভাড়া বাবদ টিসিএ-র ৭০-৭৫ হাজার টাকা করে খরচ করেন তাহলে মোহনপুরে থেকে সহ-সভাপতিও তো গাড়ি চাইতে পারেন। টিসিএ-র সভাপতি এখনও তার আবেদনে সাড়া না দেওয়ার ফলে হতাশ হতেই পারেন সহ-সভাপতি। খবরে প্রকাশ, কামালঘাট খেলার মাঠটি সংস্কার জন্য টিসিএ-র সহ-সভাপতির কাছে কামালঘাট স্পোর্টিং ক্লাবের আবেদন ছিল। সহ-সভাপতি বিষয়টি টিসিএ-তে বিবেচনার জন্য পাঠান। তিনি হয়তো নিশ্চিত ছিলেন যে, একজন সহ-সভাপতি হিসাবে তার এই

টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি সহ-সভাপতি তথা মোহনপুরের কামালঘাট মাঠ সংস্কারে এক টাকাও খরচ করতে নারাজ। এই ঘটনা জয়লাল দাস সভাপতি মানিক সামনে আসতেই কামালঘাট এলাকায় টিসিএ-র সহ-সভাপতির ক্ষমতা সম্পর্কে মানুষ হতাশ। সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন এখানেও অভিযোগ যে, টিসিএ-র সভাপতি ও যুগ্মসচিব নাকি টিসিএ-র সহ-সভাপতির অনুরোধকে গুরুত্ব দেয়নি। এখানেও হয়তো হতাশ সহ-সভাপতি। সহ-সভাপতি নাকি চেয়েছিলেন যে, ৫ হাজার টাকা মাসিক ভাতায় রাজ্যে ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ করতে। এর জন্য টিসিএ-র কমিটির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। জীবনে ক্রিকেট না খেললেও টিসিএ-র সহ-সভাপতি হিসাবে নাকি তিনি ক্রিকেট স্পটার হিসাবে যারা আবেদন করেছিলেন তাদের ইন্টারভিউও নেন। সহ-সভাপতি নাকি একটা তালিকাও তৈরি করেছিলেন। কিন্তু ৫০০০ টাকার বেতনের ১১০০ ক্রিকেট স্পটার নিয়োগ নাকি আটকে আছে। হয়তো এই ঘটনায় রীতিমত হতাশ সহ-সভাপতি। ক্রিকেট মহলের দাবি, একজন সহ-সভাপতি হিসাবে নাকি টিসিএ-তে কোন দায়িত্ব বা গুরুত্ব কিছুই পাচ্ছেন না জয়লাল দাস। তার জন্যই তিনি এত হতাশ।

অনরোধ টিসিএ রক্ষা করবে। কিন্তু

১০০০টি কোচিং সেন্টার গড়ে হয়নি। রাজ্যের প্রতিভাবান পূর্বতন দুই অধিকর্তার আমলে অনেক আগেই হয়ে গিয়েছে। নির্বাচিত করা হয় অংশুমান-কে। 

#### মৃত ব্যক্তির নামে চুরির গাড়ি রেজিস্ট্রেশন 🛓 নিখোঁজ নাবালিকা यान अञ्चारम मृजू घिरत त्र तर्भक्ष উদ্ধার জিবি-তে প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।।

আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর।। যান দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্র তৈরি হয়েছে আগরতলা-মোহনপুর সড়কের লেম্বুছড়ায়।ট্রিপার গাড়ির ধাক্কায় ফিশারি কলেজের এক কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘিরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে স্থানীয়দের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতিদাঙ্গা লাগানোরও ষড়যন্ত্র হয়। ভাঙচুর করা হয় কয়েকটি গাড়ি। ইট-পাটকেলের ঢিল খেয়ে জখম হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ্বর রেডিড সহ আরও কয়েকজন পুলিশ এবং টিএসআর কর্মী। আহত পুলিশ অফিসারকে জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসা করাতে হয়। বৃহস্পতিবার রাতে লেমুছড়া চৌমুহনি এলাকায় বন্ধ হয়ে যায় আগরতলা-মোহনপুর সড়কের যান চলাচল। রাতভর চলে উত্তেজনা। ঘটনাস্থলে নামানো হয় বিশাল পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী। যান দুর্ঘটনায় নিহত ফিজিওথেরাপিস্টের নাম গোবিন্দ দেববর্মা (৪২)। তার বাড়ি জিরানিয়ার খতামারা এলাকায়। তিনি লেম্বুছড়া মৎস্য কলেজে ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার স্ত্রী ক্যান্সার হাসপাতালের নার্স। জানা গেছে,

একজনের

এক্সরে রিপোর্ট

অন্যজনকে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,

**আমবাসা, ৩০ ডিসেম্বর।।** রাজ্যের

মডেল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ফের প্রশ্নের

মুখে। সরকারি হাসপাতালগুলিতে

প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক এমন

কিছু ঘটনা ঘটছে যেগুলোর কারণে

দফতরকে বার বার প্রশ্নের মুখে

পড়তে হচ্ছে। বৃহস্পতিবার

কুলাইস্থিত ধলাই জেলা

হাসপাতালের আরও একটি ঘটনা

সামনে আসার পর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সেখানে একজন

মহিলাকে অপরজনের একারে

রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হয় বলে

অভিযোগ। রত্না চক্রবর্তী নামে ওই

মহিলাকে দেওয়া হয় তুলসি রানি

দাসের রিপোর্ট। তবে রত্নাদেবী

প্রথমে বিষয়টি বুঝতে পারেননি।

am Mousumi Malla

Barman D/O Lt. Rabi Malla Barman & Sima

Barman. In my School

Certificate, Marksheet.

Admit, Voter Card, Bank

Passport Spelling has

been recorded as

"MOUSUMI MALLA

BARMAN" and in my

PRTC, SC Aadhaar, Pan

Card, Birth Certificate

recorded as "MOUSHUMI

MALLA BARMAN". But

"MOUSHUMI MALLA

BARMAN" is one and

DR. RAFIQUL ISLAM

Retd. Hom. Physician

Loknath Homeo Hall

Gangail Road, (Near

Ram Thakur Sangha)

Time: 2 P.M. - 6 P.M.

Resi : Near Western Club

been

MALLA

Spelling has

"MOUSUMI

same person.

BARMAN"

এরপর দুইয়ের পাতায়

## জখম আইপিএস রেডিড



বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা টিআর০১ডব্লিউ৯৩২১ নম্বরের স্কুটি নিয়ে লেম্বুছড়া বাজারে গিয়েছিলেন। তিনি মৎস্য কলেজের কোয়ার্টারে থাকতেন। বাজার সেরে ফেরার পথে তার স্কৃটির পেছনে একটি ট্রিপার গাডি ধাক্কা দেয়। স্কৃটি থেকে ছিটকে পডে যান গোবিন্দ। তার মাথা পিষে দেয় ট্রিপারের চাকা। ঘটনাস্থলে মারা যান গোবিন্দ। স্থানীয়রা সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনায় পুলিশ এবং মোহনপুর দমকল

অভিযোগ, মোহনপুর থেকে দমকলের গাড়ি আসেনি। পরে এনসিসি থেকে দমকলের একটি গাড়ি এসে গোবিন্দ'র দেহটি তুলে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ট্রিপার গাড়িটি। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, ঘটনার প্রায় ১ ঘণ্টা পর আসে দমকলের গাডি। পুলিশও অনেক পরে এসেছে। রাস্তায় ছটফট করতে করতে মারা যান গোবিন্দ। খুনি গাডি আটক করার দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন

থেকে আসা সব গাড়ি আটক করতে শুরু করে দেয়। আরও কয়েকটি ট্রিপার গাড়ি তারা আটক করে। গাড়িগুলোতে ভাঙচুর চালানো শুরু হয়। তাদের দাবি, খুনি ট্রিপার গাড়ি চালককে এখনই তাদের সামনে আনতে হবে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় লেম্বুছড়া ফাঁড়ি এবং লেফুঙ্গা থানার পুলিশ। রাত ৮টার পর উত্তেজনা আরও বাড়ে। জাতিদাঙ্গা লাগার পরিস্থিতি তৈরি হয়।খবর পেয়ে ছুটে যান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রেডিড। জনজাতি অংশের বিক্ষুব্ধ কিছু লোক মিলে পুলিশ, টিএসআর এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের উপর লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করে। একটি ঢিল গিয়ে লাগে আইপিএস রেডিডর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) জিবিপি হাসপাতালে ছুটে যান রেড্ডিকে দেখার জন্য। প্রাথমিক চিকিৎসার পর এই আইপিএস অফিসারকে হাসপাতাল থেকে ছেডে দেওয়া হয়। এদিকে গভীর রাত পর্যস্ত লেম্বুছড়া দিয়ে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে

লোক মিলে কামালঘাটের দিক

নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার জিবিপি হাসপাতালে। হাসপাতাল চত্বরে সন্দেহজনক অবস্থায় নিখোঁজ নাবালিকাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষীরা আটক করে। পরে এক যুবক-সহ তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় জিবিপি হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জানা গেছে, আড়ালিয়া এলাকা থেকে গত ১৯ ডিসেম্বর নিখোঁজ হয়ে যায় ১৬ বছরের এক নাবালিকা। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এনিয়ে পূর্ব মহিলা থানায় একটি জিডি এন্ট্রিও হয়। বৃহস্পতিবার এক নাবালিকা এবং যুবককে হাসপাতালের ভেতর সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তাদের আটক করে জিবি ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে। তার সঙ্গে আটক করা হয় অভিযুক্ত যুবক ফারুককে। পরে তাদের পূর্ব মহিলা থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

## অপদার্থ পরিবহণ **দফতর**

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। পরিবহণ দফতরে চলছে ঘুঘুর বাসা। সহজেই চুরির গাড়ি বিক্রি করে নতুন করে রেজিস্ট্রেশনও পাওয়া যায় এই রাজ্যে। পরিবহণ দফতরে এমভিআই-সহ অন্য কর্মীরা চুরির গাডি বিক্রি করতে সাহায্য করে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বৃহস্পতিবার চুরির একটি গাড়ি উদ্ধার ঘিরে এই ধরনের অভিযোগ সামনে এসেছে। শহরে চুরির গাড়িটি আটক করে তদন্ত শুরু করেছে পূর্ব থানার পুলিশ। জানা গেছে, চন্দ্রপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি স্করপিউ গাড়ি চুরি করা হয়েছিল। মাত্র তিন মাসে একটি গাড়ির মালিকানা পাঁচবার বদল হয়েছে। সবগুলিরই রেকর্ড রয়েছে



পরিবহণ দফতরে চুরির গাড়ি রেজিস্ট্রেশন পাইয়ে দেওয়ার চক্র কাজ করছে। শহরে এমনিতেই বেআইনিভাবে বাইক এবং গাড়ির রেজিস্ট্রেশন পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সম্প্রতি এই ধরনের গাড়ি এবং বাইক পুলিশ আটকও করেছে। এক দালালকেও গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত পরিবহণ দফতরের কোনও কর্মীকেই পুলিশ গ্রেফতার করেনি। এমনকী প্রতারণা এবং চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বাকীদের

দিয়েছে। এলাকার কয়েকজনের

দাবি বিশালদের পরিবারকে আর

এলাকায় ঢুকতে দেওয়া হবে না।

তাদের কারণে অনেক যুবক নেশায়

আসক্ত হয়েছে। এই ধরনের

পরিবার এলাকায় থাকতে দেওয়া

হবে না। মূলতঃ এই কারণেই

ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

আবারও চুরির গাড়ি উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, সীতারাম সাহানির টিআর-০১-এএন-০৬৫৮ নম্বরের স্করপিউ গাডিটি বিক্রি করবেন বলে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট দিয়েছিলেন। এই পোস্ট দেখেই একজন গাড়িটি দেখতে চন্দ্রপুর স্ট্যান্ডে গিয়েছিলেন। গাড়িটি চালিয়ে দেখতে চেয়ে ওই যুবক আর ফিরে আসেননি। গাড়িটিও সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেছে। এই ঘটনায় এরপর দুইয়ের পাতায়

### মাথা ফাটানো হলো ১০৩২৩

## শিক্ষকের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। আবারও আক্রান্ত চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক। মারধর করে চাকরিচ্যুত এক শিক্ষকের মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় এই শিক্ষকের চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। ঘটনাটি হয়েছে বিলোনিয়া মহকুমার ডিমাতলী বাজারে। এই বাজারেই আক্রান্ত হয়েছেন চাকরিচ্যুত শিক্ষক বিধান ত্রিপুরা। বাজারের ব্যবসায়ীরাই তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান। চাকরি

এরপর দুইয়ের পাতায়

#### বিক্ৰয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ, চিপস্ বিক্রয় হয়।

#### শিবশক্তি কেরিং সেন্টার 8413987741

9051811933 |**বিঃ দ্রঃ**- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়

# খুনির বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলো জনতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি আগরতলা, ৩০ ডিসেম্বর ।। দুর্গা চৌমুহনিতে বিজয় দাস হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। অভিযুক্ত বিশাল ঋষিদাসের বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো এলাকার বিক্ষুব্ধ কিছু লোকজন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বিজয় হত্যাকাণ্ড নিয়ে চলে উত্তেজনা। মূলত অভিযুক্ত বিশাল ঋষিদাস এখনও গুরুতর আহত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, বিশালের পরিবার ১৫ বছর ধরে দুর্গা চৌমুহনিতে থাকছেন। এই পরিবারটি এলাকায় নেশা দ্রব্য বিক্রি করে। তাদের এই নেশা ব্যবসা বন্ধ করতে বহুবার বলা হয়েছিল। কিন্তু তারা এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে। শেষ পর্যন্ত বিজয় দাসকে ছুরি মেরে হত্যা করেছে বিশাল। বুধবার রাতে দুর্গা চৌমুহনি বাজারে হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যেই কথা কাটাকাটি হয়েছিল বিজয় এবং বিশালের। দু'জনেই দুর্গা চৌমুহনি বাজারেই মারপিট করতে থাকে। এমন সময় বিশাল একটি ছুরি নিয়ে বিজয়ের পেটে ঢুকিয়ে দেয়। আশপাশের লোকজন বিশালের উপর ঝাপটে

বিশাল এবং বিজয় দু'জনকেই জিবিপি হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান বিজয়। হাসপাতাল চত্বরেই বিশালকে আবারও মারতে যান ক্ষুব্ধ জনতা। কোনওভাবে চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য কর্মীরা অন্য একটি ঘরে নিয়ে বিশালের চিকিৎসা শুরু করে। এদিকে এই ঘটনায় বিশালের কাছে কোথায়









মৃত্যু ঃ ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৬ইং ''হৃদয়ের অতলান্তে তোমার স্মৃতির রেখা রয়ে যাবে উজ্জল অক্ষয়"

<mark>হে কর্মবীর আজকের মত এমনি দিনে আমাদের ছেড়ে চলে গেছ</mark> অমৃতধামে। আজ তোমার ৪৫তম মৃত্যুবার্ষিকী। তোমার পরমাত্মা চিরশান্তি লাভ করুক। বিশ্বজিৎ সাহা (নাতি)

'মহিম মদন' মেলারমাঠ কালীবাড়ির বি<mark>পরীতে,</mark> আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ) মোবাইলঃ ৯৪৩৬১২০৯৮৭

#### সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

অত্র সমিতি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ কর্তৃক গৃহীত বিগত ০৬/১২/২০২১ইং তারিখের সিদ্ধান্ত মূলে এত দ্বারা আগরতলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল সভ্য ও সভ্যাগণকে অবগত করা যাইতেছে যে, আগামী ২০/০১/২০২২ ইং তারিখে রোজ বৃহস্পতিবার পূর্বাহ্ন ১০ (দশ) ঘটিকায় সমিতির অফিস ঘরে সমিতির এক সাধারণ সভা আহ্বান করা হইয়াছে উক্ত সভায় যথা সময়ে উপস্থিত হইয়া সভার কার্য্য সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প্রত্যেক সভ্য ও সভ্যাগণকে বিশেষ অনুরোধ করা যাইতেছে। সভার আলোচ্যসূচি সমিতির অফিস বোর্ডে দেওয়া আছে।

তারিখ ঃ ১৮/১২/২১

অনুমত্যানুসারে পিন্টু রঞ্জন দাস

#### স্থানীয়রা। জনজাতি অংশের কিছু অফিসে খবর দেন। স্থানীয়দের এরপর দইয়ের পাতায় বাইখোড়ায় মোহন্ত মহারাজ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বাইখোড়া, ৩০ ডিসেম্বর।। কৈবল্যধামের সপ্তম মোহন্ত মহারাজ কালীপদ ভট্টাচার্য বাইখোড়ায় আসেন। তিনি বাইখোড়ায় আসার পর স্থানীয় ইসকন মন্দিরের প্রধান পরিচালক করুণেশ্বর মাধব দাস ব্রহ্মচারী-সহ অন্যান্যরা মোহন্ত মহারাজকে স্বাগত জানান। বুধবার বাইখোড়ায় থাকার পর বৃহস্পতিবার মোহন্ত মহারাজ আসেন জোলাইবাড়িতে। সেখানও তার সফরকে কেন্দ্র করে ভক্তদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ দেখা গেছে।

বিজেপি নেতার বাড়িতে হামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৩০ ডিসেম্বর।। টিএসআরের চাকরি

নিয়ে ক্ষোভের আগুন সর্বত্র। বুধবার রাত পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে

বিজেপির দলীয় অফিস ভাঙচুর করা হয়েছিল। ওই রাতে আক্রমণ থেকে

রেহাই পায়নি দলীয় নেতাও। বুধবার গভীর রাতে বিজেপি নেতার বাড়িতে

ঢুকে হামলা চালায় দুষ্কৃতিরা। কমলাসাগর মন্ডলের কিষান মোর্চার সদস্য

তাপস কুমার লস্করের বাড়িতে এই ঘটনা জানাজানি হতেই এলাকায়

চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। তাপস কুমার লস্কর জানান, দুষ্কৃতিরা রাতে যখন হামলা

চালায় তিনি ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অন্যত্র লুকিয়ে পড়েন। তবে তার

বাড়িতেই হামলা চালানো হয়েছে কেন তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি।

দুষ্কৃতিরা লাঠিসোঁটা এবং দা হাতে নিয়ে বিজেপি নেতার বাড়িতে চড়াও

হয়। তাদের হাতে আক্রান্ত হন নেতার স্ত্রী। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে

দলের প্রদেশ নেতৃত্ব এবং সিপাহিজলা জেলার সভাপতি ছুটে যান দলীয়

নেতার বাড়িতে। পুলিশকেও এই ঘটনা সম্পর্কে জানানো হয়। তাপস কুমার

লস্কর জানান- সাগর লস্কর, চিরঞ্জিত শীল সহ আরও কয়েকজন মিলে

তার বাডিতে হামলা চালায়। হামলাকারীদের সামনে দেখে তার স্ত্রী এগিয়ে

যান। তখনই অভিযুক্তরা মহিলাকে মারধর করে বলে অভিযোগ। নেতার

এরপর দুইয়ের পাতায়

### ১৭ দিন ধরে নিখোঁজ বধু

RADIOLOGIST / প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, SONOLOGIST চাই কৈলাসহর, ৩০ ডিসেম্বর।। দুই সস্তানের জননী নিখোঁজ হবার Need one nos of সতেরো দিন হয়ে গেলেও মহিলা Radiologist / Sonologist থানা কোনো ধরনের কার্যকরী doctor for a diagnostic ভূমিকা না নেওয়ায় মহিলা থানার centre at Sidhai ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রসঙ্গত Mohanpur on Part Time উল্লেখ্য, গত ১৩ ডিসেম্বর সোমবার কৈলাসহর চন্ডিপুর ব্লকের অধীন Whatsapp: মাইলং এডিসি ভিলেজের ২ নং 9774135855 ওয়ার্ডের আডাইদ্রোণ গ্রামের **DECLARATION** বাসিন্দা দিলীপ দেববর্মার স্ত্রী দয়মন্তী



দেববর্মা স্বামীর অনুপস্থিতিতে

বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। স্বামী দিলীপ দেববর্মা বিকেলে বাড়িতে এসে তার স্ত্রী দয়মন্তী দেববর্মাকে বাড়িতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর না পেয়ে ওই দিন সন্ধ্যায় কৈলাসহর মহিলা এরপর দুইয়ের পাতায়

#### এফিডেভিট

আমি কামরুল হুসেন আমার Admit Card -এ Khinur Begam এবং আমার Passport-এ Kahinor Begam আমার মার নামের ভুল থাকার দরুন Affida vit মূলে কহিনূর বেগম একই

## **AGARTALA**

রাজ্যবাসীকে ইংরেজী নতুন বর্ষের আগাম প্রীতি ও শুভেচ্ছা

Order your Special Cake from our outlet. বাড়িতে বসেই মনের পছন্দমতো কেক অর্ডার করার জন্য আজই Android Playstore থেকে ডাউনলোড করুন "INDIAN CAKES AND NUTS" App এবং কম্পিউটার থেকে খুলুন indiancakesandnuts.com Home Delivery Available.

ছেলেকেও মারধর করা হয় বলে তিনি

গৃহিনী বা গৃহকর্তা কেক-এর কাজ শিখে নিজেকে স্বনির্ভন করে গড়ে তোলার জন্য আজই যোগাযোগ করুন। Franchaise Opportunity Open.

Call: 7005503316

#### 10 am- 10 pm 1st Jan '22 **Consultant fee Free ©** 9436940366

